পাঁচ রকম

শ্রীললিতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

৪১নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশিত।

১৩১৩

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

কুন্তলীন প্রেস,
৫ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে,
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচী।

হীরার আংটী।

পাঁচ রকম।

হীরার আংটী।

(১)

মিবারের অধীন ভূম্যধিকারী, সোলাঙ্কি-রাজবংশ-সম্ভূত, বিদ্রোহী বীরবল সিংহ, আজ তিন দিবস হইল, মিবারের সৈন্যদলের নিকট সসৈন্যে ও সশস্ত্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার রামপুর নগরের নূতন দুর্গের প্রায় সমস্ত অংশ রাণার নবীন সেনাপতি জিতেন্দ্রসিংহের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু দুর্গের অভ্যন্তরস্থ অন্তঃপুরের অবরোধ এখনও শেষ হয় নাই। কেন না, অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ এখনও আত্মসমর্পণ করেন নাই। জিতেন্দ্রসিংহ বৃদ্ধ বীরবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমণীগণের এ অকারণ প্রতিযোগিতায় কি ফল, আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

বীরবল উত্তর করিলেন, "যাহা আমার সাধ্যাতীত, তাহার জন্য আমাকে তিরস্কার করা বৃথা। আপনি কি দেখ্‌তে পাচ্চেন না, অন্তঃপুরের লৌহকপাট ভিতর হ'তে বন্ধ র'য়েছে। আমি

পাঁচ রকম।

ইচ্ছা ক'র্‌লেও অন্তঃপুরে যেতে পারি না ও নারীগণকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারি না।"

জিতেন্দ্রসিংহ বলিলেন, "তবে আমি আমার সেনাদলকে লৌহকপাট ভাঙ্গিতে আদেশ করি। যাতে রমণীগণের প্রতি বৃথা বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা না হয়, আপনি তার উপায় অবলম্বন ক'র্‌বেন।"

"আপনার যেরূপ অভিরুচি। আমি এখন আপনার বন্দী মাত্র।"

জিতেন্দ্রসিংহ কতিপয় সৈনিকসঙ্গে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আঘাতে লৌহকপাট ভাঙ্গিয়া গেল। পাছে সেনাগণ অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে, এই আশঙ্কায় সেনাপতি তাহাদিগকে আপন আপন শিবিরে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। তিনি একাকী লৌহদ্বারের অপর দিকে আসিলেন। কিন্তু দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ চমকিয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে চঞ্চলা সৌদামিনীর ন্যায় রমণীমূর্ত্তি দীর্ঘ অসিহস্তে সম্মুখে আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। জিতেন্দ্র আপন তরবারি কোষমুক্ত করিতে ভুলিয়া গেলেন। তিনি সবিস্ময়ে সেই চঞ্চলা, অধীরা, রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণীও তাঁহাকে দেখিয়া, চমকিয়া পশ্চাতে সরিয়া, উত্থিত অসি ভূতলে প্রোথিত করিয়া বলিল, "হায়! একি? তুমি?"

জিতেন্দ্র বলিলেন, "আপনি কি আমাকে চেনেন ?"

রমণী তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল, "তুমি কোন্ সাহসে, একাকী আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'র্‌তে সাহস ক'রেছিলে ?"

"আপনি কি জানেন না, রাণার আদেশ অনুসারে আমি বিদ্রোহী বীরবলের নূতন দুর্গ অধিকার ক'রেছি ?"

"আমার পিতা বীরবল সিংহ, আমার জন্য এই স্বতন্ত্র অন্তঃপুর ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্বতন্ত্র বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ ক'রেচেন। এতে তোমার রাণার কি অধিকার ?"

"সে বিষয়ের মীমাংসা রাণা স্বয়ং ক'র্‌বেন। আমি কেবল তাঁর আদেশ প্রতিপালন ক'র্‌তে এসেছি।"

"তবে তুমি কি প্রকারে আমার এ অন্তঃপুর অধিকার ক'র্‌বে ?"

জিতেন্দ্র বলিলেন, "সহজে না হয়, বলপূর্ব্বক অধিকার ক'র্‌ব।"

রমণী মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "তুমি বড় মূর্খ। যদি সহজে অধিকার কর্‌বার হ'ত, তা হ'লে কি আমি এত দিন রণসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে দ্বাররক্ষা ক'র্‌তেম ? নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে রমণী কোন্ কালে তরবারি ধারণ করে ? তবে কি প্রকারে, আমার দুর্গ অধিকার ক'র্‌বে, কর।"

জিতেন্দ্র উত্তর করিলেন, "নারী ও শিশুর প্রতি নিতান্ত আবশ্যক না হ'লে বলপ্রয়োগ ক'র্‌তে রাণার নিষেধ আছে।"

পাঁচ রকম।

"আর নিতান্ত আবশ্যক হ'লে কি ক'র্‌বে? আমি যখন তরবারি হস্তে তোমার নিকটে এসে তোমার বক্ষঃস্থলে তরবারি প্রহার ক'র্‌তে এলেম, কই, তখনও তো আত্মরক্ষার জন্য তোমার কোষবদ্ধ তরবারি কোষমুক্ত কর্‌বার সাহস হ'ল না?"

"আমি আপনাকে দেখে সহসা আত্মহারা হ'য়েছিলেম।"

"এখন তো আত্মসংবরণ ক'র্‌তে পেরেছ? তবে তরবারি খোল। আমি সঙ্কল্প ক'রেছিলেম, আমার জীবনসত্ত্বে কেহ আমার দুর্গমধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে পার্‌বে না।"

জিতেন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অসম্ভব! যদি আপনি তরবারি প্রহারে আমার এ শরীর শত খণ্ডে বিভক্ত করেন, তবুও আমি আপনার অই পারিজাতসুকুমার দেহ স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌ব না!"

রমণী হাসিয়া বলিল, "তবে কি এ দুর্গ অধিকার না ক'রে ফিরে যাবে? রাণাকে কি উত্তর দিবে?"

জিতেন্দ্র বলিলেন, "আজ আমি ক্ষত্রধর্ম্মে পতিত হ'লেম। রাণা সংগ্রামসিংহের নিকট বিশ্বাসঘাতক হ'লেম। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে, আমার এ ঘোর অপরাধের জন্য উপযুক্ত দণ্ড ভিক্ষা ক'র্‌ব। আপনি আপনার অন্তঃপুরে ফিরে যান। আমার দুর্গ অধিকারের সাধ শেষ হ'ল। আজ আমার বীরগৌরবের শেষ অভিনয় হ'ল।"

রমণী উত্তর করিল, "আমি তোমাকে এই মাত্র ব'ল্‌লেম, আমি সঙ্কল্প ক'রেছিলেম যে, আমার জীবনসত্ত্বে কেহ আমার এ দুর্গ বলপূর্ব্বক অধিকার ক'র্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু তখন কি জান্‌তেম যে, তুমি এতকাল পরে আমার প্রতিযোগিতায় এখানে এসে দাঁড়াবে? তোমাকে দেখেই আমি আমার সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ ক'রেছিলেম। তুমি ক্ষত্রধর্ম্মে পতিত হবার পূর্ব্বেই আমি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ পাপে পতিতা হ'য়েছি। তবে এখন আমার দুর্গ তোমারই অধিকৃত হ'ল।"

জিতেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমাকে চেনেন? আমাকে কি পূর্ব্বে কোথাও দেখেছেন?"

রমণী জিতেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে? তোমাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেছি? হায়! তুমি জান না, আমি তোমাকে কতবার, কত সহস্রবার দেখেছি।"

জিতেন্দ্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?"

রমণী আবার অতৃপ্ত লোচনে, ব্রীড়াসঙ্কুচিত কটাক্ষে, জিতেন্দ্রকে দেখিয়া বলিল, "কোথায়, তা জানি না। এ জন্মে, কি পূর্ব্ব জন্মে, জাগ্রতে, কি স্বপ্নে, তাও ব'ল্‌তে পারি না। কিন্তু তোমাকে শত শতবার দেখেছি। না জানি, কত দিন পরে, আজ আবার তোমাকে এখানে দেখ্‌লেম। সে যা' হ'ক্, এখন তো আমি

পাঁচ রকম।

তোমার বন্দী হ'লেম। আমাকে আমার পিতার সঙ্গে উদয়পুরে ল'য়ে যাবে, তা জানি। কিন্তু যখন রাণা সংগ্রামসিংহ জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন, দুর্গ কি প্রকারে অধিকার ক'র্‌লে, তখন তাঁকে কি উত্তর দিবে?"

পশ্চাৎ হইতে কে জলদ্‌গম্ভীর স্বরে বলিল, "রাণা সংগ্রাম-সিংহকে আর কিছু ব'লতে হবে না। সে স্বচক্ষে সমস্ত দেখেছে, সমস্ত শুনেছে।"

জিতেন্দ্রসিংহ দেখিলেন, ভগ্ন তোরণের পার্শ্বদেশে, ছদ্মবেশে দাঁড়াইয়া—মহারাণা সংগ্রামসিংহ!

(২)

রাণা সংগ্রামসিংহ ও মন্ত্রী বিহারিদাস মন্ত্রণাভবনে উপবিষ্ট।

রাণা বলিলেন, "মন্ত্রিবর, বিদ্রোহী বীরবলের বিচার পরে হবে। সে আমার কাছে করযোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রেছে। আমি তাকে আপাততঃ সপরিবারে উদয়পুরে থাক্‌তে আদেশ ক'রেছি। আজ আমি নবীন সেনাপতি জিতেন্দ্রের অপরাধের দণ্ডবিধান ক'র্‌ব।"

রাণা জিতেন্দ্রসিংহকে আনিবার জন্য প্রহরীর প্রতি আদেশ করিলেন। জিতেন্দ্রসিংহ রাণার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সংগ্রামসিংহ তাঁহার সুকুমার মুখমণ্ডল ও সুদীর্ঘ বীরদেহ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "নবীন সেনাপতে! তোমার যে অপরাধের বিচারে আজ আমরা প্রবৃত্ত হ'য়েছি, তা তুমি জান। বীরধর্ম্ম

বিস্মৃত হ'য়ে, তোমার রাজার আদেশ অবহেলা ক'রে, তুমি যুদ্ধকালে নারীর কটাক্ষে মুগ্ধ হ'য়েছিলে। তোমার এ অপরাধের জন্য কঠোর দণ্ডাজ্ঞা আবশ্যক।"

জিতেন্দ্রসিংহ যুক্তকরে উত্তর করিলেন, "আমিই স্বয়ং মহারাণার নিকট দণ্ডাজ্ঞা ভিক্ষা ক'র্‌ছি। আমি জানি, আমার মত কাপুরুষের জন্য অতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা আবশ্যক। আপনি যে কোন দণ্ডবিধান ক'র্‌বেন, আমি সানন্দচিত্তে গ্রহণ ক'রব।"

সংগ্রামসিংহ বলিলেন, "তবে শুন। তুমি যে যুবতীর কমল-নয়নের কটাক্ষপাতে আত্মহারা হ'য়েছিলে, যত দিন সে যুবতী যৌবন ও প্রৌঢ়কাল অতিক্রম ক'রে, বার্দ্ধক্যদশায় উপনীতা না হয়, তার সে উজ্জ্বল নয়নযুগল জ্যোতিহীন না হ'য়ে যায়, তার সে কুসুমসুকুমার মুখমণ্ডল কোন রাজপুত যুবকের মন হরণে অসমর্থ হ'য়ে না উঠে, এবং তার সে কোমল বাহুলতা শুষ্ক ও বিবর্ণ হ'য়ে ক্ষত্রিয়ের গ্রীবাবেষ্টনের অনুপযুক্ত না হ'য়ে পড়ে, তত দিন তোমাকে একাকী নির্জ্জন কারাগারে জীবনযাপন ক'র্‌তে হবে।"

রাণা ও মন্ত্রী সবিস্ময়ে দেখিলেন, জিতেন্দ্রসিংহ এ নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তাহার মুখমণ্ডলে অণুমাত্র বিষাদ-চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। সে স্থির গম্ভীর ভাবে মস্তক অবনত করিয়া রাণার কঠোর দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিল।

পাঁচ রকম।

বিহারিদাস বলিলেন, "মহারাজ! আজ লঘু পাপে এ গুরুদণ্ড-বিধান কেন ক'র্‌চেন, বুঝ্‌তে পার্‌লেম্ না।"

রাণা মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "লঘু পাপ!"

বিহারিদাস বলিলেন, "ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'র্‌বেন! মহারাণা স্বয়ং নিজের কিশোর জীবন স্মরণ ক'রে দেখুন।"

রাণা মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রিবর! যদি তোমার মতে লঘু পাপ হয়, তবে এ গুরু দণ্ডের পরিবর্ত্তে লঘুতর দণ্ড প্রয়োগ-ক'র্‌চি। শুন, নবীন সেনাপতে! আমি আজি পর্য্যন্ত কখনও আমার মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রী বিহারিদাসের পরামর্শ অবহেলা করি নাই। সেই জন্য তাঁরই পরামর্শ মত আমার পূর্ব্ব দণ্ডাজ্ঞার পরিবর্ত্তে নূতন আদেশ দিচ্চি যত দিন তোমার সেই মনোমোহিনী রমণী অন্য কাহারও সঙ্গে পরিণীতা না হয়, তত দিন তোমাকে নির্জ্জন কারা-বাসে একাকী থাক্‌তে হবে। তবে এখন যাও। প্রহরিগণ তোমাকে তোমার কারাবাসের স্থান দেখিয়ে দিবে।"

জিতেন্দ্রসিংহ সসম্ভ্রমে রাণাকে অভিবাদন করিয়া প্রহরিগণের সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

(৩)

সংগ্রামসিংহ সহাস্যমুখে বিহারিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রিবর! আজ আমি এই নবীন সেনাপতির প্রতি যে দণ্ডবিধান ক'র্‌লেম্, তা শুনে তুমি বিস্মিত হ'য়েছ, সন্দেহ নাই।"

বিহারিদাস উত্তর করিলেন, "কেবল বিস্মিত হ'য়েছি, তা নয়। যথার্থ কথা ব'ল্‌তে কি, আপনার এ অপূর্ব্ব দণ্ডাজ্ঞা শুনে যার-পর-নাই ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হ'য়েছি। আমার মতে আপনি যদি এই কিশোর ক্ষত্রিয়ের সামান্য অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌তেন, তা' হ'লে আপনার ভুবনবিদিত মহত্ত্বেরই পরিচয় দিতেন। কন্দর্পের তীক্ষ্ণ শরাঘাতে কোন্ বীর যুবকের হৃদয় ক্ষণকালের জন্য বিচলিত না হয়? আজ আমি যা দেখ্‌লেম, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার যাবতীয় ক্ষত্রিয় সেনাগণের মধ্যে এই নবীন যুবকের মত বীর আর কেহ নাই। আজিকার রাজপুতানাব্যাপী এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়, এই বীর যুবক কারাবাসে না থেকে, যদি অসিহস্তে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকৃত, তা' হ'লে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই মিবারের গৌরব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ত।"

সংগ্রামসিংহ বলিলেন, "সে কথা সত্য। কিন্তু কি জন্য আমি আজ এ অপূর্ব্ব দণ্ডাজ্ঞা বিধান ক'র্‌লেম্, তার কারণ জান্‌তে পার্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, এতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।"

"কি কারণ? অনুমতি করুন।"

"তবে সত্য কথা তোমাকে বলি। আমি মনে মনে স্থির ক'রেছি, আমি স্বয়ং বীরবলের সুন্দরী দুহিতার পাণিগ্রহণ ক'র্‌ব।"

বিহারিদাস চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার আসন পরিগ্রহ করিয়া সংগ্রামসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

পাঁচ রকম।

"মহারাজ! আপনার প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হ'লেম। আপনি আমার সঙ্গে আজ বিদ্রূপ ক'র্‌চেন কি না বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

"কেন মন্ত্রিবর! এতে আবার বিস্ময়ের বিষয় কি? তুমিই তো আমাকে এইমাত্র ব'ললে মন্মথের তীক্ষ্ণশরে কার না হৃদয় বিদ্ধ হয়?"

বিহারিদাস যেন আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "মহারাণার পরিণয়-উৎসবের উপযুক্ত সময় বটে। উদয়পুরের সিংহদ্বারে অরাতিদলের বিজয়ভেরী, যবনের ক্ষত্রিয়শোণিতপিপাসু তরবারির ঘোর ঝন্‌ঝনা রব, মিবারের অবশ্যম্ভাবী অন্ধকার দর্শনে মহারাষ্ট্র-দস্যুর অট্টহাসি,—মহারাণার বিবাহ-উৎসবের আনন্দধ্বনির এমন উপযুক্ত সময় আর কবে হবে?"

রাণা বলিলেন, "ভগবান্ কন্দর্পের মানসোৎসবের কি সময় অসময় আছে?"

বিহারিদাস বলিলেন, "আপনিই কেন একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা ক'রে দেখুন না, এক মহিষী সত্ত্বে পুনরপি দারপরিগ্রহ করা কি রাজনীতিবিরুদ্ধ নহে? আপনার স্বর্গীয় পিতামহ মহারাণা জয়সিংহের কথা একবার মনে ক'রে দেখুন। দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে তাঁর সে অতুল গৌরবময় রাজ্যশাসনেও কি বিশৃঙ্খলা ঘ'টেছিল।"

রাণা উত্তর করিলেন, "হা! ধিক্ মন্ত্রিবর! সেই পূর্ণশশীর সঙ্গে আমার মত খদ্যোতের তুলনা?"

বিহারিদাস বলিলেন, "মহিষী কর্ণাবতী কি আপনার এ প্রস্তাবে সম্মতা হ'য়েছেন?"

রাণা আবার মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "দেবী কর্ণাবতী এ বিবাহে সম্মতা হবেন কি না, পরে তোমাকে সে কথা ব'ল্‌ব। এখন তুমি বিশ্রাম কর।"

বিহারিদাস বিষণ্ণ বদনে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

রাণা একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "একবার পরিচারিকা চন্দ্রকলাকে আমার নিকটে একাকিনী আস্‌তে বল। তাকে বল, তার সঙ্গে আমার অতি প্রয়োজনীয় কথা আছে।"

চন্দ্রকলা রাজমহিষী কর্ণাবতীর প্রিয় সহচরী। যে দিন কর্ণাবতী বিবাহের পর পিত্রালয় হইতে উদয়পুরে আসিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে আজি পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসরকাল চন্দ্রকলা তাঁহার চিরসঙ্গিনী। চন্দ্রকলা অতি চতুরা ও বুদ্ধিমতী রমণী বলিয়া রাজ-অন্তঃপুরে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রকলা ভৃত্যের সঙ্গে রাণার নিকটে আসিল। রাণা ভৃত্যকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিয়া, চন্দ্রকলার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজাধিরাজ সংগ্রামসিংহের সঙ্গে একজন সামান্যা পরিচারিকার নির্জ্জনে, গোপনে, কি কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, আমরা তাহা জানি না। অনেক ক্ষণ পরে, চন্দ্রকলা অন্তঃপুরে ফিরিয়া গিয়া মহিষী কর্ণাবতীর কানে কানে কি

পাঁচ রকম।

বলিল। কর্ণাবতী উচ্চহাস্য করিয়া, তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিলেন।

(৪)

অচিরাৎ উদয়পুরের চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল যে, বীরবলের সুন্দরী কন্যার সঙ্গে রাণা সংগ্রামসিংহের মহাসমারোহে বিবাহ হইবে। নবীন সেনাপতি জিতেন্দ্রসিংহের নির্জ্জন কারাগারেও প্রহরিগণ এ শুভসংবাদ ঘোষণা করিল।

আজ এক সপ্তাহ হইল, উদয়সরোবরের পার্শ্ববর্ত্তী পুরাতন প্রস্তর-ভবনে জিতেন্দ্রসিংহ অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি সন্ধ্যার সময় একাকী গবাক্ষদ্বারে বসিয়া অস্তগামী তপনের রক্তিম মূর্ত্তির সঙ্গে উদয়সরের সফেন, শতবর্ণে রঞ্জিত, চলোর্ম্মিপুঞ্জের আনন্দলীলা দেখিতেছিলেন। হঠাৎ কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একটি রমণী কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিল। জিতেন্দ্রসিংহ দেখিলেন, চন্দ্রকলা। চন্দ্রকলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "জিতেন্দ্রসিংহ! আমি তোমার জন্য শুভসংবাদ ল'য়ে এসেছি।"

"আমি কারাগারবাসী, অপরাধী, বন্দী, আমার আবার শুভ-সংবাদ কি?"

"আমি তোমাকে কারাগার হ'তে মুক্ত ক'রতে এসেছি।"

"কি প্রকারে, কার অনুমতিতে তুমি আমাকে কারামুক্ত ক'রবে?"

চন্দ্রকলা বলিল, "রাজমহিষী কর্ণাবতীর আদেশে। এই দেখ, তোমার জন্য স্ত্রীলোকের পরিধেয় বসন এনেছি। এ ঠিক্ আমার বসনের মত। আর এই দেখ, এই লাল কাগজে কারাগারে প্রবেশ কর্‌বার ও এখান হ'তে ফিরে যাবার অনুমতি-সঙ্কেত আছে। একটু অন্ধকার হ'লেই, তুমি আমার এই নারীর বসন পরিধান ক'রে, আর এই নিদর্শন-পত্র হাতে ল'য়ে বাহিরে চ'লে যাবে। কেহ তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে না। তার পর তুমি অনায়াসেই যেখানে ইচ্ছা, পলায়ন ক'র্‌তে পার্‌বে।"

জিতেন্দ্রসিংহের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। তিনি বলিলেন, "আমি কারাগার হ'তে পলায়ন ক'রলে, মহিষী কর্ণাবতীর কি লাভ ?"

চন্দ্রকলা বলিল, "তাও তুমি এখনও জান না ? রাণা যে তোমাকে এই কারাগারে বদ্ধ ক'রে, ঘোষণা ক'রেচেন যে, তিনি স্বয়ং বীরবলের সুন্দরী কন্যা অম্বালিকাকে বিবাহ ক'র্‌বেন। চারিদিকে বিবাহের নানাবিধ উদ্যোগ হ'চ্চে। তুমি তো জান, অম্বালিকা তোমাকে বই আর কাহাকেও বিবাহ ক'র্‌তে ইচ্ছা করে না। কিন্তু রাণা তার রূপ দেখে, তাঁর এই প্রৌঢ়-বয়সে এতই মোহিত হ'য়েছেন যে, তিনি স্থির ক'রেচেন, যেমন ক'রেই হ'ক্ তিনি অম্বালিকাকে বিবাহ ক'র্‌বেন। মহিষীর তো প্রতিজ্ঞা, তিনি কোন মতেই এ বিবাহ হ'তে দিবেন না। তাই

পাঁচ রকম।

তিনি আমাকে এই সঙ্কেত-চিহ্ন, আর এই নারীর বসন দিয়ে, তোমার নিকটে পাঠিয়ে দিলেন। তুমি এই কারাগার হ'তে বাহিরে এলেই, তোমাকে সঙ্গে ল'য়ে গিয়ে রাজ-অন্তঃপুরে একটি অতি গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখ্‌ব। কেহ কিছুই জান্‌তে পার্‌বে না। তারপর অম্বালিকাকে গোপনে তোমার কাছে ল'য়ে আস্‌ব। তখন তুমি তোমার প্রণয়িনীকে সঙ্গে ল'য়ে, দূরদেশে পলায়ন ক'রে, তাকে বিবাহ ক'র্‌তে পার্‌বে। রাণার প্রৌঢ় বয়সের মনের সাধ মনের ভিতরেই থেকে যাবে। আর এই দেখ, মহিষী তোমার জন্য কত মণিরত্ন পাঠিয়ে দিয়েচেন !"

চন্দ্রকলা বসনের মধ্য হইতে বহুসংখ্যক মহামূল্য রত্ন-মাণিক্য বাহির করিয়া বলিল, "এই দেখ, এই সকল অমূল্য জিনিস মহিষী তোমাকে আর তোমার প্রণয়িনীকে উপঢৌকন দিয়েচেন। এতে চিরকাল তোমরা দু'জনে পরম সুখে জীবনযাপন ক'র্‌তে পার্‌বে। আর তিনি আমাকে ব'লেচেন—"

জিতেন্দ্রসিংহ সরোষে অধর দংশন করিয়া, সবলে ভূতলে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "ক্ষান্ত হও দুশ্চারিণি ! অনেক হ'য়েছে। আমি বহুক্লেশে এতক্ষণ আত্মসংযম ক'রেছি। তুমি অবলা রমণী না হ'লে, এতক্ষণে পদাঘাতে তোমার অস্থি চূর্ণ ক'র্‌তেম। এখন এখান হ'তে প্রস্থান কর। মহিষীকে বলিও, 'শক্তাবত' ক্ষত্রিয়-বংশের পবিত্র শোণিত আমার ধমনীতে প্রবাহিত। তিনি কি

মনে করেন, আমি এতই নীচাশয় যে, মণিরত্নের লোভে, আর রমণীর প্রণয়-লালসায়, রাণার বিনা আদেশে, চোরের ন্যায় কারাগার হ'তে পলায়ন ক'র্‌ব ?"

চন্দ্রকলা উত্তর করিল, "আমার উপর অকারণ এত রাগ ক'র্‌চ কেন ? তুমি যা ব'ল্‌লে, আমি মহিষী কর্ণাবতীর নিকটে গিয়ে, তাঁকে ব'ল্‌চি।"

চন্দ্রকলা বাহিরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইল। জিতেন্দ্র তাহাকে পুনরপি সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুন, আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ইচ্ছা করি। সোলাঙ্কিদুহিতা অম্বালিকা কি আমার সঙ্গে পলায়ন ক'র্‌তে সম্মতা হ'য়েছিল ?"

"তার সঙ্গে এখনও আমাব দেখা হয় নাই। তোমাকে কারামুক্ত ক'রে, তার নিকটে যেতেম। কিন্তু তুমি—"

জিতেন্দ্র বলিলেন, "তবে তুমি আমার একটি অনুরোধ পালন ক'রতে সম্মতা আছ কি ? আমি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হ'য়েছিলেম, সে জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থনা ক'র্‌চি। তুমি একবার অম্বালিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, আর আমাকে যে সকল কথা ব'ল্‌লে, তাকেও এইরূপে এই সকল কথা বলিও। এই সমস্ত বহুমূল্য রত্ন-মাণিক্য তাকেও দেখাইও। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করিও, আমি কারাগার হ'তে পলায়ন ক'র্‌লে, এই সকল রত্নরাজি লইয়া, সেও আমার সঙ্গে পলায়ন ক'রতে সম্মতা আছে কি না ?'

পাঁচ রকম।

যদি সে সম্মতা হয়, তা হ'লে আর আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ কর্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। আর যদি সে সম্মতা না হয়, তোমার এই সব প্রলোভনের কথা শু'নে, তারও মন যদি ঘৃণা ও অবজ্ঞায় এমনই শিহরিয়া উঠে, তা হ'লে দয়া ক'রে, আমাকে সে আনন্দ-সংবাদটি দিয়ে যেও। আমি তখন বুঝ্‌তে পার্‌ব, সোলাঙ্কিদুহিতা অম্বালিকা মহারাণা সংগ্রামসিংহের রাজরাজেশ্বরী হবার উপযুক্তা রমণী।"

চন্দ্রকলা জিতেন্দ্রসিংহের অনুরোধ পালন করিবে প্রতিশ্রুতা হইয়া চলিয়া গেল।

(৫)

পরদিন বীরবল সিংহের অন্তঃপুরে অম্বালিকার সঙ্গে চন্দ্রকলার কথোপকথন হইতেছিল। অম্বালিকা বলিতেছিলেন, "তবে বুঝি তুমি এখনও আমার সমস্ত কথা মহারাণাকে বল নাই?"

চন্দ্রকলা বলিল, "সমস্ত কথা বলেছি। তুমি যে সকল কথা ব'ল্‌তে ব'লেছিলে, আমি আদ্যোপান্ত সকল কথা তাঁকে এক একটী ক'রে শুনিয়েছি।"

"তুমি তাঁকে ব'লেছিলে, তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ অসম্ভব।"

"তাও ব'লেছিলেম। তিনি ব'ল্‌লেন, 'কিসে অসম্ভব, তা আমি বুঝ্‌তে পারি না।"

"তবে বুঝি তুমি তাঁকে বল নাই, আমি জিতেন্দ্রসিংহের বিবাহিতা স্ত্রী, আর তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাসী ?"

"তাও ব'লেছি।"

"তাতে তিনি কি উত্তর দিলেন ?"

"তিনি উচ্চহাস্য ক'রে ব'ল্লেন, সোলাঙ্কিসুন্দরী বোধ হয় কোন দিন স্বপ্ন দেখে থাক্‌বে। স্বপ্নে অমন তার মত কিশোরীগণ কত নবীন নায়কের গলায় ফুলের হার পরিয়ে দিয়ে থাকে। তা ব'লে কি তারা সেই সব নায়কের বিবাহিতা স্ত্রী হ'য়ে যায় ?"

অম্বালিকা সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "হায়! আমার কথা তিনি বুঝ্‌তে পারেন নাই। জিতেন্দ্রসিংহ যে আমার ইহজন্মের, পূর্ব্বজন্মের আর জন্মজন্মান্তরের পতি, তা' রাণাকে কেমন ক'রে বোঝাব ?"

চন্দ্রকলা বলিল, "আর তাকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। আমি অনেক চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু তিনি যখন কিছুতেই বুঝ্‌বেন না, তখন আর এ সব কথায় লাভ কি ?"

অম্বালিকা অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন, "আমি শুনেছিলেম, রাণা সংগ্রামসিংহ তপনদেবের ন্যায় পবিত্র কিরণ বিতরণে তাঁর রাজ্যের কুলকামিনীগণকে শশাঙ্ক-সুধায় পুলকিত করেন। কিন্তু এ অভাগীর ভাগ্যদোষে, আজ দেখ্‌চি, তিনি রাহুর রূপ ধারণ ক'র্‌লেন !"

পাঁচ রকম।

চন্দ্রকলা বলিল, "যখন তিনি স্থিরসঙ্কল্প হ'য়েছেন, আর আক্ষেপ করা বৃথা। আর তোমার পিতা-মাতার নিতান্ত ইচ্ছা, তুমি রাণাকে বিবাহ ক'রে, রাজরাজেশ্বরী হও। তাঁদের আদেশ তো তোমাকে পালন ক'র্‌তে হবে!"

অম্বালিকা বলিলেন, "তবে তাই হবে। পিতা-মাতার আদেশ পালন ক'র্‌ব। রাণার ইচ্ছা পূর্ণ ক'র্‌ব। লৌকিক আচার অনুসারে তাঁর সঙ্গে পরিণীতা হব। কিন্তু তাঁকে একটি কথা বলিও, আমার জীবনসত্ত্বে তিনি আমাকে স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বেন না।"

চন্দ্রকলা বলিল, "আমি সে কথাও তাঁকে ব'লেছিলেম। তিনি তাতে উত্তর দিলেন, 'আগে বিবাহ তো হ'ক্। সে সব কথা পরে দেখা যাবে। মানিনী যুবতীরা এমন অনেক আব্‌দার, অনেক অভিমান ক'রে থাকে, তা আমি জানি।' এখন তিনি তোমাকে বিশেষ ক'রে যে কথাটি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ব'লে দিয়েচেন, তার উত্তর দাও।"

"কি বিশেষ কথা।"

"তিনি ব'ল্‌লেন, সোলাঙ্কিসুন্দরীর অলঙ্কার নির্ম্মাণের জন্য কোষাধ্যক্ষকে লক্ষ মুদ্রা দিতে আদেশ ক'রেছি। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এস, এই লক্ষ মুদ্রায় কোন্ কোন্ অলঙ্কার নির্ম্মাণ করা হবে।"

অম্বালিকা সহসা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে কি একটি নূতন কল্পনার আবির্ভাব হইল। তিনি মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "রাণাকে বলিও, তিনি যেন বিবাহের সময় আমাকে এই লক্ষ মুদ্রার একটি বিমিশ্র হীরার আংটী দেন। আমি অন্য কোনও অলঙ্কার চাহি না। এই হীরার আংটীতেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হবে।"

চন্দ্রকলা সেখান হইতে রাণার নিকটে গেল। রাণা একাকী বসিয়া তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। চন্দ্রকলা তাঁহাকে অম্বালিকার সমস্ত কথাগুলি শুনাইল। শেষে হীরার আংটীর কথাও বলিল। রাণা সহাস্যে বলিলেন, "চন্দ্রকলা, একবার তুমি মহিষী কর্ণাবতীর নিকটে যাও। অম্বালিকার কথাগুলি তাঁকে সমস্ত বল। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, সোলাঙ্কি-সুন্দরী কেবল একটি লক্ষ মুদ্রার হীরার আংটী কেন চেয়েছে। মহিষী কি বলেন, তুমি এখনি এখানে এসে আমাকে বলিও। আমি তাঁর উত্তর প্রতীক্ষায় এইখানে অপেক্ষা ক'র্‌ব।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রকলা মহিষী কর্ণাবতীর উত্তর লইয়া ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, "মহিষী ব'ল্‌লেন, তোর রাণার ঘটে কি এটুকু বুদ্ধি নাই যে, তিনি এই স্পষ্ট কথাটাও বুঝ্‌তে পার্‌লেন না? হীরায় বিষ থাকে, তা কি তিনি জানেন না? অম্বালিকা বিষপান ক'র্‌বে ব'লে, লক্ষ টাকার বিমিশ্র হীরার আংটী চেয়েছে।"

পাঁচ রকম।

সংগ্রামসিংহ বলিলেন, "আমিও তাই মনে ক'রেছিলেম।"

(৬).

আজ উদয়পুরের চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল। আজ মিবারাধিপতি সংগ্রামসিংহের পরিণয়-উৎসব। রাজপুতানার যাবতীয় রাজগণ সমবেত হইয়াছেন। অদূরবর্ত্তী একটি উন্নত প্রাসাদ বিবাহসভার জন্য সজ্জিত হইয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত রাজগণ ও অন্যান্য বরযাত্রিগণকে বিবাহস্থলে লইয়া যাইবার জন্য অসংখ্য অশ্ব ও হস্তী রাজপ্রাসাদসমীপে সমবেত হইল ও প্রাসাদের তোরণদ্বারে ঘোর রবে বাদ্যযন্ত্রধ্বনি উত্থিত হইল।

রাণা সংগ্রামসিংহ মন্ত্রী বিহারিদাসকে সঙ্গে লইয়া একটি নিভৃত কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই নিভৃত কক্ষের এক পার্শ্বে চন্দ্রকলা একাকিনী দাঁড়াইয়াছিল। রাণা বলিলেন, "মন্ত্রিবর, মনে আছে, আজ দুই সপ্তাহ হ'ল, নবীন সেনাপতি জিতেন্দ্রসিংহকে কারাগারে রুদ্ধ করা হ'য়েছিল? আজ সোলাঙ্কি-সুন্দরীর বিবাহ, তাই তাকে কারামুক্ত করা হ'য়েছে।"

জিতেন্দ্রসিংহকে আনিবার জন্য রাণা এক জন প্রহরীকে ইঙ্গিত করিলেন। জিতেন্দ্র রাণাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রাণা চন্দ্রকলার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "জিতেন্দ্র! তুমি অবশ্য ইহাকে চেন, আর ইনি যে রাজমহিষীর প্রিয় পরিচারিকা, তাও অবশ্য জান। তুমি নাকি সে দিন

কারাগারে ইঁহাকে আর মহিষী কর্ণাবতীকে অনেক অপমানসূচক কথা ব'লেছিলে, তাই দেবী কর্ণাবতী তার প্রতিদান স্বরূপ তোমাকে একটি সুন্দর পরিচ্ছদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুন্‌লেম, এই পরিচ্ছদটি প্রস্তুত করার জন্য মহিষী দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় ক'রেছেন।"

জিতেন্দ্র দেখিলেন, চন্দ্রকলার হাতে একটি মহামূল্য, রত্নরাজি-খচিত, বিচিত্র পরিচ্ছদ। তিনি সবিস্ময়ে রাণার দিকে চাহিয়া করযোড়ে বলিলেন, "প্রভো! ক্ষমা ক'র্‌বেন। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।"

রাণা সহাস্যে বলিলেন, "এখান সমস্ত বুঝতে পার্‌বে। যে দিন আমি তোমার কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিই, বিহারিদাস আমাকে ব'লেছিলেন যে, মিবারের এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়, তোমার মত বীর সেনাপতি কারাগারে না থেকে, আমার পার্শ্বে অসিহস্তে দণ্ডায়মান থাকলে, ভবিষ্যতে মিবারের বহু উপকারের সম্ভাবনা। —কেমন মন্ত্রিবর। কথাটা মনে আছেতো?—মন্ত্রীর কথা কতদূর সত্য, পরীক্ষা করবার জন্য আমিই চন্দ্রকলাকে কারাগারে তোমার নিকট পাঠিয়েছিলেম। তুমি অকারণ দেবী কর্ণাবতীর উপর ক্রুদ্ধ হ'য়েছিলে। তিনি ইহার কিছুই জান্‌তেন না। আমার নিকট হ'তে তোমার কথা শুনে, তিনি সেই দিন অবধি প্রতিদান দিতে উৎসুক হ'য়েছেন। তুমি অবশ্য শুনেছ, আজ সন্ধ্যার পর সোলাঙ্কি-

পাঁচ রকম।

বিভূষিত, কন্দর্পকান্তি জিতেন্দ্র,—তাহার সেই জন্মজন্মান্তরের বরবেশে দণ্ডায়মান!

সংগ্রামসিংহ বলিলেন, "বিবাহের উপযুক্ত লগ্ন উপস্থিত। ত-আর বিলম্ব কেন? বীরবল! তোমার লক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্যাকে আমার অপত্যপ্রতিম, নারায়ণতুল্য, নবীন সেনাপতিকে সম্প্রদান কর।"

পুরোহিত উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করিলেন। রমণীগণ সুম[illegible]। শঙ্খধ্বনি করিল। বীরবল অম্বালিকার কর ধারণ করিলে সংগ্রামসিংহ জিতেন্দ্রের বাহু ধারণ করিয়া, অম্বালিকার উত্থিত ক[illegible] সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া, প্রীতিবিস্ফারিত নয়নে নবদম্পতির দি[illegible] চাহিয়া, সস্নেহে অম্বালিকার কর আপন হস্তে লইয়া, জিতেন্দ্রে[illegible] হাতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় দিলেন ও অম্বালিকাকে পরাইয়া দিতে বলিলেন। রাণার আদেশ মত জিতেন্দ্রসিংহ অম্বালিকার অঙ্গুলিতে হীরার আংটী পরাইয়া দিলেন। মহারাণা সংগ্রামসিংহ প্রেমার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "ভদ্রে! তোমার অভিলাষ মত আমি তোমাকে কেবল মাত্র এই লক্ষমুদ্রা মূল্যের হীরার আংটী দিলেম। মহিষী কর্ণাবতী ইহার দ্বিগুণ মূল্যের অলঙ্কারসমূহ তোমার যৌতুকের জন্য প্রস্তুত রেখেচেন। এই হীরার আংটীতে, তোমার মত সুন্দরী নারীর নয়নের ন্যায়, বিষ আছে, আবার অমৃতও আছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা দু'জনে, চিরজীবন এই হীরার আংটী হ'তে নিরবচ্ছিন্ন অমৃতধারা পান কর।"

পরশমণি।

পরশমণি।

(১)

"এমন সোনার সংসার ছারখার হ'য়ে যাচ্চে, বিন্দুর মা! দাদাকে বুঝিয়ে দুটো কথা বলে, এমন কি এদেশে কেউ নেই?"

মুর্শিদাবাদ হইতে কিছু দুরে হাইদারপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। তথাকার বিখ্যাত জমিদার রাধাকান্ত চৌধুরী তাঁহার ভার্য্যা বিয়োগের একমাস পরে, আজ সাত বৎসর হইল, একমাত্র পুত্র ও একটী মাত্র কন্যা এবং অনেক জমিদারী ও বিস্তর নগদ টাকা রাখিয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পুত্র ললিতমোহন অনেক দাস-দাসী, দেওয়ান-গোমস্তা প্রভৃতির সঙ্গে হাইদারপুরের বাটীতেই থাকেন। আর কন্যা মালতীলতা পশ্চিমদেশে তাঁহার স্বামীর সঙ্গে থাকেন। তাঁহার স্বামী রমেশবাবু মিরাটে চাকরি করেন। মালতীর বারম্বার অনুরোধে রমেশবাবু তিন মাসের ছুটি লইয়া চার বৎসর পরে দেশে আসিলেন। মালতী রেলগাড়ী হইতে নামিয়াই, স্বামীর সঙ্গে না গিয়া, একটি দাসী সঙ্গে লইয়া হাইদারপুর আসিলেন। মালতী বাপের বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার দাদা

পাঁচ রকম।

ললিতমোহন বাটীতে নাই। তিনি দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা কোথায়?" তাহারা মালতীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া, একটু মৃদু হাস্য করিয়া চুপ করিয়া রহিল। মালতীর বড় রাগ হইল। তিনি তাঁহার বাপের আমলের পুরাতন চাকরাণী বিন্দুর মার চুল ধরিয়া বলিলেন, "আ মোলো পোড়ারমুখি! চুপ ক'রে র'য়েছিস কেন! বল্‌না, দাদা কোথায়?"

বিন্দুর মা বলিল, "উঃ! চুল ছাড় দিদিমণি! আগে হাত পা ধোও, খাওয়া দাওয়া কর, তার পর সব শুনবে এখন!"

"আগে বল্, দাদা কোথায়?"

"তবে আড়ালে চল, সব ব'লচি। সে সব কথা কি আর লোকালয়ে প্রকাশ ক'রে বল্‌বার যো আছে?"

বিন্দুর মা মালতীকে আড়ালে লইয়া গিয়া, ললিতমোহনের সকল কথা তাহাকে সংক্ষেপে বলিয়া দিল।

ইহার তিন দিন পরে আজ আবার একটী নিভৃত কক্ষে মালতী তাঁহার দাদার কথা বিন্দুর মাকে বলিতেছিলেন। বিন্দুর মা উত্তর করিল, "দেশের লোকের তো তোমার দাদার জন্য বড়ই মাথাব্যথা প'ড়েছে! তারা মজা ক'র্‌বে, তামাসা দেখ্‌বে, দুটো খোষামুদে কথা ব'লে টাকা ধার ক'রে নিয়ে যাবে, আর আড়ালে এসে বুড়ো আঙ্গুল দেখাবে! এইতো তাদের কাজ। তোমার দাদার সোনার সংসার ছারখার হ'চ্চে দেখেই তো তাদের আহ্লাদ!"

মালতী বলিলেন, "আচ্ছা, তা যেন হ'ল। কিন্তু আমলা, গোমস্তা, দেওয়ান, যারা দাদার নুন খায়, তারা কি কিছু ক'র্‌তে পারে না?"

বিন্দুর মা হাসিয়া বলিল, "সত্যি ব'লচি দিদিমণি! মেড়ুয়া দেশের ম্যাড়াগুলোর মুল্লুকে থেকে, তোমার বুদ্ধিটাও ঠিক্ তাদের মতন হ'য়েছে! তুমি এটা বুঝ্‌তে পার না যে, যারা তোমার দাদার নুন খায় আজকাল তো তাদেরি পোয়াবারো! অই যে আর বছর কি একটা গাঁ নিলেম হ'য়ে গেল—তার দাম নাকি লাক টাকারও বেশি—কিন্তু চার হাজার টাকাতে বিক্রী হ'য়ে গেল। আর তার পরদিন থেকেই দেওয়ানজী মশায় নতুন বাড়ী ফেঁদে ব'স্‌লেন। আর শুন্‌ছি নাকি এই বৈশাখ মাসে আর একখানি গাঁ বিক্রী হবে। সেই জন্যে নাকি আমলারা সব একটা দর্‌জিকে ডেকে কতকগুলো থোলে সেলাই ক'র্‌তে দিয়েছে!"

মালতী বিষণ্ণমুখে কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "আমি তো এর একটা উপায় না ক'রে এখান থেকে যাব না!"

বিন্দুর মা বলিল, "তবে তুমি এই খানেই থাক, আর আমাকে তোমার বরের সঙ্গে পশ্চিমে পাঠিয়ে দাও।"

মালতী। শোন্ বিন্দুর মা, আমি একটা উপায় ঠিক্ ক'রেছি। দেখি, যদি তাতে কিছু হয়! আগে তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বল্‌দিকি, সেই বাইওয়ালী মাগীর জন্যেই তো এই সর্ব্বনাশ হ'চ্চে! সে মাগীকে তুই জানিস?

পাঁচ রকম।

বিন্দু। জানবো না কেন? তাকে আবার কে না জানে? বাগবাজারের রসগোল্লা, ধনেখালির খইচুর, জনাইয়ের রসকরা, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, আর গোলাপবাগের কমলকুমারী, এসব কে না জানে বল? গোলাপবাগের কমলকুমারীর গান শুন্‌লে তেকেলে বুড়ো মিন্‌সেগুলোর অবধি বাক্‌রোধ হ'য়ে যায়।

মালতী। তুই তাকে দেখেচিস্‌?

বিন্দু। কত বার।

মালতী। সে দেখ্‌তে কি বড়ই সুন্দরী?

বিন্দু। সে কথা কি আর এক মুখে বলা যায়? বেরালের মত চোক, চিরুণির মত দাঁত, শূর্পনখার মত হাঁ, হাড়গিলের মত গলা, খ্যাঁক্‌শিয়ালীর মত কথা! এমন রূপসী কি আর ভারতে আছে?

মালতী। তুই তাকে একবার এখানে ডেকে এনে আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারিস?

বিন্দুর মা বিস্মিতা হইয়া মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই রে! এবার দেখ্‌চি একটা বিষম কাণ্ড ক'রে ব'সবে! দিদিমণি! তুমি নিশ্চয়ই ক্ষেপে উঠেছ!—কেন? সে মাগীকে নিয়ে তুমি কি ক'রবে? মুড়ো খ্যাঙ্‌রা দিয়ে তার বিষ ঝেড়ে দেবে নাকি? সত্যি ব'লচি, তা হ'লে কিন্তু সর্ব্বনাশ হবে। তবুও যা'হক্‌ তোমার দাদা এক-একবার বাড়ী আসেন। সে মাগীকে একটা অপমানের

কথা ব'ল্‌লে, আর তিনি এ বাড়ীমুখো হবেন না। এতক্ষণ ভেবে ভেবে বুঝি এই উপায় ঠিক্ ক'র্‌লে? অই যে লোকে কথায় বলে, "যাও ছিল খেয়ে বোসে, তাও গ্যাল বস্তি এসে!"

মালতী। তোর সে ভাবনা ক'র্‌তে হবে না। এবার যে সময়ে দাদা বাড়ী আস্‌বেন, তুই লুকিয়ে গিয়ে সেই মাগীর সঙ্গে দ্যাখা ক'রে সব ঠিক্ ক'রে আস্‌বি। তিনি বাড়ী থেকে চ'লে গেলে তুই তাকে গাড়ী ক'রে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বি। যখন আর কোন উপায় নেই, দেখি, যদি এই মাগীকে দিয়ে কিছু ক'র্‌তে পারি।

বিন্দু। তুমি তার মাথায় ফুঁ দিয়ে, মন্তোর প'ড়ে দেবে নাকি? না কালসাপিনীকে দুধ-কলার লোভ দেখিয়ে বশ ক'র্‌বে? যা'হক্, দিদিমণি! তোমার আশাও কম নয়!

মালতী। মর্ পোড়ারমুখী! আগে থাকতেই অত ভয় পাচ্চিস্ কেন? দ্যাখাই যাকনা, কি হয়? এখন আমি যা ব'ল্‌লেম, তা ক'র্‌তে পার্‌বি কি না, বল্।

বিন্দুর মা হাসিয়া বলিল, "তা পার্‌ব না কেন? দেখা যাবে, তুমি মেড়ুয়ার দেশ থেকে কেমন যাদু শিখে এসেছ।"

(২)

তিন দিন পরে ললিতমোহন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার বাটীতে দেখা দিলেন। মালতী তাড়াতাড়ি আসন পাতিয়া তাঁহার জন্য

পাঁচ রকম।

জলখাবার আনিয়া দিলেন। ললিতমোহন নেশার ঝোঁকে টলিতে টলিতে আসনে আসিয়া বসিলেন ও দু' একটা মিষ্টান্ন অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া, এক গেলাস জল নিঃশেষ করিয়া, মালতীর দিকে আরক্ত চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, "তবে মালু! সে খোট্টা শালা এখানে কবে আস্‌বে, ব'ল্‌তে পারিস্? এতদিন হ'ল পশ্চিম থেকে ফিরে এসেছে, একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এল না!"

মালতী বলিলেন, "দাদা! তুমি কি তাঁকে আন্‌তে পাঠিয়েছিলে?"

ললিত। আমার যদি ফুর্‌সুত থাকত, আমি শালার টিকি ধ'রে এখানে টেনে আনতুম!

মালতী। তোমার ফুর্‌সুত নেই কেন, দাদা? কি এত কাজ?

ললিত। তুই ছেলে মানুষ, তায় আবার মেয়ে মানুষ! তুই কি বুঝ্‌বি, আমার কত কাজ? সেই মেড়ো শালা যখন আস্‌বে, তাকে কান ধ'রে বুঝিয়ে দিব, আমার আজকাল কত কাজ!

মালতী। হ্যাঁ দাদা! তুমি নাকি মদ খেতে শিখেছ? লোকে তোমার কত নিন্দা ক'র্‌চে যে!

ললিত। ছি! দিদিমণি! ও সব পরের কথায় কান দিতে আছে?

মালতী। একবার এই আরসিখানা নিয়ে ছাখ দিকি, তোমার শরীর কি ছিল, এখন কি হ'য়েছে!

মালতীর চক্ষে জল আসিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এমন হবে, এই সব দেখ্‌তে হবে, আগে টের পেলে আমি আর এ জন্মে দেশে ফিরে আস্‌তেম না।"

ললিত। তুমি দিদি! বড় ছেলে মানুষ! এত বড় হ'লে, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই হ'ল না! মানুষের শরীর কি চিরকাল এক রকমই থাকে?—ওকি মালু! তুই কাঁদ্‌চিস নাকি? তোর অই বড় দোষ! কথায় কথায় তোর চোখে জল আসে।"

মালতী বলিতে লাগিলেন, "আজ মা থাক্‌লে, বাবা থাক্‌লে, কি তোমার এই দশা হ'ত? তোমার শরীর একেবারে পতন হ'য়ে যাচ্চে, কেউ ছাখ্‌বার লোক নেই! তোমার জমিদারী, টাকাকড়ি পাঁচভূতে লুটে খাচ্চে, তোমাকে একটা কথা বলে, এমন কেউ নেই! তোমার পায়ে পাড়, দাদা! আমার একটী কথা রাখ।

ললিত। দূর ছাই! আবার অই সব কথা নিয়ে প্যান্-প্যান্ ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে! কেন মালু! দিদিমণি! ওসব কথা আমার কাছে বল? তুমি মেয়ে মানুষ, বিষয়-কর্ম্মের কথা, টাকা-কড়ির কথা, কেন মুখে আন? সে দিন তোমাকে কত ক'রে বোঝালেম, আবার আজ অই সব কথা আমাকে ব'ল্‌চ?

মালতী। আচ্ছা আমি টাকা-পয়সা বিষয়-কর্ম্মের কথা কখনও তোমাকে ব'ল্‌ব না। তুমি বল, আমার একটী কথা রাখ্‌বে? আমার একটী মিনতি শুন্‌বে?

পাঁচ রকম।

ললিত। বলনা ছাই কি কথা? আমার কি আজ এথানে থাকার ফুর্‌সুত আছে? আজ সাতটার সময় বাগানে গার্ডেন পার্টিতে কত ভদ্রলোক আস্‌বে! যা ব'ল্‌তে হয়, শীগ্‌গির বল।

মালতী। আমি কাল বউকে আন্‌তে পাঠাব। তুমি কিন্তু রাগ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

ললিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সরোষে মালতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আবার অই কথা! আবার সেই উনুনমুখীটার কথা আমাকে ব'লচ! আর যা ব'ল্‌তে হয় বল, অই কথাটা আমাকে আর কখন বলিও না, ব'ল্‌চি।

মালতী। কেন? সে তোমার কাছে কি অপরাধ ক'রেছে? বাবা যে কত সাধ ক'রে, কত দেশবিদেশে খুঁজে পেতে অমন সোনার প্রতিমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছিলেন! কি অপরাধে তাকে—

বাহির হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "ও ললিত খুড়ো! সাতটা বাজ্‌তে আর পাঁচ মিনিট বাকী!"

মালতী বলিলেন, "ওই বুঝি সেই ব্রজনাথ আবার তোমাকে ডাক্‌চে? তুমি ওকে কাছে আস্‌তে দাও ব'লে লোকে তোমাকে কত নিন্দা করে। আমি তোমাকে ওর সঙ্গে যেতে দিব না।"

ললিত বাবু মালতীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া, দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। মালতী সেইখানে দাঁড়াইয়া অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন।

(৩)

ললিতমোহন বাটী হইতে চলিয়া গেলে, বিন্দুর মা আসিয়া মালতীকে সংবাদ দিল যে, সেই বাই ওয়ালী কমলকুমারী আসিয়াছে। মালতী সহর্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় সে মাগী?"

"রাস্তার ধারে গাড়ীতে তাকে বসিয়ে রেখে তোমায় খবর দিতে এসেছি। তাকে যে কষ্টে এনেছি তা আর কি ব'লব। তুমি তাকে ডেকেছ শুনে, মাগী ত একেবারে অবাক্! কত বুঝিয়ে, কত্যদিব্য-দীপান্তর করে,—তুমি যে মুড়ো খ্যাঙ্গ্রা দিয়ে তার বিষ ঝেড়ে দিবে না, গঙ্গাজল ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে, তবে তাকে রাজি ক'রেছি।"

"তাকে সঙ্গে ক'রে এইখানে নিয়ে আয়।"

বিন্দুর মা ঘরের বাহিরে যাইবার পূর্ব্বেই, নিমেঘ আকাশে সৌদামিনীর মত, একটী আলোকময়ী চপলামূর্ত্তি আটগাছা মলের ঝম্‌ঝম্ শব্দ করিতে করিতে, হেলিতে দুলিতে, হাসিরাশি ওষ্ঠাধরে চাপিতে চাপিতে, দ্বারসমীপে আসিয়া মালতীকে সেলাম করিল। মালতী সবিস্ময়ে দেখিলেন, বিন্দুর মার মুখে ইহার যে রূপবর্ণনা শুনিয়াছিলেন ঠিক্ তাহার বিপরীত। দেখিলেন, পূর্ণযৌবনা, সুন্দরী মুন্নাজান্ ওরফে কমলকুমারীর সুদীর্ঘ দেহে পূর্ণ প্রাবৃট্‌কালের চঞ্চলা অধীরা তটিনীর মত রূপরাশি উথলিয়া পড়িতেছে! মালতীর মনে হইল, যেন ইহার মত সুন্দরী তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি কিছুক্ষণ কমলকুমারীকে একদৃষ্টে দেখিয়া বলিলেন, "ওখানে

পাঁচ রকম।

দাঁড়িয়ে রহিলে কেন? ভিতরে এস। বিন্দুর মা! তুই একবার বাহিরে যা। আমার সঙ্গে এঁর একটা গোপনীয় কথা আছে।”

কমলকুমারী মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, “আমি মুসলমানী। ভিতরে গেলে ত আপনার ঘর অপবিত্র হবে না?”

“না। তোমার সে ভয় নেই। এখানে এই গালিচার উপরে ব’স।”

কমলকুমারী একটু দূরে বসিয়া বলিল,“আপনার চাকরাণী আমাকে অনেক অভয় দিয়ে ডেকে এনেছে। তবে এখন বলুন, আমার উপর এত দয়া হ’ল কেন? কি জন্য আমাকে ডেকেছেন?”

মালতী প্রথমে কি বলিবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া একটু সঙ্কুচিতা হইয়া বলিলেন, “আমি পশ্চিম দেশে মিরাটে থাকি। চার বছর পরে আমার দাদার সঙ্গে দেখা ক’র্‌তে এসেছিলেম।”

কমলকুমারী বলিল, “তা ভালই ক’রেছেন! এতদিন পরে এসেছেন, খুব মনের সাধ মিটিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করুন।”

মালতী। তা হয় কই? তিনি আজকাল তো বাটীতে প্রায় থাকেন না।

কমল। মধ্যে মধ্যে তো আসেন। তা তাঁকে চাবিবন্ধ ক’রে রাখ্‌তে পারেন না? সে তো আপনাদেরই হাত। যাতে বাহিরে যেতে না পান, তাই ক’র্‌লেই হয়।

মালতী। আমাদের হাত থাক্‌লে আর ভাবনা ছিল কি?

আমাদের হাত নেই, তাই তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ ক'রব ব'লেই তো তোমাকে ডেকেছি।

কমল। কিসের পরামর্শ আমার কাছে চান, তাই স্পষ্ট ক'রে বলুন।

মালতী। আমার দাদার শরীর দিন দিন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। টাকা-পয়সা, জমিদারী, পাঁচজনে লুটে খেয়ে তাঁকে ফকির ক'রে দেবার চেষ্টা ক'রেছে—

কমল। আমি মুর্শিদাবাদের একজন খুব ভাল মুসলমান হাকিমকে চিনি। তার খুব নাড়ীজ্ঞান। আমি তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিব। আপনি আপনার দাদার নাড়ী দেখিয়ে, একটা ভাল রকম মুষ্টিযোগ ক'রে দিতে ব'লবেন। আর টাকা-পয়সা জমিদারীর পরামর্শের জন্য মুর্শিদাবাদের মোক্তার আসদউল্লার কাছে আপনার এই চাকরাণীকে পাঠিয়ে দিবেন।

মালতী দেখিলেন, ইহার সঙ্গে কথায় পারিয়া উঠা ভার। ঘরের বাহিরে একটা পোষা বিড়াল বসিয়াছিল। কমলকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কি আপনাদের পোষা বেড়াল?"

"হাঁ, কেন?"

"দেখ্‌লে বোধ হয় বেড়ালটা খুব শিকারী। ইঁদুর ধ'র্‌তে পারে। তা আপনারা হিন্দু, বেড়ালটা কত জীবহিংসা করে, ওকে মানা ক'র্‌তে পারেন না?"

পাঁচ রকম।

"ওতো পশু, ওর বুদ্ধি নেই। যদি ওর বুদ্ধি থাকৃত, ওকে অবশ্যই মানা ক'রতেম!"

কমলকুমারী মুখে কাপড় দিয়া হাস্য করিয়া বলিল, "তা হ'লে কি ও আপনার কথা শুনে শীকার করা ছেড়ে দিত? সে যা হ'ক্, আপনি এখানে কতদিন থাকবেন বলুন দেখি? শুনেছি, আপনার বর তিন মাসের ছুটি নিয়ে এসেছেন। তা আপনিও কি এই তিন মাসের মধ্যে তাঁর সঙ্গে যাবেন নাকি?"

"যাব বই আর এখানে থেকে কি ক'রব?"

"আপনি যদি রাগ না করেন তো একটা কথা বলি। আমাদের তীর্থস্থান আজ্মীরে আমার একজন আত্মীয় আছেন। আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে ইচ্ছা করি। শুনেছি মিরাট থেকে আজ্মীর খুব নিকটে। তা যদি আপনার বর যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান, তা হ'লে তাঁর সঙ্গে গিয়ে, আজ্মীর হ'য়ে এসে, মিরাটেই কিছুকাল থাকি। শুনেছি, আপনার বর পাঁচশো টাকা মাহিনা পান। তা আমি যদি তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিরাটে থাকি, তিনি কি আর দিনকতক আমার খোরাকপোষাকের খরচ দিতে পারবেন না?"

মালতী মনে মনে বলিলেন, "মাগীর স্পর্দ্ধা তো কম নয়!"

মালতীর উত্তর দিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া, কমলকুমারী আবার মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "আপনার মনের ভাব বুঝ্তে পেরেছি।

আপনি আপনার বরকে ছেড়ে থাক্‌তে পারেন না। আর তিনিও বোধ হয় আপনাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারেন না। তা সত্যই তো, হাতে পেলে কে কাকে ছাড়ে বলুন?—তবে যদি অনুমতি হয় তো এখন আসি?"

মালতী নিরাশ হইয়া, আর কি কথা ব'লবেন, স্থির করিতে না পারিয়া যেন আপনা-আপনি বলিলেন, "দাদার আট বছর হ'ল বিয়ে হ'য়েছে—"

কমলকুমারী বলিল, "হাঁ, বেশ কথা মনে ক'রে দিয়েছেন। আপনার দাদার বউয়ের সঙ্গেও এই পরামর্শটা ক'র্‌লে ভাল হ'ত না?"

মালতী একটু কর্কশ স্বরে বলিলেন, "তুমি কি জান না, তিনি বিয়ের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত বউয়ের মুখ দেখেন নি?"

"সেজন্যই তো ব'লছি একবার আমার সঙ্গে দেখা হয় না?"

কমলকুমারী মনে মনে বলিল, "এও এক মন্দ তামাশা নয়!" সে ললিত বাবুর স্ত্রীর সৌন্দর্য্যের অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছিল। অনেক দিন হইতে তাহাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা ছিল।

মালতী বলিলেন, "তাকে এখানে আন্‌লে দাদা রাগ ক'র্‌বেন, তার কি ক'র্‌ব?"

"আপনার দাদাকে না ব'লে গোপনে কোন জায়গায় তাকে রাখ্‌তে পারেন না?"

পাঁচ রকম।

মালতী একটু ভাবিলেন। হয়তো তাঁহার মনে আবার একটু আশাও হইল। তিনি বলিলেন, "তবে তাই হবে। তোমাকে আবার শীঘ্র সংবাদ পাঠাব।"

কমলকুমারী মালতীকে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় মনে মনে হাসিয়া বলিল, "এতদিন পরে আমার জীবনে এই এক নূতন তামাশা! দেখাই যাক্ না সেই বউটা আবার কি বলে!"

(৪)

মালতী বউকে আনাইবার জন্য ললিতকে অনেক মিনতি করিলেন, অনেক চক্ষের জল ফেলিলেন। কিন্তু সকলই বিফল হইল। ললিত বাবুর একই উত্তর, তিনি সে উনুনমুখীর মুখ দেখিবেন না! শেষে মালতী অনেক ভাবনা-চিন্তার পর কমলকুমারীর পরামর্শ মত কাজ করিলেন; গোপনে দুইদিনের জন্য বউকে আনিলেন; ললিতকে কিছু না বলিয়া তাহাকে লুকাইয়া রাখিলেন। তারপর গোপনে বিন্দুর মাকে কমলকুমারীর নিকট পাঠাইলেন। কমলকুমারী, পূর্ব্বে যে ঘরে মালতীর সঙ্গে তাহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সেইখানে আবার আসিল। দেখিল, আজ মালতী একাকিনী নহে, তাহার পাশে আর একজন যুবতী বসিয়া আছে। যুবতীর মুখের অর্দ্ধেক ঘোমটায় ঢাকা। কমলকুমারী তাহার গোলাপফুলের মত ঠোঁট ও আল্তাপরা ছোট ছোট টুক্‌টুকে পা দু'খানির দিকে চাহিয়া বলিল, "এই বুঝি

আপনাদের বউ? তা ওঁকে একবার ঘোমটা খুল্‌তে বলুন না? ওঁর সঙ্গে দুটো কথা কই!”

মালতী বউয়ের ঘোমটা খুলিয়া দিতে গেলেন। বউ আবার বেশী করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল। মালতী বলিলেন, “আঃ! তোর লজ্জা দেখে যে আর বাঁচিনা না! বুড়ো হ’তে গেলেন, এখনও যেন উনি ক’নে বউ! এখানে তোর লজ্জা কর্‌বার কে আছে বল্‌ তো?”

মালতী বউঁয়ের ঘোমটা খুলিয়া দিলেন। কমলকুমারী বউয়ের মুখখানি একবার ভাল করিয়া দেখিল। অনেকক্ষণ কমলকুমারীর আয়ত লোচনে পলক পড়িল না। অনেকক্ষণ তাহার মুখে কথা ফুটিল না। আর কি জানি কেন, তাহার উন্নত বক্ষ ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাসে কাঁপিতে লাগিল। বউ আবার ঘোমটা টানিয়া একটু পিছনে সরিয়া বসিল।

মালতী বলিলেন, “এই আমাদের কত সাধের বউ! কিন্তু সকল সাধ, সকল আহ্লাদ মনে মনেই রইল!”

কমলকুমারী বলিল, “অনেক দিন থেকে এঁকে একবার দেখ্‌বার বড় ইচ্ছা ছিল। আজ সে সাধ মিট্‌ল। আপনি সত্য ব’লেচেন, আপনাদের বড় সাধের বউ! এতদিনে জানলেম, পুরুষমানুষ আসল হীরে আর ঝুঁটো মুক্তো চিন্‌তে পারে না।—তা তুমি আমাকে দেখে অত লজ্জা ক’র্‌চ কেন? আমি যাই হই, মেয়েমানুষ তো বটে!”

পাঁচ রকম।

সহানুভূতি পাইয়া মালতীর মনে একটু আহ্লাদ হইল। তিনি বউকে আদর করিয়া, তাহার গলা ধরিয়া বলিলেন, "ছি! আমাদের সোনার লক্ষ্মী। এইখানে, আমার কাছে ঘোম্‌টা খুলে একটু ব'স।"

মালতী আবার তাহার ঘোম্‌টা খুলিয়া দিলেন। এবার কমল-কুমারী বউয়ের লজ্জার কারণ বুঝিতে পারিল। সে দেখিল, বউয়ের নীল পদ্মের মত দুটী চক্ষু হইতে জলধারা বহিতেছে! মালতী তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "কাঁদ্‌লে আর কি হবে বল্? তোর কপালে যা লেখা আছে চোকের জলে কি আর তা মুছে যাবে?"

কমলকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে এসেছ, তোমার স্বামী বুঝি তা জানেন না? তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'য়েছিল?"

মালতী বলিলেন, "যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌চে তার উত্তর দাও। তাতে আর দোষ কি?"

বউ কমলকুমারীর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "না।"

"তবে তুমি এসে অবধি তাঁকে এখনও দেখ নাই?"

"আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে তাঁকে অনেক বার দেখেচি। কিন্তু তিনি আমাকে দেখ্‌তে পান নাই।"

আবার সেই নীল পদ্মদুটী জলে ভাসিতে লাগিল। কমলকুমারীর মনে কি হইল, জানি না। পাঠক বিস্মিত হইবেন, অসম্ভব ও অস্বাভাবিক মনে করিয়া, হয়তো আমার কথায় অবিশ্বাস করিবেন,—কমল দ্রুতপদে বউয়ের নিকট গিয়া, সাদরে তাহার গলা

জড়াইয়া, তাহার হাতখানি আপন করপুটে লইয়া চুম্বন করিয়া, তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল।

পরশমণির সংযোগে পিতল সহসা খাঁটি সোনা হইয়া গেল কিনা, জানি না! অকস্মাৎ অনলকণাস্পর্শে অঙ্গার হুতাশনে পরিণত হইল কিনা, জানি না। ভাগীরথীর পবিত্র জলের মত সেই অশ্রুধারাস্পর্শে মৃত দেহে অকস্মাৎ প্রাণসঞ্চার হইল কিনা, বলিতে পারি না।—কমলকুমারীরও চক্ষে জল আসিল। কি জানি, কেমন করিয়া, হঠাৎ পাষাণ গলিয়া গেল!

কমলকুমারী বলিল, "আমার একটা কথা শুন্‌বে কি? আমি নারীকুলে কলঙ্কিনী, বারাঙ্গনা-রমণী। আমার একটা কথা বিশ্বাস ক'র্‌বে কি? তবে শোন বলি। আজ থেকে তিন মাসের মধ্যে তোমার স্বামী তোমার হবে!"

কিছুক্ষণ পরে কমল দাঁড়াইয়া উঠিয়া মালতীকে বলিল, "যদি সুবিধা হয়, আপনার সেই চাকরাণীকে দুদিন পরে আমার নিকটে পাঠিয়ে দিবেন। না হয় আমিই আপনার কাছে খবর পাঠাব। এখন আপাততঃ আপনাদের বউকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন। শীঘ্র আবার দেখা হবে।"

কমলকুমারী চলিয়া গেল।

(৫)

মুর্শিদাবাদের প্রান্তভাগে, গঙ্গার ধারে, নিভৃত ফুলের বাগানের

পাঁচ রকম।

ভিতরে, একটী দ্বিতল অট্টালিকায় কমলকুমারী বাস করে। তাহার আসল নাম মুন্নাজান্; কিন্তু সৌখীন হিন্দুগণ তাহাকে কমলকুমারী নাম দিয়াছিল। কেবল ললিতবাবু তাহাকে মুন্নাজান্ না বলিয়া "মেরি জান্" বলিয়া ডাকিতেন! আমরাও মহাজনের পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহাকে কমলকুমারী বলিয়া আসিতেছি। কমলকুমারীর বাটী হইতে আধ ক্রোশ দূরে, শহরের মধ্যে, কামিনী নামে একজন হিন্দু বাইওয়ালীর বাস। কামিনীরও নাকি খুব নাম-যশ! অনেকের মুখে শুনিয়াছি, কামিনী কমলের মত নিখুঁত সুন্দরী নহে সত্য, বয়সও কিছু বেশী, কিন্তু তাহার নাচ-গান কমলকুমারীর চেয়ে ভাল না হউক, মন্দ নহে। বিশেষতঃ তাহার ভজন ও কীর্ত্তন শুনিলে লোকে নাকি মোহিত হইয়া যায়! কমলকুমারী মালতীর নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পর তাহার নিজের বাটীতে না গিয়া, আগে কামিনীর বাটীতে গেল। বাড়ীর পাশে গাড়ি থামিল দেখিয়া, কামিনী বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। কমলকুমারী গাড়ী হইতে নামিতেছে দেখিয়া সে বড়ই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কামিনী জানিত কমলের বড় অহঙ্কার, সে কখনও কাহারও বাটী যায় না। দরকার হইলে সে কামিনীকে নিজের বাটীতে ডাকিয়া পাঠায়। কিন্তু আজ একি?

কমলকুমারী উপরে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "কামিনী দিদি! কেমন আছিস্ লো? অনেকদিন যে দেখা হয় নাই!"

কামিনী বলিল, "তাই তো! আজ একি দেখ্‌ছি? আজ আকাশের চাঁদ হঠাৎ ভূতলে নেমে এল দেখ্‌ছি যে!"

কমল। ভাই, বড় একটা বিপদে প'ড়ে তোর কাছে এসেছি। এ বিপদ থেকে তুই বই আর কেহ আমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না।

কামিনী। ইস্! অত ঠাট্টা কেন? বিপদটা কি শুনি! ললিত বাবুর সঙ্গে ঝগড়া হ'য়েছে নাকি?

কমল। আমি ভাই! এবার মনে মনে ঠিক ক'রেছি যে, আর মুসলমানী থাক্‌ব না। এবার তোর মতন হিন্দু হব! শুনেছি, দু'মাস পরে হরিদ্বারে হিন্দুদের কুম্ভমেলা হবে। আমিও সেখানে গিয়ে গঙ্গায় নেয়ে হিন্দু হব। তোমাকে পাণ্ডা হ'য়ে আমায় সেই সময় হরিদ্বারে নিয়ে যেতে হবে।

কামিনী। তোমার ও সব হেঁয়ালী বুঝে উঠা আমার সাধ্য নাই। কথাটা কি স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌চ না কেন?

কমলা। সে ভাই! অনেক কথা! আজ আমার বড় মাথা ধ'রেছে। কাল আবার তোমার এখানে এসে তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে ব'ল্‌ব। আজ এই অবধি ব'লে রাখি, তোমাকে দিন কতকের জন্য পুরুষ মানুষের বেশ ধ'রে হরিদ্বারের পাণ্ডা সাজ্‌তে হবে। তারপর আমাকে ও আর দু'একজন লোককে হরিদ্বারের এই মেলায় নিয়ে যেতে হবে। এখন কামিনী দিদি! আমাকে সত্য ক'রে বল্, আমার এই কাজটি ক'রে দিবি কি না।

পাঁচ রকম।

কামিনী। তোমার জন্য পুরুষমানুষ আর পাণ্ডা সাজা তো তুচ্ছ কথা। যদি ষাঁড় সেজে দেশের লোককে গুঁতিয়ে বেড়াতে হয়, তাতেও আমার অমত নেই! কিন্তু ভাই! তোমার কথার ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

কমল। তবে কাল আবার ঠিক্ এমনি সময়ে এসে তোমাকে সকল কথা স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌ব।

(৬)

যে সময়ে কামিনীর সঙ্গে কমলকুমারীর কথোপকথন হইতেছিল, ঠিক সে সময় কমলের বাগান-বাটীতে ললিতবাবু ও ব্রজনাথ বসিয়া মদ খাইতেছিল। ব্রজনাথ ললিত অপেক্ষা প্রায় বিশ বৎসরের বড়, কিন্তু সুরাদেবীর মাহাত্ম্যে দু'জনেই যেন সমবয়সী হইয়া গিয়াছে!

ললিত বলিল, "মাই ডিয়ার ব্রজখুড়ো! তুমি যা ব'ল্‌ছিলে সত্য। আজকাল কমল বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছে। কখন কোথায় যায়, কি ক'রে, কিছুই বুঝ্‌তে পারা যায় না।"

ব্রজখুড়ো বলিল, "আমি তো কতবার ব'লেছি বাবা! ওকে বশে রাখা তোমার বাবার সাধ্য নেই! এস এখন একে ছেড়ে দিন-কতক কামিনী-কুঞ্জে আড্ডা গাড়া যাক্! তা হ'লে দিনকতক পরে দেখ্‌বে, তোমার কমল আবার তোমার পায়ে ধ'র্‌বে"

ললিত উত্তর করিল, "তা তো বুঝ্‌লেম, কিন্তু ওকে ছেড়ে যে আমি থাক্‌তে পারি না, তার কি করি বলদিকি?"

হঠাৎ কমলকুমারী আসিয়া দেখা দিল। ললিত তাহাকে দেখিয়া একটু মুখভার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ব্রজনাথ বলিল, "বিবিজান্! আজ কোথায় ছিলে? ললিত খুড়োর চোখের জলে যে ব্রাণ্ডির বোতলটা ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে! তোমার দেরি দেখে তবল্‌চিরা আর সারেংওয়ালারা সব ফিরে গেল।"

কমল। সে ভালই হ'য়েছে। আজ আমার বড় মাথা ধ'রেছে। আমি পাশের ঘরে গিয়ে একটু ঘুমুই।

কমল পাশের ঘরে চলিয়া গেল। ব্রজনাথ বলিল, "দেখ্‌লে? তা এখানে আর মিছে ব'সে থেকে কি হবে? চল, যাই।"

"না। তুমি যাও। কমলের মাথাধরাটা না সার্‌লে আমি যেতে পার্‌ব না!"

ব্রজনাথ চলিয়া গেল। ললিত একটু পরে এক গেলাস ব্রাণ্ডি লইয়া কমলের নিকটে গেল। দেখিল, কমল মাটিতে বসিয়া, গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। ললিত তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল, "মাথা ধ'রেছে? তবে মেরি জান্! এক গেলাস খেয়ে একটু ঘুমোও।"

কমল। গেলাসটা অইখানে রেখে দাও। তুমি বুঝি সত্যি সত্যিই মনে ক'রেছ, আমার মাথা ধ'রেছে? এতদিন আমার সঙ্গে কাটালে, এখনও আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পার না? তুমি আমাকে দেখে মুখ ভার ক'র্‌লে দেখে, আমিও একটু মান ক'র্‌তে এলেম।

পাঁচ রকম।

ললিত। তুমি আমাকে না ব'লে, আজকাল কোথায় যেতে আরম্ভ ক'রেছ দেখে, আমার মনে বড় কষ্ট হ'য়েছিল। তা সে অপরাধ এখন মাপ কর, মেরি জান্!

কমল। তুমি কি মনে মনে ঠিক্ ক'রে রেখেছ, আমাকে চির-কালটা পোষ মানিয়ে পিঁজরের ভিতর বন্ধ ক'রে রাখ্‌বে?

ললিত একটু বিমর্ষ হইয়া বলিল, "কেন? তুমিই তো আমাকে কতবার ব'লেছ, আর কোথাও মুজ্‌রা পর্য্যন্ত ক'র্‌তে যাবে না। নবাব রহমান খাঁর বাড়ীতেও আর কখনও যাওনা। তা সে সব কথা পরে হবে। এখন এক গেলাস খাও।

কমল। আমি আর মদ খাব না। তোমাকেও মদ ছাড়তে হবে। পার্‌বে কি?

ললিত। তাইত! আজ আবার একি? তবে, মেরি জান্! মদের অপরাধটা কি হ'ল শুনি?

কমল। তা যাই হ'ক্ না কেন? আমি মনে মনে ঠিক্ ক'রেছি, আর কখনও মদ খাব না। আমাকে যদি সত্যি সত্যিই ভালবাস, তো মদ ছাড়তে হবে। তা আমাকে ছাড়বে, কি মদ ছাড়বে, স্পষ্ট ক'রে বল।

ললিত। তোমার জন্য কি না ছাড়তে পারি? তুমি জান না, তোমার জন্য শুধু মদ কেন, যদি ফকির হ'তে হয়, আমি তো তাতেও রাজি আছি।

কমল হাসিয়া বলিল, "সত্যি নাকি ? তবে তোমার বিষয়গুলো আমার নামে সব লিখে দাও। পাঁচ ভূতে খাচ্চে, তার চেয়ে আমার নামে থাকবে, সে তো বেশ কথা!

ললিত। আমার যা আছে, সকলি তো তোমার! অনেক দিন থেকে, মেরি জান্! ধন, মান, প্রাণ সকলি তো তোমার পাদপদ্মে অর্পণ ক'রেছি!

কমল। ওসব ফাঁকা কথায় আর মন ভুলবেনা। যদি সকলি আমার, তবে একটা পাকাপাকি লেখাপড়া ক'রে দাও না কেন ?

ললিত। লেখাপড়ার দরকার কি ?

কমল। তাই তো! যেন কিছু বোঝেন না! আজ যদি তুমি চোক বুজোও, তোমার যা কিছু আছে, সকলি তো তোমার বউয়ের হবে। আমি কি তখন তার সঙ্গে লড়াই ক'রতে যাব নাকি ?

ললিতের মনে বড় ব্যথা জন্মিল। একটু রাগও হইল। সে কমলকুমারীর মুখে এ রকম কথা পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই। সে উত্তর করিল, "এ আবার কি, মেরি জান্! আজ যে তোমার নূতন ভাব দেখ্‌চি! এর মানে কি বল দিকি ?"

কমল। মানে আবার কি? আমি তোমাকে যা ব'ল্লেম, ভাল ক'রে বুঝে শুঝে, কাল আমাকে উত্তর দিও। মদ ছাড়তে হবে, আর তোমার সমস্ত জমিদারী আমাকে লেখাপড়া ক'রে রেজেষ্টারি ক'রে দিতে হবে।

পাঁচ রকম।

ললিতবাবু রাগে, দুঃখে, অভিমানে, কমলকুমারীর হঠাৎ এরূপ ভাব কেন হইল, ভাবিতে ভাবিতে, সে রাত্রে আপন বাটীতে চলিয়া গেল।

(৭)

পরদিন সন্ধ্যার সময় ললিতমোহন কমলকুমারীর বাটী আসিয়া দেখিল, সেখানে খুব গুলজার। তবল্‌চির বাজনার তালের সঙ্গে ও দুইজন সারেংওয়ালার সুরের সঙ্গে গলা মিশাইয়া, কমলকুমারী খুব উচ্চতানে গান ধরিয়াছে। ব্রজনাথও আগে হইতে আসিয়া জুটিয়াছে। সে মদের গেলাস ও বোতল সম্মুখে রাখিয়া, কমলকুমারীর গানের সঙ্গে তালি দিতেছে ও নানা রকম মুখভঙ্গী করিতেছে। ললিতবাবু আসিবা মাত্র একবার গান বন্ধ হইল। সারেংওয়ালা ও তবল্‌চি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে সেলাম করিল। ব্রজখুড়ো এক গেলাস মদ ঢালিয়া তাহার হাতে দিল। ললিত একবার কমলকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া গেলাসটী ব্রজখুড়োকে ফিরাইয়া দিল। কমলকুমারী মৃদু হাস্য করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আবার একটী নূতন গান ধরিল। ব্রজনাথ তাড়াতাড়ি তাহার পায়ে ঘুঙ্গুর পরাইয়া দিল। কমলকুমারী গাইতে লাগিল—

"ফুরায়ে গিয়াছে সুখের স্বপন,
যাও তবে কেন, বঁধুয়া, আর।
হৃদয়-শোণিতে, ওরে প্রাণধন,
শুধেছি তোমার প্রেমেরি ধার।

প্রাণ-মাঝারে যা ছিল মধু,
চালিয়া তোরে দিয়াছি, বঁধু,
আছেরে প্রাণে পিয়াসা শুধু,
হৃদয় শুকাল রে ;—
আশা মিটিল, প্রেম ফুরা'ল
শুকাল সোহাগ-হার।"

ব্রজনাথ বারবার "এন্‌কোর!" "এন্‌কোর!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। গান শেষ হইলে বলিল, "বাঃ! আজ দেখ্‌ছি, নূতন রকমের গান! কিন্তু শাদা চোকে আর কেন?"

ব্রজখুড়ো দুইটী গেলাস পূর্ণ করিয়া, তাহাতে বরফ দিয়া, একটী কমলকুমারীর হাতে ও অপরটী ললিতবাবুর হাতে দিল। কমলকুমারীর সঙ্গে ললিতের চোখে চোখে কি একটা কথা হইয়া গেল। দু'জনেই গেলাস দুইটী মাটীতে রাখিয়া দিল। ব্রজনাথ সরোষে বলিল, "বলি, ললিতখুড়ো! আজ আমাকে বারবার অপমান ক'র্‌চ কেন? কমলকুমারীও কাল থেকে আমাকে খুব অপমানটা ক'র্‌চে! তবে আর আমার এখানে থাকা ভাল দেখায় না। কোন্‌ শালা আর এখানে আস্‌বে।"

ব্রজনাথ টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। কমলকুমারী সারেং-ওয়ালা ও তবল্‌চি দু'জনকে ইঙ্গিত করিল, তাহারাও উঠিয়া গেল। কমল ললিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আস্‌তে এত দেরি হ'ল কেন?"

পাঁচ রকম।

"কাল তুমি যে কথা ব'লেছিলে, তারই বন্দোবস্ত ক'র্‌ছিলেম। উকীলের বাড়ী গিয়ে সব ঠিক্ ক'রে এসেছি। কাল তোমাকে আমার সমস্ত জমিদারী লেখাপড়া ক'রে, রেজিষ্টারী ক'রে দিব।"

কমলকুমারী মনে মনে ভাবিল, এ ঔষধও খাটিল না। এর চেয়ে আরও কঠোর ঔষধের প্রয়োজন হইবে। সে বলিল, "তা সে জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন? দু'মাস পরেই না হয় হবে।"

"তোমার যেমন ইচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু আমি স্পষ্ট কথা ব'ল্‌ছি, মেরি জান্! এবার যদি আমাকে না ব'লে কোথাও যাও আমি বিষ খেয়ে ম'র্‌ব।"

কমলকুমারী শুষ্ক মুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "নবাব রহমান খাঁর বাটীতেও কখনও যেতে দিবে না?"

"প্রাণ থাকৃতে না। মেরি জান্! মদ তো ছেড়ে দিয়েছি, এ জন্মে আর খাব না। কিন্তু যদি আজ একবার অনুমতি কর, এক গেলাস খাই।—এই শেষ!"

ললিত গেলাস পূর্ণ করিয়া পান করিল। ক্রমে নেশার ঝোঁকে তাহার নিদ্রা আসিল। কমলকুমারী তাহার নিকটে বসিয়া, তাহার সুন্দর মুখখানি এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল। তাহার চক্ষের জলে ললিতের মুখ ভিজিয়া গেল। নেশা ও নিদ্রায় অচেতন ললিত কিছুই জানিতে পারিল না। তারপর কমলকুমারী পাশের ঘরে গিয়া, বিছানায় শয়ন করিয়া, বালিসে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(৮)

ললিতমোহনের বাটী হইতে দশ ক্রোশ দূরে গোবিন্দপুর গ্রামে, তাহার শ্বশুর বাড়ী। ললিতের শ্বশুর চন্দ্রনাথ শিরোমণি একজন শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ। তাঁহার অবস্থা অতি মন্দ। তিনি অনেক কষ্টে, যজমানগণের মুখাপেক্ষা করিয়া সংসার-খরচ চালাইতেন। সম্প্রতি তাঁহার পুত্র ধরণীধর কলিকাতায় একটী কলেজে সংস্কৃতশিক্ষকের চাকরি পাইয়াছেন। তাহাতে আপাততঃ তাঁহার অভাবের অনেক লাঘব হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা উষা, ললিতমোহনের স্ত্রী, তাঁহারই নিকটে থাকেন। পাঠক পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন, ললিতমোহন বিবাহের পর হইতে আজি পর্য্যন্ত তাঁহার মুখ দেখেন নাই।

গোবিন্দপুর গ্রামে আজ কয়েক দিন হইতে এক জন হরিদ্বারের পাণ্ডা কুম্ভমেলা উপলক্ষে যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্য যাতায়াত করিতেছে। এখন এই গ্রামের লোকের মুখে কেবল সেই পাণ্ডার কথা। "আহা! পাণ্ডাটা কি সুন্দর ভজন গায়!" "আর দেখতে কেমন! যেন রাজপুত্তুর!" "গায় ভাল, কিন্তু বড় মেয়েলি সুর!" "সেই জন্যেই তো ওর ভজন অত মিষ্টি শোনায়।"—আজকাল গোবিন্দপুরের সকল লোকের মুখে কেবল এই সব কথা। আজ চন্দ্রনাথ শিরোমণির সঙ্গে পাণ্ডার কথোপকথন হইতেছিল। পাণ্ডা বলিতেছিল, "তবে আপনার সপরিবারে হরিদ্বারে যাওয়াই স্থির হ'ল?"

পাঁচ রকম।

"যাবার তো নিতান্ত ইচ্ছা, কিন্তু অই এক প্রতিবন্ধক। অত টাকা কোথা থেকে আসে? তুমি আমার যে আত্মীয়ের কথা ব'লচ, তার নাম গোপন ক'রচ কেন? আমি তো তোমাকে পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, আমি কাহারও দান গ্রহণ করি না। তবে আমার পুত্র প্রতিমাসে কিছু কিছু দিয়ে তাঁর ঋণ পরিশোধ ক'রবে।"

"তাই হবে। তবে আমি আজ যাচ্চি। আগামী দশমীর দিন আবার আস্‌ব। আপনি প্রস্তুত থাক্‌বেন।"

ঠিক্ এই সময়ে কমলকুমারীর বাগানবাটীতে তাহার সঙ্গে ললিত বাবুর হরিদ্বারে যাইবার কথা হইতেছিল। কমল বলিতেছিল,"এখনও তো মেলার পনর দিন বাকী আছে। হরিদ্বারে সেই পাণ্ডার বাটীতে তুমি আট-দশ দিন পরে এস।"

ললিত। তা আমিও না হয় দশ দিন আগে থেকেই তোমার সঙ্গে যাব, তাতে কি ক্ষতি তা আমি বুঝ্‌তে পারচি না। এই আট-দশ দিন তোমাকে ছেড়ে কি করে কাটাব, মেরি জান্! তা আমাকে ব'ল্‌তে পার? আর তোমার সঙ্গে কে কে যাবে ঠিক্ ক'রেছ, তা শুনি?

কমল হাসিয়া বলিল, "তোমার সে ভয় নাই। নবাব রহ্‌মান খাঁ সঙ্গে যাবে না। তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তো একজন চতুর চাকরাণীকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। আমি আট-দশ দিন

আজ্মীর শেরিফে থেকে তারপর হরিদ্বারে আস্‌ব। তুমি সেই সময় হরিদ্বারে এস।

ললিত। তা আমার এখানে আর কি কাজ আছে? যে গ্রামটা নিলাম হবার কথা ছিল, তাও তো হ'য়ে গিয়েছে।—হাঁ, বড় একটা আশ্চর্য্য কথা মনে প'ড়ল, সে দিন তোমাকে ব'ল্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম!—নিলামের দিন কে আমার স্ত্রী উষার নামে সেই গ্রামখানা খরিদ ক'রেছে! আরও যে দুখানা গ্রাম আগে বিক্রী হ'য়ে গিয়েছিল, সে গ্রাম দুখানিও কে উষার নামে খরিদ ক'রে রেজিষ্টারী ক'রে দিয়েছে! আমি এর কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না!

ললিতমোহন জানিত না, কমলকুমারী তাহার বহুদিনের সঞ্চিত সমস্ত টাকা একত্র করিয়া তাহার বাটী, ভূসম্পত্তি ও প্রায় সমস্ত গহনা প্রভৃতি গোপনে বিক্রয় করিয়া, গোপনে ললিতমোহনের এই সকল গ্রাম তাঁহার স্ত্রী উষার নামে খরিদ করিয়া রেজিষ্টারী করিয়া দিয়াছে। উষা ও তাহার আত্মীয়-স্বজন কেহই এ পর্য্যন্ত ইহা জানিতে পারে নাই।

কমলকুমারী উত্তর করিল, "সে তো ভালই হ'য়েছে। তোমার সমস্ত জমিদারী তোমারই রইল। তোমার স্ত্রী তো আর তোমার পর নয়!"

ললিত। চুলোয় যাক্ ওসব কথা! এখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে কি না, বল।

পাঁচ রকম।

কমল। আবার অই কথা? আমাকে এতই অবিশ্বাস? এই বুঝি তোমার ভালবাসা?

ললিত। তা তোমার সঙ্গে তো লোকজন যাওয়া চাই। গহনা-পত্র, টাকা-কড়ি সঙ্গে যাবে, হাঁ— আর একটা কথা মনে প'ড়ল—তুমি এই কদিন থেকে গায়ের সব গহনা খুলে খালি গায়ে কেন র'য়েছ?

কমল। তুমি বড় ছেলে মানুষ! শুন্‌চ, আজ্‌মীর শেরিফ তীর্থ স্থানে যাব, সেখানে কি গহনা প'রে যেতে আছে?

ললিত। তা এতদিন আগে থাক্‌তেই! সে যা হ'ক্, তবে আমি আমার চাকরাণী বিন্দুর মাকে আর দু'জন দরোয়ানকে পাঠিয়ে দিচ্চি। তারা তোমার সঙ্গে যাবে।

কমল। না। দরোয়ান পাঠাবার দরকার নেই। তোমার চাকরাণী বিন্দুর মাকে পাঠিয়ে দাও। সে আর আমার চাকর আবদুল্লা এই দু'জন আমার সঙ্গে যাবে। রেল গাড়ীতে যাব, ভয় কি?

ললিত। কিন্তু তুমি দশদিন আজ্‌মীরে থাক্‌তে পার্‌বে না। চার-পাঁচদিন থেকেই হরিদ্বারে ফিরে এস। আমিও তার মধ্যে হরিদ্বারে সেই পাণ্ডার বাড়ীতে পৌঁছিব। সে বাড়ীর ঠিকানা মনে আছে তো? সত্যি ব'ল্‌চি, মেরি জান্। আমার মনে যে কি হ'চ্চে তা আমিই জানি!

ললিত চলিয়া গেল। কমল মুখ ফিরাইয়া লইল। ললিতমোহন দেখিতে পাইল না, কমলকুমারীর কমল-নয়ন ভেদ করিয়া শতধারে অশ্রুধারা বহিতেছিল!

(৯)

আটদিন পরে ললিতমোহন হরিদ্বারে পৌঁছিলেন। পাণ্ডা যে ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিল, সেই ঠিকানায় বাড়ীভাড়া করা ছিল। ললিত সেখানে আসিয়া দেখিলেন, কমলকুমারী তখনও ফিরিয়া আসে নাই, বিন্দুর মা একাকিনী সেই বাটীতে রহিয়াছে। ললিত রাগ করিয়া বিন্দুর মাকে বলিলেন, "তুই এখানে, তবে কমলকুমারী কোথায়?"

"সে তো আজ্‌মীরে তার নানির কাছে গিয়েছে।"

"তবে তুই তার সঙ্গে না গিয়ে এখানে র'য়েছিস্ যে? আমি কি তোকে তীর্থ কর্‌বার জন্য এখানে পাঠিয়েছিলেম না কি?"

"তা আমাকে সঙ্গে না নিয়ে গেলে আমি কি জোর ক'রে তার সঙ্গে যাব না কি?"

"তার সঙ্গে কে কে গিয়েছে?"

বিন্দুর মাকে কমলকুমারী যেমন শিখাইয়া দিয়াছিল, সে ঠিক্ সেই কথা বলিল। "তার সঙ্গে তার সেই আব্‌দুল্লা চাকর, আর একজন,—কি নামটা তার?—মুসলমানের নামও ছাই মনে থাকে না!—"

পাঁচ রকম।

ললিত হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "আর একজন? কে সে আর একজন? শীগ্‌গির বল্ ব'ল্‌চি! কি নাম তার? হিন্দু না মুসলমান?"

"মুসলমান গো মুসলমান! হিন্দু হ'লে কি আর তার নাম ক'র্‌তে এত দেরি হ'ত? কি একটা খাঁ! হাঁ, দাদাবাবু! তুমি তো তাকে জান? তার সঙ্গে বাইজীর যে বড় ভাব! শুনেছি, আজ্‌মীরে গিয়ে সে নাকি বাইজীকে নিকা ক'র্‌বে! সে কি একজন নবাবের ছেলে।—হাঁ, মনে প'ড়েছে,—তার নাম রমণ খাঁ!"

ললিত। কি ব'ল্‌লি? রহ্‌মান খাঁ কমলকুমারীর সঙ্গে গিয়েছে? তুই ঠিক্ জানিস্?

বিন্দুর মা। দাদাবাবু! আমি আর তোমাকে মিথ্যা কথা ব'ল্‌চি? তা তুমি কি মনে ক'রেছ, বাইজী এখানে শীগ্‌গির ফিরে আস্‌বে? সেই রমণ খাঁ যাবার সময় বাইজীকে ব'লেছিল যে, তাদের নিকা হ'য়ে গেলে, সে তাকে নিয়ে দিন কতকের জন্য মুসুরি পাহাড়ে হাওয়া খেতে যাবে।

ললিতবাবুর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কমলকুমারী আমার সঙ্গে এমন প্রবঞ্চনা ক'র্‌বে, আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না! সেই পাজীটা এখানে এসেছে কি না জানিস্?"

বিন্দুর মা বলিল, "না। সে আর সব যাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে

এখানে আস্‌বে। ত্রয়োদশীর দিনে তার এখানে আস্‌বার কথা আছে।”

(১০)

ত্রয়োদশীর দিন পাণ্ডা আসিয়া ললিতবাবুকে দেখা দিয়া বলিল, তাহার নামের একখানা চিঠি তাহার কাছে আসিয়াছে। ললিতবাবু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “কমলকুমারীর চিঠি না কি? সে কি এখন আজ্‌মীরে আছে? তুমি ঠিক্ ক’রে ব’ল্‌তে পার, তাঁর সঙ্গে কে কে গিয়েছে?”

“তার চাকর আব্‌দুল্লা আর তার সেই—কি নামটা তার? হাঁ, রহমান খাঁ?”

ললিতের মুখ আবার শুখাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, “কই সে চিঠি? শীঘ্র আমায় দাও।”

পাণ্ডা বলিল, “আমার যাত্রীরা গঙ্গায় স্নান ক’র্‌তে গিয়েছে। আমি তাদের সঙ্গে এখনি ফিরে আস্‌চি। তা আপনি যদি আমার সঙ্গে এসে কুশাবর্ত্ত ঘাটের ধারে রাস্তায় একটু দাঁড়ান, আমি সেই চিঠিখানা আপনাকে সেই খানেই এনে দিই।”

ললিত পাণ্ডার সঙ্গে চলিলেন। গঙ্গাতীর হইতে একটু দূরে রাজপথে দাঁড়াইয়া, পাণ্ডার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরেই দেখিলেন, কয়েকজন বাঙ্গালী পুরুষ ও স্ত্রীলোক স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সকলের পিছনে, একটু দূরে, পাণ্ডার সঙ্গে

পাঁচ রকম।

একটী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আসিতেছে। ক্রমে তাহারা নিকটে আসিল। স্ত্রীলোকটীর দিকে ললিতমোহনের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহাকে দেখিয়া রমণী লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া ভূতলের দিকে চাহিল। হঠাৎ ললিতের প্রাণের ভিতর কি যেন একটা আলোক জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, এমন সুন্দরী লজ্জাবতী লতা তিনি আর কখনও দেখেন নাই! নারীর রূপ এমন সুন্দর হয়, তিনি পূর্ব্বে কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই! রমণীর বয়স অনুমান আঠার বৎসর। যুবতী স্ত্রীলোকের মুখে এমন সরলতা, এমন পবিত্রতা, ললিতবাবু আর কখনও দেখেন নাই! নয়নে, মুখে, অঙ্গ-ভঙ্গীতে, যৌবন-সুলভ চপলতার লেশমাত্র নাই। কেশরাশি গালদুটীর অর্দ্ধেক অংশ ঢাকিয়া, পিঠের উপর পড়িয়া, যেন পা দু'খানি স্পর্শ করিবার জন্য ছুটিতেছে! সদ্যস্নাত মুখ দেখিলে বোধ হয়, যেন এইমাত্র পূর্ণশশী মেঘের কোল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখনও এইখানে দাঁড়িয়ে র'য়েচেন?"

ললিত বাবু তাহার কথা শুনিতে পাইলেন না।

পাণ্ডা আবার বলিল, "আমি এঁকে পৌছে দিয়ে, এখনি আপনার চিঠি এনে দিচ্ছি।"

ললিত যেন ঘুমের ঘোর হইতে জাগিয়া বলিলেন, "চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্চি।"

একটু দূরে গিয়া, একটী ছোট একতালা বাটীর ভিতর স্ত্রীলোকটীকে রাখিয়া আসিয়া, পাণ্ডা ললিতবাবুর হাতে তাঁহার চিঠি দিল। ললিতবাবু বলিলেন, "তুমি একবার আমার সঙ্গে এস।"

পাণ্ডা ললিতের সঙ্গে তাঁহার বাসায় আসিল। তিনি পাণ্ডাকে বসিতে বলিয়া চিঠিখানি না খুলিয়া, না পড়িয়া, একটী বাক্সের উপর রাখিয়া দিলেন ও পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য ক'রে আমাকে বল, এ স্ত্রীলোকটী কে? কোন্ ভাগ্যবানের ঘর আলো ক'রেছে?"

পাণ্ডা বলিল, "ইনি একটী কুলীন বামুনের মেয়ে; এখনও এঁর বিবাহ হয় নাই।"

"কেন?"

"মেয়েটীর বাপ খুব ভাল কুলীনের সঙ্গে না হ'লে বিয়ে দেবেন না ব'লে, এঁর এতদিন বিবাহ হয়নি। এতদিন পরে একটী খুব ভাল কুলীন পাত্র জুটেছে। কিন্তু সে পাত্রটীর বয়স ষাট বছরের কম নয়। মেয়ের বাপ সেই বুড়োর সঙ্গেই বিয়ে দেবেন ঠিক্ ক'রেচেন, কিন্তু মেয়েটীর মার নিতান্ত অনিচ্ছা!"

"বল কি? এমন সোণার প্রতিমার সঙ্গে একটা ষাট বছরের বুড়োর বিয়ে দেবে? লোকটা কি পাষণ্ড! তার নাম কি জান? তার বাড়ী কোথায়?"

"নামটা মনে নাই।"

পাঁচ রকম।

"তবে তুমি সমস্ত খবর নিয়ে, সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে একবার দেখা করিও। যাতে সেই বুড়োটার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে না হ'তে পারে, তার চেষ্টা দেখ্‌তে হবে।"

"যে আজ্ঞে। এই মেয়েটার রূপ তো স্বচক্ষে দেখেচেন? এর গুণের কথা শুন্‌লে আপনি আশ্চর্য্য হবেন। আর মেয়েটী এমন সুন্দর ভজন গাইতে পারে, আপনি শুন্‌লে অবাক্ হবেন। আজ সন্ধ্যার সময় আপনি একবার আমার সঙ্গে এসে আড়ালে দাঁড়িয়ে মেয়েটীর ভজন শুনে আস্‌বেন। আপনি অনেক টপ্পা ও গজল শুনেচেন, কিন্তু এর ভজন একবার শুন্‌লে এজন্মে আর ভুল্‌তে পার্‌বেন না।"

"তবে তুমি সন্ধ্যার সময় এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও।"

পাণ্ডা চলিয়া গেল। ললিতবাবু সেইখানে একাকী বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আর কমলকুমারীর চিঠিখানা অনেকক্ষণ অবধি সেই বাক্‌সের উপর পড়িয়া রহিল। হায়, কমলকুমারি! ললিত-বাবুর সাধের 'মেরি জান্'! তোমার চিঠির দশা শেষে এই হইল!

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কমলকুমারীর মুখখানি একবার বিদ্যুতের মত ললিতের মনের ভিতর চমকিয়া উঠিল। তিনি চিঠিখানি বাক্‌স হইতে তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।—

"ললিতবাবু!

আমার প্রেমের স্বপ্ন ফুরাইয়া গিয়াছে। আমি এ জীবনে

অনেক পাপ করিয়াছি, এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। এ পৃথিবীর সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সকলি ভুলিবার চেষ্টা করিব। কেবল তোমাকে ভুলিতে পারিব না। কেন না, তোমার নিকট ভালবাসা শিখিয়াছিলাম! বারাঙ্গনা হইয়াও আমি তোমাকে একদিন প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছিলাম। আজীবন তোমার জন্য পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিব। তুমি জান, নবাব আবদুল্ রহ্মান অনেক দিন হইতে, আমাকে তাহার ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া, আমার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইবার জন্য লালায়িত আছেন।—কিন্তু এখন সে কথায় কাজ নাই। আমি আপাততঃ আমার নানির সঙ্গে মক্কায় যাইতেছি। তারপর কোথায় যাই, কোথায় থাকি, তাহার ঠিক্ নাই। নিশ্চয় জানিও, এজন্মে আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইবে না। তোমার নিকট আমার এই একটী মাত্র ভিক্ষা, যাহাতে আমাকে ভুলিয়া যাইতে পার, তাহা করিও।"

(১১)

সেই দিন সন্ধ্যার পর পাণ্ডা আবার ললিতবাবুর বাসায় আসিয়া তাঁহাকে সেই মেয়েটীর ভজন শুনাইবার জন্য সঙ্গে লইয়া গেল। দেওয়ালের আড়ালে, জানালার পাশে দাঁড়াইয়া ললিতবাবু অনেকক্ষণ মেয়েটীর গান শুনিলেন। সেই রাত্রে তাঁহার সঙ্গে পাণ্ডার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হইল।

পরদিন প্রভাতে পাণ্ডা আসিয়া ললিতকে বলিল, "আপনার

সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে। এখানে অনেক লোক-জন র'য়েছে, আপনি আমার সঙ্গে একবার বাহিরে আসুন।"

ললিতবাবুর বাসা হইতে একটু দূরে গিয়া পাণ্ডা বলিল, "অই যে সম্মুখে বড় দোতালা বাড়ীটা দেখ্‌চেন, অই খানে আজ সন্ধ্যার পরে আপনাকে একবার আস্‌তে হবে?"

ললিতবাবু বলিলেন, "ব্যাপারটা কি, স্পষ্ট কথায় বল না?"

"আমি কাল রাত্রে আপনার সমস্ত কথা মেয়েটীর মাকে ব'ল্‌লেম। তিনি ব'ল্‌লেন, যদি তাঁদের উপর আপনার এত দয়া হ'ল, তবে আপনি আর বিলম্ব না ক'রে, মেয়েটীকে বিবাহ করুন। বিলম্ব হ'লে আর মেয়ের বাপ জান্‌তে পারলে, সব গোলমাল হ'য়ে যাবে। আর সেই বুড়োটার সঙ্গে নিশ্চয়ই মেয়েটীর বিবাহ হবে। সেই জন্য কাল রাত্রেই এই বাড়ীটা দু'দিনের জন্য ভাড়া লওয়া হ'য়েছে। পুরুত, শালগ্রাম প্রভৃতি সবই ঠিক্ করা হ'য়েছে।"

ললিত একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে তাই হবে।"

সন্ধ্যার পর পাণ্ডা, সেই বাটীতে ললিতকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, তাঁহাকে একটী ঘরের ভিতর আসনে বসিতে বলিল। সম্মুখে আর একখানি আসন পাতা ছিল। ঘরের ভিতর আসন দু'খানির নিকটে দু'টি মোমবাতি জ্বলিতেছিল। পাণ্ডা ঘরের বাহিরে যাইবামাত্র, একটী রমণী ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, সম্মুখের আসনখানির উপর আসিয়া ঘোম্‌টা খুলিয়া দাঁড়াইল। ললিত-

মোহন দেখিলেন, গঙ্গার উপকূলে যে সন্তস্নাতা, শিশিরমথিতা পদ্মিনীর সরল, পবিত্র সৌন্দর্য্যে জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন, সেই আদর-মাখা, প্রীতিমাখা মুখখানি! সেই অষ্টাদশবর্ষীয়া, সৌন্দর্য্যময়ী, অলস-গমনা, ঈষৎ অবনতাঙ্গী, যুবতী! ইহার সঙ্গে এখনি তাঁহার বিবাহ হইবে! ললিত রমণীকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন, ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে রমণী তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া বলিল, "দাসী কি এত অপরাধ ক'রেছে, যে এখনও তাকে চিন্‌তে পার্‌লে না?"

ললিতমোহন উষাকে চরণতল হইতে উঠাইয়া, তাহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বলিলেন, "এখন চিন্‌লেম! এতদিন ঘুমের ঘোরে, ঘোর অন্ধকারে প'ড়ে-ছিলেম, তাই চিন্‌তে পারি নাই! এখন সে ঘুমের ঘোর ভেঙ্গেছে, অন্ধকার দূরে গিয়েছে, এতদিন পরে তোমাকে চিনেছি!"

হঠাৎ বাহির হইতে কে "চোর! চোর!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঘরের ভিতরে আসিল ও ললিতের কোমর জড়াইয়া ধরিয়া, আবার চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "মালতি! মালতি! শীগ্‌গির এস, চোর ধ'রেছি! তোমাদের বউকে চোর একলা পেয়ে চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছিল!"

ললিতমোহন দেখিলেন—তাঁহার ভগিনীপতি, রমেশবাবু! তিনি বলিলেন, "এ মেড়ুয়া শালা আবার এখানে কোথা থেকে এসে জুট্‌ল?"

পাঁচ রকম।

"বউ! দেখিও, চোর যেন পালাতে না পারে; আমি মালতীকে ডেকে আনি।"

রমেশবাবু বাহিরে গেলেন। মালতী ভিতরে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দাদা! আমি তোমাকে কতবার ব'লেছিলেম, 'বউকে ঘরে নিয়ে এস!' সে সময়ে আমার কথা শুন্‌লে কি আর এত কাণ্ড হ'ত?"

রমেশবাবু আবার দুয়ারের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মালতি! এখন এ চোরকে কি সাজা দিতে হবে বল। বউ! তুমিতো শুনেছ, আমার কলিকাতায় বদ্‌লি হ'য়েছে। কাল আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে দেশে যাব। আর এই চোরকে গ্রেপ্তার ক'রে, তোমার পায়ে বেঁধে নিয়ে যাব। দেখ্‌ব, শালা চোরাই মাল্‌ কেমন ক'রে হজম করে! এখন একবার আমার জামিনে চোরকে ছেড়ে দাও। আমি একে ষ্টেশনে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে, গাড়ী রিজার্ভ ক'রে আসি।"

রমেশবাবু ললিতমোহনকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে গেলেন। মালতী উষাকে বলিলেন, "ইস্‌! আজ যে আর তোর মুখে হাসি ধরেনা, লো! তবে আয়, বউ! তোর জন্যে ফুলের মালা গেঁথে রেখেছিলেম, আয় তোকে পরিয়ে দিইগে। আমি আজ থেকে তোর নাম রাখ্‌লেম—

"পরশমণি!"

পাঁচীর প্রতিশোধ।

পাঁচীর প্রতিশোধ।

(১)

কাশীর বাঙ্গালীটোলায় সর্ব্বানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়েক বৎসর অবধি পেন্সন্ লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। তিনি মোটা মাহিনার চাকুরি করিয়াছিলেন এবং মাসিক তিন শত টাকা পেন্সন পাইতেন। সুতরাং তিনি প্রচুর নগদ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার কিছু ভূ-সম্পত্তিও ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী-সমাজে তাঁহার একটা অপবাদ ছিল যে, তিনি নিতান্ত কৃপণ। তাঁহার তৃতীয় পক্ষের ভার্য্যা শ্রীমতী কাত্যায়নী, স্বামীর কৃপণতার জন্য নানা লোকের মুখে নানা কথা শুনিয়া ও অনেক দিন পতিনিন্দা সহ্য করিয়া, অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার পতির এ কলঙ্ক মোচন করিবেন। শারদীয়া পূজার তিন মাস পূর্ব্ব হইতেই তিনি স্বামীকে জেদ করিয়া ধরিলেন যে, সর্ব্বানন্দ বাবুর পৈতৃক বাটীতে, কোন্নগরে গিয়া, খুব জাঁক-জমকে দুর্গোৎসব করিতে হইবে। সর্ব্বানন্দ বাবু দুই একবার একটু ইতঃস্তত করিয়া কাত্যায়নীর আব্দারে সম্মত হইলেন ও পূজার একমাস পূর্ব্বে সপরিবারে কাশীধাম হইতে রওনা হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নলিনীমোহন সম্প্রতি বি-এ পাশ করিয়া,

পাঁচ রকম।

একটি গবর্ণমেণ্ট আফিসে চাকরি পাইয়াছে। পূজার সময় তাহার চারিদিন বই ছুটী নাই। অগত্যা নলিনীকে কাশীতে থাকিতে হইল। তাহার সঙ্গে একজন হিন্দুস্থানী পাচক ব্রাহ্মণ, গোবর্দ্ধন নামে এক জন বিহার অঞ্চলবাসী খোট্টা চাকর ও বাঙ্গালী চাক্‌রাণী পাঁচী কাশীর বাটীতে রহিল।

এইখানে পাঠককে পাঁচীর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আজ পাঁচ বৎসর হইল, কাত্যায়নী পাঁচীকে পছন্দ করিয়া পরিচারিকা রাখিয়াছেন। পাঁচীর বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। যদি স্ত্রীলোকদিগের সমালোচনা ঠিক্ বলিয়া মানিতে হয়, তবে পাঁচীর রূপবর্ণনা সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, পাঁচী দেখিতে পাঁচ-পাঁচী। পাঁচীর যখন পনর বৎসর বয়স, তখন তাহার পতি পরলোকে প্রস্থান করিয়াছিল। কিন্তু বিধবা হইয়াও পাঁচী পাড়ওয়ালা কাপড় পরিতে, পান খাইতে ও পুরুষমানুষের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করিতে ভালবাসে। কিন্তু তাহা হইলেও নারী-সমাজে পাঁচীর প্রতিপত্তি ছিল যে, পনর বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া আজ পর্য্যন্ত এই পঁচিশ বৎসরের পূর্ণ যৌবনেও পাঁচী পঞ্চবাণের ধার ধারে না।

সে যাহা হউক, সর্ব্বানন্দবাবু সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলে, পাঁচীর সময় কাটান বড়ই ভার হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করে? মেড়ুয়া বামুন আর চাকরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া, তাহাদিগকে নানা

ছন্দোবন্ধে গালি দিয়া, খোট্টা জাতির পিতৃপুরুষকে প্রতিদিন প্রেত-লোকে পাঠাইয়া, পাঁচী বহুকষ্টে দিন কাটাইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নলিনী বাবু আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলে, পাঁচী জল-খাবারের রেকাবি, বরফ দেওয়া জলের গেলাস ও পানের ডিবে হাতে লইয়া, নিজে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, দোতালার ঘরে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু নলিনী বাবুর একটা বড় দোষ ছিল। সে কাহারও সঙ্গে অধিক কথা কহিত না। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইত না। তাহার বন্ধুগণ বলিত, "নলিনীর সাতেও হুঁ! পাঁচেও হুঁ।" নলিনীর এই মিতভাষিতা অন্যের পক্ষে যত না হউক, পাঁচীর বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল। সে মেড়ুয়াদ্বয়ের সঙ্গে সমস্ত দিনের কলহ ও গণ্ডগোলের পর, মনে কত আশা করিয়া নলিনী বাবুর নিকটে যাইত যে, দু'টা বাঙ্‌লা কথা শুনিয়া, গোটাকতক সরস কথা বলিয়া, কিছুক্ষণ গল্প করিয়া, প্রাণটা ঠাণ্ডা করিবে! সে নলিনী বাবুকে কত সংবাদ দিত, কত কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু নলিনী "হাঁ" "হুঁ"তেই তাহার উত্তর দিত। বার বার এইরূপে উপেক্ষিতা হইয়া, শেষে একদিন পাঁচী বড়ই চটিয়া উঠিল। নলিনীর জলখাবার খাওয়া শেষ হইলে, সে পানের ডিবা হইতে তাঁহার হাতে পান দিয়া বলিল, "বলি, দাদা বাবু! একটা কথা তোমাকে বলি, মানুষের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে তোতা পাখীরও মুখ ফোটে!"

পাঁচ রকম।

নলিনী পূর্ব্বের মত মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "হুঁ।"

পাঁচী অনেক কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিল, "লোকে যে বলে, তোমার 'সাতেও হুঁ, পাঁচেও হুঁ', তা বড় মিথ্যে নয়! আর যা হ'ক্, একটা কথা আমার বড় আশ্চয্যি মনে হয়। এই গ্যাল বছরে তোমার বিয়ে হ'য়েছে। কখনও না কখনও তোমাকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে! তা যখন শালী-শালাজেরা তোমার সঙ্গে কথা কইতে আস্‌বে, তখন কি ক'র্‌বে বল দিকি?"

নলিনী আবার বলিল, "হাঁ!"

এবার পাঁচী ধৈর্য্য হারাইল। সে বলিল, "কেবল হাঁ আর হুঁ! দুর কর ছাই, এমন জান্‌লে, আমিও বউঠাকরুণের সঙ্গে দেশে চলে যেতুম!"

সেই দিন অবধি পাঁচী আর নলিনী বাবুর নিকটে আসিত না। সে পাচক ব্রাহ্মণের হাত দিয়া জলখাবার প্রভৃতি পাঠাইয়া দিতে লাগিল। পাঁচী মনে মনে বলিল, "যেমন ক'রে পারি, এর একটা প্রতিশোধ দিতে হবে!"

(২)

রবিবার। আজ নলিনীকে বাটী হইতে কোথাও যাইতে হয় নাই। সে আহারাদির পর তাহার উপরের ঘরে বসিয়াছিল। এমন সময়ে তাহার বন্ধু রমণীমোহন বসু তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। দু'জনে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। পাঁচী

সিঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথা শুনিয়া মনে মনে বলিল, "তাইতো! আজ যে দেখ্‌চি খুব মুখ ফুটেছে।" কিছুক্ষণ পরে রমণী বাবু নীচে নামিয়া আসিলেন। পাঁচী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গো, রমণী বাবু! তুমি যে বড় পূজোর ছুটীতে এবার দেশে যাওনি?"

রমণী বাবু বলিলেন, "আর সকলে গিয়েছে, কেবল আমি তোমার নলিনী বাবুর মত একলা পড়েছি!"

"কেন গো! তোমার না শুনেছি, এক মাসের ছুটী?"

"তা বটে। কিন্তু এবার বড় বিপদে প'ড়েছি। লাহোর থেকে আমার জাঠ্‌শ্বশুর সপরিবারে কাশীতে আস্‌বেন। পাছে এখানে তাঁদের কোন কষ্ট হয়, সেইজন্য বাবা আমাকে এখানেই থাক্‌তে ব'ল্‌লেন।"

"তা বেশ হ'য়েছে। দিন কতক খুব আমোদ-আহ্লাদে কাট্‌বে। তাঁরা কবে আস্‌বেন?"

"দু এক দিনের মধ্যেই আস্‌বার কথা আছে। আস্‌বার আগে তাঁরা চিঠি লিখ্‌বেন। আজ বোধ হয় চিঠি আস্‌তে পারে।"

"তাঁরা তো তোমাদের বাড়ীতেই এসে থাক্‌বেন?"

"না। তাঁরা শিক্‌রোলে আগে থেকেই একটা বাংলা ভাড়া ক'রে রেখেচেন।"

পাঁচ রকম।

রমণী বাবু দেখিতে পাইলেন না, পাঁচীর মুখ হঠাৎ প্রফুল্ল হইল; তাহার ডাগর চক্ষু দুটী বিস্ফারিত হইল। রমণী বাবু চলিয়া গেলেন। পাঁচী দৌড়িয়া গিয়া গোবর্দ্ধনকে বলিল, "বলি হ্যাঁরে, মেড়ুয়া মিন্‌সে! কর্ত্তা বাবু দেশে চ'লে যাওয়া অবধি তুইতো একটাও কাম ক'র্‌চিস্ না। কেবল ডালরুটির শ্রাদ্ধ ক'র্‌চিস, আর মাথায় পগ্‌গ বেঁধে ফূর্ত্তি ক'রে ব্যাড়াচ্চিস্! এখন একটা কাম তোকে বাত্‌লে দিই, ক'র্‌তে পার্‌বি কি না বল্?"

পাঁচী বাঙ্গালী, আবার তাহার উপর কর্ত্রীঠাকুরাণীর চাক্‌রাণী বলিয়া, হিন্দুস্থানী চাকরদিগের নিকট তাহার খুব মানসম্ভ্রম ছিল। গোবর্দ্ধন বলিল, "তা হাম্‌কো বোলনা, পাঁচী দিদি! কোন্ কামটা কোর্‌তে হোবে! হামি কি কাম কোর্‌তে নারাজ আছে?"

পাঁচী বলিল, "তবে শোন্। শীগ্‌গির ডাকখানায় যা। আর ডাকবাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে, রমণী বাবুর নামে যত চিঠি আছে, আমাকে এনে দে। রমণী বাবু আমাকে ব'লে গেলেন, তাঁর চাকরের বোখার হ'য়েছে। তাই তোকে দু তিন দিন ডাকঘরে গিয়ে, তাঁর সব চিঠি এনে দিতে হবে।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "এতো থোড়া কাম। হামি এখনি ডাক-খানামে যাচ্চে।"

পাঁচীর আদেশ মত গোবর্দ্ধন ডাকঘরে রমণী বাবুর চিঠির তল্লাসে গেল। পাঁচী একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

(৩)

পরদিন বৈকালে পাঁচী শিক্‌রোলে গিয়া দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ পাইল যে, আজ প্রভাতে লাহোর হইতে একজন বাবু সপরিবারে আসিয়াছেন ও তাঁহারা বাগিচা-ওয়ালা বড় বাংলাটী ভাড়া লইয়াছেন। পাঁচী মুখে আঁচল দিয়া হাসিতে হাসিতে বাগিচাওয়ালা বাংলার গেটের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। বাংলার ভিতর হইতে একটী বাঙ্গালী যুবতী তাহাকে দেখিতে পাইয়া ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিল। পাঁচী তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। প্রবাসে বাঙ্গালীর মেয়ে হঠাৎ অচেনা বাঙ্গালী দেখিলে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলে, যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়! যুবতী পাচীকে বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলে যে? এইখানে বোস না! তুমি কোথায় থাক?"

"আমি এয়ো বটতলায় থাকি।"

"ওমা! সত্যি নাকি? এয়ো বটতলায় থাক? আমার ভগ্নী-পতিও যে এয়ো বটতলায় থাকে! তবে তাকে তুমি চেন তো?"

"কে তোমার ভগ্নীপতি, তা না ব'ললে কি ক'রে ব'লব?"

"তার নাম—রমণীমোহন বসু।"

"নরেশ বাবুর ছেলে রমণী বাবু? সে তো আমাদের এক বাড়ী ব'ললেই হয়।"

পাঁচ রকম।

"বটে! তা এতক্ষণ ব'লতে নেই? সে যে আমার কাকা বাবুর মেয়ে মোক্ষদার বর! একটু বস, আমি মাকে ডেকে আনি। ও মা! একবার শীগ্‌গির এখানে এস! এই দেখ, কে একজন আমাদের মোক্ষদার বরের খবর নিয়ে এসেছে।"

মোক্ষদার বরের নিকট হইতে কে আসিয়াছে, এই সংবাদ তড়িৎবার্ত্তার মত সেই বৃহৎ বাংলার চারিদিকে নিমেষের মধ্যে রাষ্ট্র হইল। নিমেষের মধ্যে চারিদিক হইতে রমণীমণ্ডলী দৌড়িয়া আসিল। রান্নাঘর, গোসলখানা, শয়ন-কক্ষ ও বারাণ্ডা হইতে, যে যেখানে ছিল, যুবতী, বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া ও বালিকা দ্রুতপদে আসিয়া পাঁচীকে বেষ্টন করিয়া, তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"তা সে ভাল আছে তো, গা?"

"সে তো জান্‌তে পেরেছে, আমরা এখানে এসেছি?"

"আমাদের সঙ্গে এখনও যে দেখা ক'রতে এল না? একবার এলে হয়, ভাল ক'রে তার গুমোরটা ভাঙ্‌বো।"

পাঁচী বলিল, "তা তোমরা মিছে কেন তাঁর দোষ দিচ্চ? তাঁকে ডাক্‌তে না পাঠালে, তিনি কেন আস্‌বেন?"

"ইস! তাঁকে আবার সাধ্যসাধনা ক'রে ডেকে আন্‌তে হবে। মোক্ষদা এখানে নেই কি না, সেই জন্যে বুঝি?"

পাঁচী বলিল, "হাজার হ'ক্, নতুন জামাই! তিনি তো আর তোমাদের চেনেন না।"

"না! চিন্‌বেন কেন? এখানে একবার এলে হয়, ভাল ক'রে চিনিয়ে দিব! আমরা বিদেশে প'ড়ে আছি ব'লে বুঝি পর হ'য়ে গিয়েছি?"

একজন প্রৌঢ়া রমণী বলিলেন, "না বাছা! তুমি ও সব ছেলেমানুষদের কথা শোন কেন? তুমি একবার গিয়ে তাঁকে খবর দাও, আমরা আজ সকালে এখানে এসেছি। আমরা তো তাঁকে আগে থেকেই চিঠি পাঠিয়েছিলেম। একবার এসে আমাদের খবরটা নিলেই ভাল দেখাত। তা তুমি যাও বাছা! তাঁকে পাঠিয়ে দাও। আর তুমিও তাঁর সঙ্গে এস।"

"তবে আমি এখনি গিয়ে, তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্চি।"

প্রথম পরিচিতা যুবতী বলিল, "দেখিও, যেন তার আস্‌তে দেরি না হয়।"

পাঁচী চলিয়া গেল। রমণীগণ আনন্দে করতালি দিয়া হাসিতে লাগিল। আজ তাহাদের বড়ই আনন্দ; তাহারা মোক্ষদার বরকে দেখিবে ও তাহার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করিবে!

পাঁচী কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কি জানি, তোমাদের নতুন জামাই, যদি আমার কথায় না আসেন। আমার সঙ্গে একজন লোক পাঠিয়ে দিলে ভাল হয় না?"

প্রথম পরিচিতা যুবতী বলিল, "তবে কেন, মা, দরোয়ানকে সঙ্গে দিয়ে একখানা গাড়ী ক'রে সুধাকে পাঠিয়ে দাও না?

পাঁচ রকম।

কেমন রে, সুধা! তোর মোক্ষদা দিদির বরকে ধ'রে আন্‌তে পার্‌বি ?"

নবমবর্ষীয়া চঞ্চলা বালিকা সুধা সুধামাখা স্বরে বলিল, "আমি আবার তাকে ধ'রে আন্‌তে পার্‌ব না, দিদি? আমি এখনও ছেলেমানুষ না কি ?"

"আর যদি সে বলে, আমি যাব না? তা হ'লে কি ক'র্‌বি ?"

সুধা উত্তর করিল, "তা হ'লে দু' হাতে তার দুটো কান ধ'রে টেনে আন্‌ব।"

"তবে শীগ্‌গির আয়! তোকে গহনা আর ভাল কাপড় পরিয়ে দিই।"

পাঁচী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের এখানে কতদিন থাকা হবে ?"

"পনের দিনের বেশী নয়। বাবা বলেন, দশদিনের মধ্যেই যেতে হবে।"

পাঁচী সুশোভিতা সুন্দরী সুধাকে সঙ্গে লইয়া শকটারোহণে চলিল।

(৪)

নলিনী বাবুর বাটীর সম্মুখে গিয়া পাঁচী গাড়ী থামাইতে বলিল। নলিনীবাবু উপরের ঘরে বসিয়া Comedy of Errors পড়িতে-ছিলেন। পাঁচী সুধার হাত ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

নলিনীবাবু পাঁচীর সঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা বালিকাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ?"

পাঁচী বলিল, "ছি, দাদা বাবু! তোমার এ কি রকম ব্যাভার বল দেখি ? তোমার জাঠ্‌শ্বশুর আজ দু'দিন থেকে শিক্‌রোলে পরিবারদের নিয়ে র'য়েচেন, তোমার কি একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে নেই ? আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়াতে তাঁরা যে আমাকে কত লজ্জা দিলেন, তা আর কি ব'ল্‌ব !"

নলিনী বলিল, "কই ? আমি তো কিছুই শুনি নাই !"

পাঁচী বলিল, "তুমি ঘরের কোনে একলা মুখ বুজিয়ে ব'সে থাক্‌বে বইত নয় ? কারুর তো খবর নাও না! তোমার কি একটু সাধ-আহ্লাদ ক'র্‌তে ইচ্ছা হয় না ? আহা, তোমার কত শালী-শালাজ এসেছে! যেন চাঁদের হাট! এখন যাও, আর দেরি করিও না। তারা সব কি মনে ক'র্‌বে, বল দেখি ?"

নলিনী কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না। অনেক দিন পূর্ব্বে সে একবার শুনিয়াছিল, তাহার জাঠ্‌শ্বশুর বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কাশীতে আসিবেন। কিন্তু তারপর সে কথা আর শুনে নাই। হঠাৎ তিনি যে সপরিবারে চলিয়া আসিলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। সে বলিল, "আমিত এর কিছুই জানি না।"

পাঁচী একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া, মুখ ফিরাইয়া বলিল, "না! আমি আর তোমার সঙ্গে ব'ক্‌তে পারি না। তোমাকে বোঝান আমার

পাঁচ রকম।

সাধ্যি নয়! ওগো বাছা, সুধা! তুমি পার ত তোমার ভগ্নীপতিকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে যাও।"

সুধা নলিনীর হাত ধরিয়া বলিল, "শীগ্‌গির চল ব'ল্‌চি! আমার সঙ্গে চালাকি খাট্‌বে না।"

নলিনীর মনে হইল, ইহা যে বিষম বিভ্রাট! একেতো অচেনা মেয়েমানুষের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে তাহার সাহস হয় না, তাহাতে আবার দক্ষিণ আফ্রিকার সশস্ত্র, সমরকুশল, বুয়ার সৈনিক-দলের মত বহুসংখ্যক শালী-শালাজের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইবে! কিন্তু কি করিবে? না গেলেও ত চলে না! তাহারা কি মনে করিবে? লোকে কত নিন্দা করিবে! অগত্যা নলিনী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তবে চল।"

পাঁচী বলিল, "একটা কথা ব'ল্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম। আমার মাশীর বাড়ী থেকে আজ লোক এসেছে। আমার মাশীর বড় ব্যায়রাম। আমাকে আজ তাঁর কাছে যেতে হবে। পনর দিন পরে, বউঠাক্‌রুণ এখানে ফিরে এলেই, আমি আবার আস্‌ব।"

নলিনী বলিল, "আচ্ছা।"

সুধা নলিনী বাবুর সঙ্গে হাসিতে হাসিতে গাড়ীতে বসিল। পাঁচীও গাড়ীর পিছনে উঠিয়া বসিল। নলিনী বাবু তাহা দেখিতে পাইল না। শিকুরোলে বাগিচাওয়ালা বাংলার গেটে গাড়ী থামিল। বাটীর পুরুষগণ সকলে নগরদর্শনে ও বায়ুসেবনে বাহির

হইয়াছেন। সুতরাং মেয়েমহলে খুব গুল্‌জার। সুধা নলিনী বাবুর হাত ধরিয়া একেবারে অন্তঃপুরে আসিয়া, সানন্দে চীৎকার করিয়া বলিল, "ও মেজদিদি! বড় যে ব'লেছিলে, আমি ধ'রে আন্‌তে পার্‌ব না! এই দেখ্‌বে এস, মোক্ষদা দিদির বরকে কাণ ধ'রে টেনে নিয়ে এসেছি!"

(৫)

মোক্ষদার বরের জাঠ্‌তুতো মেজো শালী তাহার সেজ্‌দাদার বউয়ের চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, এমন সময়ে সুধার আওয়াজ তাহার কাণে গেল। সে বউয়ের আধবাঁধা খোঁপার উপরে সজোরে দুই তিনটা ঠোকর মারিয়া বর দেখিতে ছুটিল। সেজ বউ এক হাতে খোঁপা ধরিয়া, আর এক হাতে ঘোম্‌টা টানিতে টানিতে দৌড়িল। বড় শালী রান্নাঘরের ধোঁয়ার ভিতর হইতে সজল নয়নে, আলুলায়িত কেশে, আলুথালু বেশে, বাহিরে দৌড়িয়া আসিলেন। কৃশাঙ্গী মেজ বউয়ের এক পায়ের আল্‌তা পরা শেষ হইয়াছিল, সবেমাত্র ডান পাটি বাড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে সুধার কথা শুনিতে পাইয়া দৌড়িয়া বাহিরে আসিবামাত্র, গোসলখানা হইতে ধাবমানা, আর্দ্রবসনা, স্থূলাঙ্গী সেজো খুড়ীর সঙ্গে, মেলট্রেনের সঙ্গে মালগাড়ীর বিষম কলিশনের মত, সজোরে ঠোকাঠুকি হইয়া গেল! বামী পিশি জামাইয়ের জলখাবারের জায়গা করিবার জন্য বারাণ্ডার ছাদের উপর ঝাঁট দিতেছিলেন, শুভসংবাদ শুনিবামাত্র, তিনি ক্ষিপ্রহস্তে

ঝাঁটা ফেলিয়া দিয়া ছুটিলেন। বারাণ্ডার নীচে রাঙ্গা দিদি দাঁড়াইয়াছিলেন, শতমুখী সশব্দে, সজোরে তাঁহার ঘাড়ের উপর পড়িল! "কে, লা! চোখের মাথা খেয়েছিস্ না কি!" বলিয়া তিনি ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে দৌড়িলেন। নিমেষ মধ্যে নলিনী বাবু দেখিলেন, যেমন সপ্তরথী অভিমন্যুকে ঘিরিয়াছিল, তাঁহারও সেই দশা ঘটিল।. তারপর বাণের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ হইল। "বলি ওহে, নটবর! এখনও ছাঁদ্‌লাতলায় কেন? ঘরের ভিতর এস।"

"এস, ভাই! তোমাকে কুঞ্জে নিয়ে যাই।"

"কুঞ্জ কাকে বলে, জান তো?"

"চল, কালা, কুঞ্জবনে,—কাজ নেই আর অভিমানে!"

যেমন ক্ষুধার্ত্তা বাঘিনীর দল শীকার লইয়া ছুটিয়া যায়, রমণীগণ নলিনী বাবুকে ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া চলিল। একজন বলিল, "হ্যাঁ, ভাই! তুমি বোবা নাকি?"

আর একজন বলিল, "ও ঠাকুর ঝি! তোমরা তো ঠাকুর জামাইকে কথা কইতে দেবে না! কি ব'ল্‌চে, শোন না আগে!"

"হাঁ, বেশ কথা! কি ব'ল্‌চ, নটবর! বল না?"

"আমরা এসেছি, তা জেনেও উনি এতক্ষণ গান ক'রে কেন ব'সেছিলেন, আগে তাই জিজ্ঞাসা কর।"

এমন সময়ে বাটীর গৃহিণী আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া রমণীগণ একটু সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, "বলি ওগো! আমরা কি কেউ নই? তোমরা কি একবার জামাইকে দেখ্‌তেও দেবে না নাকি?"

পাঠকের প্রথম পরিচিতা, মোক্ষদার বরের মেজো শালী নলিনীর পৃষ্ঠে চিম্‌টি কাটিয়া চুপি চুপি বলিল, "জাঠ্‌শাশুড়ীকে প্রণাম ক'র্‌তে হয়, তাও জান না? কোথাকার ম্যাড়াটা!"

যুবতীর ইঙ্গিত মত নলিনী বাবু জাঠ্‌শাশুড়ীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। জাঠ্‌শাশুড়ী বলিলেন, "চিরজীবী হও, বাবা! আমাদের যেমন মেয়ে, তেমনি সোনার চাঁদ বর হ'য়েছে। জামাইতো নয়, যেন কার্ত্তিক।"

"হ্যাঁ গো! অই যে গলার নীচে ময়ূর-পুচ্ছ দেখা যাচ্চে!"

"তোমাদের ও সব ঠাট্টা রাখ, বাছা! এখন জামাইকে একটু মিষ্টি মুখ ক'র্‌তে দাও। একটু জল খাও, বাবা! আহা, মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে!"

লজ্জার খাতিরে নলিনী বাবু অগত্যা জলযোগে প্রবৃত্ত হইল। লজ্জার খাতিরে আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতি পাঞ্জাবী সুখাদ্য ফল ভোজন করিয়া উদর পরিতৃপ্ত করিল। জাঠ্‌শাশুড়ী বলিলেন, "তবে, বাছা! এখন আমি খাওয়া দাওয়ার উজ্জুগ করিগে। বড় বউ মা! দেখিও, যেন জামাই চ'লে না যায়। এখানেই খাওয়া দাওয়া ক'র্‌তে হবে।"

পাঁচ রকম।

(৬)

"আঃ বাঁচা গেল। এখন এস, ভাই! যে কথা হ'চ্ছিল, তাই হ'ক্। এখন বল, কি কথা ব'ল্‌ছিলে?"

"আমরা এসেছি জেনেও, উনি এতক্ষণ মান ক'রে কেন ব'সেছিলেন?"

এতক্ষণে নলিনী বাবুর মুখে কথা ফুটিল। বোধ হয় পাঞ্জাবের সুমিষ্ট আঙ্গুর-বেদানার রসপানে তাহার মন হঠাৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি কি জান্‌তে পেরেছিলেম যে, আপনারা এখানে এসেছেন?—এমন চাঁদের হাট দেখ্‌তে কার না সাধ হয়?"

"ওরে, বোবা নয়রে! অই শোন্, কথা ফুটেছে!"

"ওলো! তা নয়! তোরা বুঝ্‌তে পারিস্ না। মোক্ষদা এখানে নেই কি না,—আমরা যদি মোক্ষদাকে সঙ্গে আন্‌তুম, তা হ'লে কেমন ক'রে মান ক'রে ব'সে থাক্‌ত, দেখা যেত।"

নলিনীর মনে হইল, মোক্ষদা কে? তাহার স্ত্রীর নাম তো মোক্ষদা নহে, সরলা। তবে ইহারা মোক্ষদা কাহাকে বলিতেছে?

যুবতী আবার বলিল, "আমরা লাহোর থেকে রওনা হবার আগে তোমাকে চিঠি লিখেছিলেম যে, ষ্টেশনে আমাদের সঙ্গে দেখা করিও। তা মোক্ষদা আমাদের সঙ্গে নেই ব'লেই তো আমরা পর হ'য়ে গেলুম!"

আবার নলিনী বাবুর মনে বিষম সন্দেহ হইল। একি! ইহারা লাহোর হইতে আসিয়াছে? তাহার জাঠ্শ্বশুর তো পাটনায় থাকেন!

আবার প্রশ্ন হইল, "কি ব'লচ? চুপ ক'রে রইলে যে, আবার বোবা হ'য়ে গেলে নাকি?"

নলিনী বাবু বলিল, "আমি তো চিঠি পাই নাই। চিঠি পেলে অবশ্যই ষ্টেশনে আপনাদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তেম। তবে এখন আমি যাই।"

"হাঁ, যাবে বই কি? কেমন, লো! আমি যা ব'লেছি ঠিক্ কি না? মোক্ষদা আমাদের--"

এমন সময়ে বারাণ্ডার নীচে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল, "সুধা, দেখে আয় ত গাড়ীতে কে এল।"

সুধা বাহিরে যাইবার পূর্ব্বেই তাহার ছোটদাদা, বার বৎসর বয়স্ক সুরেন, আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও মেজদিদি, একটা মজার কথা শোন। আমি বেড়াতে গিয়েছিলুম, রাস্তায় মোক্ষদা দিদির বরের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাকে গাড়ী ক'রে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সে ব'ল্‌লে, আমাদের চিঠি পায়নি।"

"তুই কি ব'ল্‌ছিস্? তোর মোক্ষদা দিদির বর যে এই ঘরে ব'সে র'য়েচে! দেখ্‌বি আয়।"

"বাঃ! আমি আর যেন মোক্ষদা দিদির বরকে চিনি না। সে বছর যখন তার বিয়ে হয়, আমি তো কল্‌কাতায় কাকাবাবুর কাছে

পাঁচ রকম।

ছিলুম। বাসর ঘরে আমিই তো সকলের আগে তার কাণ ম'লে দিয়েছিলুম। আমার স্তাখাদেখি আর সকলে তার কাণ ম'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে।"

"সে কোথায় ?"

"অই যে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে র'য়েচে! ডেকে আনি ?"

"তোর মোক্ষদা দিদির দুটো বর নাকি ? অই দ্যাখ্‌, তবে অই ঘরে ব'সে র'য়েছে—ও কে ?"

"ও কে, তা আমি কি জানি ? আমি ডেকে আন্‌চি।"

সুরেন একজন যুবাপুরুষকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, এই দেখ মোক্ষদাদিদির বর। এস না, রমণীবাবু! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?"

নলিনী অবাক্ হইয়া দেখিল, রমণী বাবু! রমণী বাবু সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার বন্ধু নলিনী রমণীমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ঘরের ভিতর বসিয়া!

রমণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, নলিনী! এখানে ব'সে যে ?"

নলিনী উঠিয়া রমণীবাবুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "এরা কে বল দেখি ?"

"আমার জাঠ্‌শ্বশুর আজ লাহোর থেকে এসেছেন, সুরেনের মুখে এই মাত্র শুন্‌লেম।"

রমণীগণ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। বউরা ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মোক্ষদার বরের বড় শালী বলিল, "কি ব'ল্‌লে? ওর নাম কি?"

রমণীবাবু বলিলেন, "উনি আমার বন্ধু। ওঁর নাম নলিনীবাবু। কি জানি, কেমন ক'রে এ ভুলটা হ'য়েছে?"

"ভুল বই কি? তাই জন্যে চোরের মতন চুপ ক'রে ব'সে ছিল? ও মা! একবার শীগ্‌গির এখানে এস। এ তোমার জামাই নয়, এ চোর!"

একজন বলিল, "দরোয়ানকে খবর দিয়ে চোরকে থানায় পাঠিয়ে দাও।"

আর একজন বলিল, "আমাদের কাণমলা খেয়ে এতক্ষণ চুপ ক'রেছিল, এখন দেখ্‌ব, দরোয়ানের কাণমলা কেমন মিষ্টি লাগে!"

মোক্ষদার বরের শালী-শালাজ সকলে একসঙ্গে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিল। গিন্নিও আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। যেন পাঞ্জাবের পঞ্চনদীর কলধ্বনির সঙ্গে সিন্ধুনদের গভীর কল্লোল মিশিল। কেহ দরোয়ানকে ডাকিতে গেল, কেহ ইট-পাটকেলের অনুসন্ধানে চলিল, কেহ বা শতমুখী খুঁজিতে গেল। মেজো বউ, "বুলি" নামক বুলডগের শিকল খুলিয়া দিয়া, ঘোমটার ভিতর হইতে তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "হিস্! হিস্! লে বুলি! লে!" বুলি হুঙ্কার করিয়া নলিনী বাবুর নিকটে ধাবিত হইল।

পাঁচ রকম।

রমণীবাবু বলিলেন, "আপনারা ব্যস্ত হবেন না! এ ভুলটা কেমন ক'রে হ'য়েছে, আমি এখনি ফিরে এসে আপনাদিগকে খবর দিচ্চি।"

রমণী বাবু নলিনীকে বাহিরে লইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছিল, বল দেখি?"

নলিনী বাবু বলিল, "পাঁচী একটী ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমাকে ব'ল্‌লে, 'তোমার জাঠ্‌শ্বশুর এসেচেন; তাঁরা তোমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছেন!'"

রমণী বাবু বলিলেন, "তুমি এখন বাড়ী যাও। একটু পরেই আমি তোমার কাছে আস্‌চি। পাঁচীকে থাক্‌তে বলিও।"

পাঁচী বাহির হইতে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সকল ঘটনা দেখিতেছিল। সে মুখে আঁচল দিয়া হাসিতে হাসিতে পনর দিনের জন্য তাহার মাশীর বাড়ী চলিয়া গেল।

আমার স্বপ্ন।

আমার স্বপ্ন।

আগামী সপ্তাহে আমার এম্ এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। কাল প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পড়িয়াছিলাম। বেলা দুই প্রহরের পর, আমাদের কলিকাতার বাটীতে একাকী শয়ন করিয়া Tempest পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন মিরাণ্ডার বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে, সেই ক্ষুদ্র দ্বীপে, সমুদ্র-তরঙ্গরাশির মধ্যে বিরাট আয়োজন হইতেছে। চারিদিকে বহু লোকের উচ্চ চীৎকার সমুদ্র-গর্জ্জনের সঙ্গে মিশিয়া, অপূর্ব্ব কোলাহল উত্থিত করিয়াছে। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখবর্ত্তী, বহুদূরব্যাপী উঠানে বিবাহের আসর সজ্জিত হইয়াছে অতি বৃহৎ নানা বর্ণের সুন্দর চাঁদনীতে ঝাড়-লণ্ঠনের সঙ্গে বেল-ফুলের মালা দুলিতেছে। তাহার নীচে মহামূল্য গালিচার উপর বড় বড় তাকিয়া শোভা পাইতেছে। আর বিবাহ-আসরের মাঝখানে, একাকী উচ্চ গদির উপর সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া ক্যালিবান্ (Caliban) পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। আজ ক্যালিবানের বড় বাহার। আজ সে কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া, বেনারসী চাদর কাঁধের উপর ঝুলাইয়া, শোলার হ্যাট

মাথায় দিয়া, হাস্যমুখে চুরট টানিতেছে! এমন সময়ে যেন আসরের বাহিরে একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী ঝন্ ঝন্ শব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। দর্জিপাড়ার মহিম ঘটক গাড়ী হইতে নামিয়া, নামাবলি কাঁধে লইয়া, লম্বা টীকি হইতে দুই হাতে ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আসরে আসিয়া দাঁড়াইল ও ক্যালিবান্‌কে বলিল, "নমস্কার, মহাশয়।"

ক্যালিবান্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ইংরাজী ধরণে মৃদু-মধুর হাস্য করিয়া, ঘটকের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "Hallo! Good morning, Mr. Mohim Chander."

মহিম ঘটক থত মত খাইয়া বসিয়া পড়িল। ক্যালিবান্ তাহার সেই শোলার হ্যাটের ভিতর হইতে একটা ম্যানিল্লা সিগার ও দিয়াশলাইএর বাক্স বাহির করিয়া, ঘটককে খাতির করিয়া বলিল, "মহাশয় অবশ্য চুরট খেয়ে থাকেন?"

মহিম ঘটক আরও থত মত খাইয়া বলিল, "রাম রাম! মাপ করুন, মহাশয়! এখন কন্যাকর্ত্তা কোথায়, বলুন দেখি?"

আমি যেন এই সব দেখিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, ইহা ত বড় আশ্চর্য্য! পটলডাঙ্গার ছ্যাকড়া গাড়ী দর্জিপাড়ার মহিম ঘটককে লইয়া সমুদ্র পার হইল কি প্রকারে? আর অর্দ্ধেক মনুষ্য ও অর্দ্ধেক মৎস্যাকৃতি ক্যালিবান্‌ই বা হঠাৎ এমন সভ্য,

এমন Civilized gentleman কেমন করিয়া হইল? আর আজকালিকার নব্য বাঙ্গালীর মত সহজ কথার সঙ্গে ইংরাজী কথার বুক্‌নি দিতে কেমন করিয়া শিখিল? অবশেষে মনকে প্রবোধ দিয়া বলিলাম, "বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় কি না হয়?"

ক্যালিবান্ মহিম ঘটককে বলিল, "Beg your pardon, sir! আপনি আমাকে কি ব'ল্‌ছিলেন?"

ঘটক বলিল, "আজ্ঞে আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলেম, কন্যাকর্ত্তা মহাশয় কোথায়?"

ক্যালিবান্ বলিল, "কন্যাকর্ত্তা আবার কে? অবশ্য আমিই কন্যাকর্ত্তা।"

ঘটক কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "আজ্ঞে প্রস্পেরো ঠাকুরের কথা ব'ল্‌চি।"

"Oh! that old fool!--তিনি তো আজ অধিক মাত্রায় আফিম খেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় প'ড়ে আছেন। Receive করার ভার আমিই accept ক'রেছি।--Oh! excuse me! আপনাকে এখনও কেহ তামাক দিয়ে যায় নি? ওরে এঁড়ে! তামাক দিয়ে যা।"

এরিয়েল (Ariel) উচ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া, আকাশের এক কোণ হইতে মুখ বাড়াইয়া, ক্যালিবানের মুখের দিকে চাহিয়া, দৌড়িয়া তাহার নিকট আসিল ও তাহার গলা টিপিয়া বলিল,

পাঁচ রকম।

"তুই যে কাঠের বোঝা ফেলে রেখে আসরের উপর পা ছড়িয়ে ব'সেছিস্?—ওঠ্ ব'ল্‌চি, শালা!"

আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কে আমার হাত টানিয়া বলিল, "ওঠ্ বল্‌চি, শালা! দিনের বেলা কত ঘুমুবি?"

আমি উঠিয়া বসিলাম ও চক্ষু মুছিয়া দেখিলাম, আমার পার্শ্বে বিছানার উপর বসিয়া আমার নিতাই ঠাকুরদাদা হাসিতেছেন। আমি বলিলাম, "এ দুপুর রোদে নিতাই দাদা কোথা থেকে?"

নিতাই দাদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এখনও নাত্ বউ হয়নি, তবু তোমার দিনের বেলায় এত ঘুম? নাত্ বউ ঘরে এলে বুঝি, ভায়ার দিন রাত জ্ঞান থাক্‌বে না। ওরে, নোসে! এখনও তোর তামাক সাজা হ'ল না? তিন ঘণ্টা হ'ল তামাক খাওয়া হয়নি, পেট যে ফুলে উঠ্‌ল।—তবে, সতীশ ভায়া! নূতন খবর কি বল।—তোমাদের কল্‌কাতার ছ্যাক্‌ড়া গাড়ীর মহিমা ত এক মুখে বর্ণনা করা যায় না। শ্যালদহের ষ্টেশন থেকে এই পটলডাঙ্গা পর্য্যন্ত আস্‌তে প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগে গেল।"

"তবে এখনও খাওয়া দাওয়া হয়নি দেখ্‌চি।"

নিতাই দাদা হাসিয়া বলিলেন, "তোমার নূতন ঠান্‌দিদি কি আর খাওয়া দাওয়া না হ'লে আস্‌তে দেয়? স্নান আহারের পর সাড়ে দশটার গাড়ীতে উঠেছিলেম।"

নিতাই দাদার বৃদ্ধ চাকর নসীরাম, কল্‌কে হাতে লইয়া ফুঁ

দিতে দিতে ও মধ্যে মধ্যে কল্‌কের নীচের দিক হইতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধূম পান করিতে করিতে আসিয়া, নিতাই দাদার হুঁকার উপর কল্‌কে বসাইয়া দিয়া বলিল, "এই লাও, দাদা ঠাউর। মুই তো তোমাকে রেলগাড়ির মধ্যিতে ব'সে সাত বার তামাক খেব্‌য়ে ছেলাম। অ্যারি মধ্যি আবার প্যাট্‌টা ফুলে ওঠ্‌লো ?"

নিতাই দাদা, আর বাক্যব্যয় না করিয়া, একাগ্রচিত্তে তামাক টানিতে লাগিলেন।

(২)

কলিকাতার উত্তরে, শ্যামনগর ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে মোহনপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে আমার মার মামা নিত্যানন্দ বসুর পৈতৃক বসত বাটী। মোহনপুর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী আরও কএকটি গ্রামে তাহার কিছু জমিদারী আছে। শৈশবকালের অভ্যাসবশতঃ আমি আজি পর্য্যন্ত তাঁহাকে 'নিতাই দাদা' বলিয়া ডাকিতাম। অপর সকলের নিকট তিনি 'মোহনপুরের বোস্‌জা মহাশয়' নামে পরিচিত। তাঁহার বয়স প্রায় সাতান্ন বৎসর। আমার নিতাই দাদা "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনঃ"—শাস্ত্রের এই আদেশ অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া, দুই বার বিবাহ করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। তিনি ভার্য্যাযুগলের পরলোক প্রাপ্তির পর, সম্প্রতি আবার দুই বৎসর হইল, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বশতঃ তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ

করিয়াছেন। শুনিয়াছি, এখনও তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হওয়ার কোন প্রকার নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই।

সে যাহা হউক, তিনি আমার মাকে তাঁহার একমাত্র কন্যার মত ভাল বাসিতেন, ও সেই সঙ্গে আমিও, মার একমাত্র পুত্র, নিতাই দাদার বড়ই আদরের পাত্র হইয়াছিলাম। তিনি প্রায়ই আমাদের কলিকাতার বাটীতে আমাকে দেখিতে আসিতেন। কিন্তু এই দুই বৎসর (অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের বিবাহ হওয়া অবধি) বড় একটা তাঁহার দেখা পাইতাম না। এই দুই বৎসরের মধ্যে কেবল একবার আসিয়া একদিন মাত্র আমাদের বাটীতে থাকিয়া, চুলের কলপ ও একজন বিলাতী দাঁত বিক্রেতার দোকান হইতে কতকগুলি কৃত্রিম দাঁত খরিদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

এখন এ সকল বাজে কথা ছাড়িয়া আসল কথাটা বলি। নিতাই দাদা যে কেবল আমার নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয় তাহা নহে। তিনি আমার প্রাণের বন্ধু। আমি জানি, এ কথা শুনিয়া আমার সুসভ্য পাঠক হাসিবেন ও আমার সুশিক্ষিতা পাঠিকাগণ আমার প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ করিবেন। আমি এ সভ্য যুগের উন্নতচেতা, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে সুশিক্ষিত, মিল ও কোম্‌তের মহামন্ত্রে দীক্ষিত, নূতন বঙ্গদেশের নবীন যুবক ; আর আমার নিতাই দাদা কুসংস্কারাবৃত, জ্ঞানালোক-

বিরহিত, সন্ধ্যাহ্নিক-ব্রতধারী সেকেলে মূর্খ। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে আমার প্রাণের মিলন, ইহা অনেকেই অস্বাভাবিক মনে করিবেন, তাহা আমি জানি। কিন্তু প্রকৃত কথা না বলিলে চলিবে কেন? আমার সমবয়সী অথবা সহপাঠী বন্ধু যুবকগণের মধ্যে আর কেহই নিতাই দাদার মত আমার হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রাণের কথা শুনিয়া, তাহাকে আমার নিজের মনের কথা বলিয়া, তাঁহার সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া, নির্জ্জনে বসিয়া উভয়ের মন-প্রাণ উভয়ের সঙ্গে বিনিময় করিয়া, আমি যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতাম, সেরূপ আনন্দ আর কখনও কাহারও নিকট পাই নাই।

নিতাই দাদা ছিলুমটি ভস্মাবশেষ করিয়া, নসীরামকে আর একবার তামাক দিতে আদেশ করিলেন। নসীরাম হাস্য-সহকারে নিতাই দাদাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "বলি, ও লাহ্ জামাই! কল্‌কেটার দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি, যেমন এনে-ছিলাম তেমনই আগুন গন্ গন্ ক'রতি লেগেছে। অ্যারির মধ্যি আবার প্যাট্‌টা ফুলে ওঠ্‌লো না কি?"

নসীরাম যে প্রকারে নিতাই দাদার সঙ্গে কথা কহিত, তাহা শুনিলে, সে নিতাই দাদার চাকর কি মনিব, সে বিষয়ে হঠাৎ লোকের মনে সন্দেহ হইত। কিন্তু, ইহার নিগূঢ় কারণ অনেকেই জানিত না। নিতাই দাদা যখন তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া

আমার নূতন ঠান্‌দিদিকে গৃহে আনেন, তখন ঠান্‌দিদির বাপের বাড়ীর পুরাতন চাকর নসীরামও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সেই জন্য, নিতাই দাদার নিকট বৃদ্ধ নসীরামের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। নসীরাম কল্‌কে হাতে লইয়া আবার তামাক সাজিতে গেল। নিতাই দাদা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে সতীশ দাদা, আমি যে তোমার নূতন ঠান্‌দিদিকে একলা ফেলে রেখে, এই দুপুর বেলার রোদে কেন এখানে এসেছি, তার কিছু জান কি?"

"আমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নাই, তাই।"

"তবে তুমি এখনও কিছু জান না দেখ্‌চি। তা এখন থাক্; সন্ধ্যার পর দু'জনে নির্জ্জনে ব'সে সে সব কথা হবে। ওহে, নসীরাম, আফিমের কৌটাটি আর একবার দাও দেখি? আজ মৌতাতটা আসলেই জ'ম্‌ল না কেন, ব'ল্‌তে পার?"

(৩)

রাত্রিকালে আহারাদির পর আমার শয়নগৃহে, আমার বিছানার পার্শ্বে, নিতাই দাদার রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হইল। নসীরাম মুহুর্মুহু তামাক যোগাইতে লাগিল, আর নিতাই দাদা অবলীলাক্রমে, সেই কল্‌কের পর কল্‌কে ভরা তামাকরাশি ভস্মাবশেষ করিতে লাগিলেন। নসীরামের হাতের অবসর নাই, তার সঙ্গে নিতাই দাদার ওষ্ঠাধরের কামাই নাই, রসনারও বিরাম নাই। বোধ হয়,

নিতাই দাদার আফিমের নেশাটা বেশ জমিয়াছিল। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নূতন ঠান্‌দিদির সম্বন্ধে নানা রকম সরস কথা শুনাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "সে যা হ'ক্ ভায়া, আসল কথাটা এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলেম। কি জন্য আজ হঠাৎ এখানে এলেম, সে কথাটা, ভায়া, কই এখনও ত তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে না?"

"আপনি আমার নূতন ঠান্‌দিদির যে সরস কাহিনী ব'লতে আরম্ভ ক'রেছিলেন, আমার কি আর এতক্ষণ অন্য কোন কথা মনে ছিল? তা, এখন বলুন কথাটা কি?"

নিতাই দাদা বলিলেন, "সরস্বতীর চিঠি কত দিন পাও নাই?"

সরস্বতী আমার মা।

আমি বলিলাম, "অনেক দিন পাই নাই। পরীক্ষার জন্য আমি বড় ব্যস্ত ছিলেম। সেই জন্য আমিও তাঁকে অনেক দিন থেকে চিঠি লিখ্‌তে পারি নাই। পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেলেই আমি কাশী থেকে তাঁকে এখানে সঙ্গে নিয়ে আস্‌ব।"

"সে ত এখানে তোমার সঙ্গে আস্‌বে না।"

"কেন?"

"সে যে ঘর-বাড়ী সংসারধর্ম্ম ছেড়ে, তোমাকে একলা ফেলে, কাশীতে গিয়ে, কেন সেখানে এত দিন র'য়েছে, তা কি জান?"

পাঁচ রকম।

"তিনি ত তীর্থ ক'র্‌তে কাশীতে গিয়েছিলেন।"

"না, তা নয়; প্রকৃত কথাটা তুমি এখনও বুঝ্‌তে পার নাই, এই আশ্চর্য্য!"

"প্রকৃত কথাটা কি, তাই বলুন না।"

"সে তোমার বিবাহ দিবার জন্য কতবার তোমাকে জেদ ক'রেছিল, মনে আছে ত? তুমি সে বিষয়ে তাকে কি ব'লেছিলে?"

"আমি ত তাঁকে বরাবর ব'লে এসেছি যে, আমার বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছা নাই।"

"কেন এমন কথা ব'লেছিলে?"

"আমার মতে বিবাহ করার চেয়ে, বিবাহ না করাই ভাল।"

নিতাই দাদার মুখে ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, "আহা! কি কথাটাই ব'ল্‌লে! প্রাণটার মধ্যে যেন বরফ ঢেলে দিলে! ইংরেজী লেখাপড়া শিখ্‌লে যে, এমন বাঁদর হয়, আমি আগে তা জান্‌তেম না। সে যা হ'ক্, স্পষ্ট কথাটা তোমাকে বলি, শোন। পরশু তোমার মার কাছ থেকে আমার নিকট একখানি চিঠি এসেছে। চিঠিখানা আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। যদি দেখ্‌তে চাও ত তোমাকে দেখাই। তাতে সে আমাকে লিখেছে যে, যদি তুমি বিবাহ কর, তা হ'লে সে দেশে ফিরে আস্‌বে। নহিলে এ জন্মে আর তোমার মুখ দর্শন ক'র্‌বে না। আমি একটি সুন্দরী মেয়ে তোমার জন্য ঠিক্ ক'রে রেখেছি।

তোমার মাও সে কথা জানে। সে লিখেছে যে, এই বৈশাখ মাসে তোমার বিবাহ দিতে হবে। মেয়েটির বাপের বাড়ী আমাদের গ্রাম থেকে অতি নিকট। তার বাপ এই কলিকাতায় সওদাগরী আফিসে চাক্‌রী করেন। মেয়েটি তোমার নূতন ঠান্‌দিদির মাস-তুতো বোন্‌। তোমার পরীক্ষা শেষ হবামাত্রই, তাকে দেখ্‌তে যেতে হবে!"—নিতাই দাদা হাসিয়া বলিলেন, "আর যদি কোর্টশিপ ক'র্‌তে চাও, তা হ'লে তারও বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারি!"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আপনি যা ব'ল্‌বেন, তাই না হয় হবে। সে জন্য অত তাড়াতাড়ি কেন?"

"না, দাদা! এবার বড় শক্ত লোকের পাল্লায় প'ড়েছ! আর এ কথাও ব'লে, রাখি,—মেয়েটিকে একবার দেখ্‌লে আর ভুল্‌তে পার্‌বে না! হাঁ! আর একটি মজার কথা বলি শোন! কেহ কেহ বলে, মেয়েটির বাপের যেন একটু পাগলের ছিট্‌ আছে। তিনি বলেন, তাঁর মেয়ে যেমন নিখুঁত সুন্দরী, ঠিক্‌ তারই মত সুন্দর ছেলে না পেলে, তাঁর বিয়ে দিবেন না। দেশ-বিদেশে খুঁজে কোথাও তাঁর ছেলে পছন্দ হ'ল না। এদিকে মেয়েটিও ক্রমে বিবাহের বয়স ছাড়িয়ে উঠ্‌ল। দেশের লোক তাঁর কত নিন্দা ক'র্‌তে লাগ্‌ল; তাঁকে জাতিচ্যুত ক'র্‌বে ব'লে, ভয় দেখাতে লাগ্‌ল। কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুন্‌লেন না। কিছু দিন হ'ল, তিনি কলিকাতায় কোথায় তোমাকে দেখেছিলেন। তুমি বোধ হয়,

তা জান্‌তে পারনি। মেয়েটিও তাঁর সঙ্গে ছিল। সেও নাকি তোমাকে দেখেছে! সেই অবধি তাঁর জেদ হ'য়েছে যে, তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিবেন। তিনি আমাকে ধ'রেচেন, যে কোন রকমেই হউক, এই কাজটা ক'রে দিতে হবে। আমিও দেখ্‌লেম, অমন ডাগর আর অমন নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে আর পাওয়া যাবে না। তাই তোমার মাকে চিঠি লিখেছিলেম। তার তো খুব ইচ্ছা। এখন, ভায়া, তুমি রাজি হ'লেই হয়। তোমার ঠান্‌দিদি তো বলেন যে, আজ হয় তো কাল নয়!"

আমি মনে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, বিবাহ করিব না। সেই জন্য নিতাই দাদার কথাটা চাপা দিয়া, অন্য কথা উত্থাপন করিব মনে করিলাম। আমি জানিতাম, নূতন ঠান্‌দিদির কথা তুলিলে তিনি অন্য সব কথা ভুলিয়া যান। আমি বলিলাম, "দাদা, আমার নূতন ঠান্‌দিদি দেখ্‌তে কি রকম?"

নিতাই দাদা বলিলেন, "হাঁ! বেশ কথা মনে ক'রে দিয়েছ! তোমার ঠান্‌দিদির তোমাকে দেখ্‌বার বড়ই ইচ্ছা। সে আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লে দিয়েছে, পরীক্ষা শেষ হ'লেই এই দোলের সময় একবার তাকে দেখা দিতে হবে।"

"আমারও তাঁকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা হয়। তা বলুন না, তিনি দেখ্‌তে কি রকম।"

"সে আর তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাব? আরব্য উপন্যাসের

পরীর কথা প'ড়েছ তো, ভায়া? এক কথায় ব'লে দিই, তোমার ঠান্‌দিদি ঠিক্ সেই রকম একটি পরী! তাই বলি, শীঘ্র একবার তাকে দেখে চক্ষু সার্থক কর।"

আমি হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া, উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলাম, "দাদা, আমার মনে ভয় হয়, কোন্ দিন তোমার পরী উড়ে না যায়!"

নিতাই দাদা হাস্য করিয়া বলিলেন, "ওহে ভায়া, এ সব ডানাকাটা পরীকে কি প্রকারে বশে রাখ্‌তে হয়, আমি তার অনেক মন্ত্র জানি। আগে তোমার বিয়ে হ'ক্, তারপর তোমাকে সে সব মন্ত্র শিখিয়ে দিব। সে যা হ'ক্, এই দোলের সময়, তোমার ঠান্‌দিদির নূতন বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। সে সময়ে যদি তুমি না যাও, আমাকে তার শতমুখীর চোটে অস্থির হ'তে হবে। তার সমস্তই গুণ, দোষের মধ্যে, ভায়া! মেজাজটা একটু কড়া। তাকি জান, ভাই—"

আমি আমার নিতাই দাদার মুখে ঠান্‌দিদির রূপ-গুণের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে, তাঁহার পরীর মত সরস অঙ্গভঙ্গী, মধুর হাসি, মোহন কটাক্ষ, কল্পনা-চক্ষে দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

(৪)

সেই রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন নিতাই দাদার সঙ্গে বায়ু সেবনে বাহির হইয়াছি। হঠাৎ আমরা দু'জনে যেন এক

পাঁচ রকম।

নির্জ্জন উপবনে আসিলাম। বসন্তসমাগমে যেন সেই নির্জ্জন উপবন মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে ; চারি দিকে নানাবর্ণের ফুল ফুটিয়াছে ; নানাবিধ সৌরভ ছুটিতেছে ; তরুলতা উষার মৃদু সমীরণে নানা রঙ্গে নাচিতেছে। শব্দের মধ্যে, সেই জনশূন্য উপবন মথিত করিয়া, অসংখ্য বিহঙ্গ এক সঙ্গে, উচ্চতানে যেন কাহাকে ডাকিতেছে। এমন সুন্দর স্থান আমি যেন পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমি যেন নিতাই দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ আবার কোন্ দেশ ?

নিতাই দাদা বলিলেন, "এ পরীদের প্রমোদ-কানন। এই কাননের মাঝখানে চল, আরও কত নূতন জিনিস পাবে !"

আমি নিতাই দাদার সঙ্গে আরও অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, উপবনের মধ্য দেশে স্বচ্ছসলিলা, মৃদুভাষিণী, ক্ষুদ্র নদীর উপকূলে একটি নূতন ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরের ভিতরে রাধাশ্যামের পাষাণময়ী যুগল মূর্ত্তি।

নিতাই দাদা বলিলেন, "অই যে মন্দির দেখ্‌চ, অইখানে পরীদের ফুল-দোল হয়। অই দেখ, কত ফুল, কত আবির-কুঙ্কুম ছড়ান র'য়েছে। আর অই মন্দিরের ভিতরে চেয়ে দেখ !"

আমি-মন্দিরের ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম। একি পরী, না মানুষী ? পরীর মত রূপ, কিন্তু মানুষীর মত পরিচ্ছদ ! পরীর মত শ্রবণদ্বয়-স্পর্শী, কৃষ্ণতার নয়নযুগল ; পরীর মত কামধনুর ন্যায় বঙ্কিমকটাক্ষ ;

পরীর মত লাল অধরে মন-ভুলান হাসি; পরীর মত বাতাসের চেয়ে লঘু, উড়ু উড়ু ক্ষুদ্র তনু; পরীর মত পুঞ্জীকৃত, দৃঢ় বন্ধনে সম্মিলিত, কালো মেঘরাশির ন্যায় দীর্ঘ বেণী;—কিন্তু মানুষীর ন্যায়, বাঙ্গালী যুবতীর ন্যায়, বাসন্তী রঙ্গের সাড়ী পরা; নাকে মুক্তার নোলক, হাতে সোনার বালা, আলতামাখান পায়ে রূপার মল!

আমি সবিস্ময়ে নিতাই দাদার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ পরী, না মানুষী?"

নিতাই দাদা হাসিয়া বলিলেন, "এতক্ষণে এও বুঝ্‌তে পারলে না? পরী না হ'লে কি বাতাসে উড়ে যায়? তুমি এমনি অরসিক, ঐ দেখ, পরী তোমাকে দেখে উড়ে গেল!"

আমি মন্দিরের ভিতর আবার চাহিয়া দেখিলাম, মন্দির শূন্য! সত্য সত্যই কি পরী উড়িয়া গেল? কোথায়, কোন্ দিকে গেল? আমি সম্মুখে, উভয় পার্শ্বে, পশ্চাতে, আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। পরীকে আর দেখিতে পাইলাম না।

আমি কাতর ভাবে নিতাই দাদাকে বলিলাম, "দাদা! তুমি তো পরী বশ করবার মন্ত্র জান। একবার সেই মন্ত্র প'ড়ে পরীকে এখানে ফিরিয়ে আন।"

নিতাই দাদা বলিলেন, "আকাশের পরী কি ইচ্ছা ক'রলেই মানুষকে ধরা দেয়? আর শুধু শুধু ওকে ফিরিয়ে এনেই বা কি

হবে? যদি তুমি ঐ পরীটিকে বিয়ে কর, তা হ'লে ওকে এখানে ফিরিয়ে এনে, তোমার সঙ্গে বিয়ে দিই!"

আমি সানন্দে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরীর সঙ্গে মানুষের বিয়ে হয়?"

নিতাই দাদা বলিলেন, "তা হবে না কেন? এই তোমার নূতন ঠান্‌দিদি'ও তো পরী। আমি তাকে বিয়ে ক'র্‌লেম কেমন ক'রে?"

"তবে আমি অবশ্য বিয়ে ক'র্‌ব।"

নিতাই দাদা আমার গা ঠেলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে এই কথাই ঠিক্ রইল, ভায়া!"

আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম; "কি ঠিক্ রইল, নিতাই দাদা?"

"এই মাত্র যে ব'ল্‌লে, অবশ্য বিয়ে ক'র্‌ব।"

আমি নিতাই দাদাকে স্বপ্নের কথা কিছু না বলিয়া, মনে মনে বলিলাম, "যদি তাকে পাই তা হ'লে নিশ্চয় বিয়ে ক'র্‌ব। নতুবা এ জীবনে বিবাহ ক'র্‌ব না।" প্রকাশ্যে তাঁহাকে বলিলাম, "আচ্ছা! তাই হবে।"

নিতাই দাদা বলিলেন, "তবে আমি এই সকালে ছয়টার গাড়ীতে বাড়ী যাই। নসীরামকে এখানে রেখে যাচ্চি। পরীক্ষা শেষ হ'লেই তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে মোহনপুরে আস্‌বে। এর মধ্যে আমি তোমার বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক্ ক'রে রাখ্‌ব। আর তুমি

স্বচক্ষে নাত্ বউকে দেখে পছন্দ ক'র্‌লে, বিয়ের দিন ঠিক্ ক'রে তোমার মাকে চিঠি লিখ্‌ব।

ছয়টার গাড়ীতে নিতাই দাদা আবার নূতন ঠান্‌দিদির নিকট চলিয়া গেলেন।

আমার পরীক্ষা শেষ হইল। আমি নিতাই দাদার নিকট যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহাই করিলাম। পরীক্ষা শেষ হইবার পর দিনই, প্রভাতের ট্রেনে নসীরামকে সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইলাম।

অল্পক্ষণ পরেই, আট দশটা ষ্টেশন পরে রেল গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিলাম। নসীরাম কাপড়ের গাঁটরি ও আমার ব্যাগ পিঠের উপর বাঁধিয়া, একটা ছোট হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে, আমার পশ্চাতে চলিল। আমি সময় কাটাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, বৃদ্ধ নসীরামের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম।

আমি বলিলাম, "আমার নিতাই দাদা খুব রসিক লোক, কি বল, নসীরাম?"

নসীরাম হাসিয়া বলিল, "হাজার হ'ক্, মোর নাত্ জামাই। রসিক দেখেই তো মোরা মোদের নাত্‌নীর সঙ্গে ওনার বেয়া দেলাম। তা নইলে কি মোরা অমন লব ক্যাত্যায়নীকে বিচ্-গঙ্গার মাঝে ঢ্যালে ফ্যালে দেতাম?"

পাঁচ রকম।

"আমার নিতাই দাদার সঙ্গে তোমার নাত্ জামাই সম্পর্কটা কেমন করে হ'ল, তা বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

"হা মোর অদেষ্টো! অ্যা কথাডা তুমি অ্যাখোনোও জান না, দাদা ঠাউর। তবে শোন! তোমার নিতাই দাদার দাদাশ্বশুর লবক্যাষ্টো বাবু আর মুই, অ্যাক মার প্যাটের যোয়্‌জ ভাই ব'ল্‌লিই হয়। মোরে অ্যাক দণ্ড না দেখ্‌লি তিনি পিথিমীডাকে ওমাবস্তের রেতের মতন দ্যাখেন। মুই নিজির হাতে তানাকে শর্‌বোত না না ক'রে দিলে, চেনির পানা তানার ত্যাতো লাগে। মুই নের্‌কোল গাছে উঠে ডাব নের্‌কোল না পাড়্‌লে ডাবের জল তানার লোণা লাগে। ঘুমুবার আগে মুঁই তানার পা দুটো মুগুর মারা ক'রে দেবে না দেলে, তিনি রাত্তিরকালে ভূত-প্যারেতের স্বপোন দেখেন। তাঁর লাত্‌নীও ঝে মোর লাত্‌নীও সে। আর তাঁর লাত্ জামাই, মোরও লাত্ জামাই। সে ঝা হ'ক্, অ্যাখন মোর আর অ্যাক লাত্‌নীর সঙ্গে তোমার বেয়াডা হ'য়ে গেলেই মোর মন্‌ডা খুসী হয়।"

"তুমি কি নিতাই দাদার কাছেই এখন থাক?"

"তোমার নিতাই দাদা যখন মোর লাত্‌নীকে ঘর ক'র্‌তি সঙ্গে নিয়ে আস্‌লেন, লবক্যাষ্টো বাবু মোরে বল্‌লেন, 'তোমার লাত্‌নী অ্যাক্‌লা থাক্‌লি কান্নাকাটি কর্‌বে, তুমি দিন কতক লাত্‌নীর সঙ্গে থেকে লাত্ জামাইয়ের স্থাবা কর।' সেই অবধি মুই দশ দিন বা

লাত্নীর কাছে থাক্লাম, আর দশ দিন বা লবক্যাষ্টো বাবুর কাছে চলে গ্যালাম।”

“তোমার নাত্ জামাইয়ের গ্রাম, এখান থেকে কত দূর?”

নসীরাম বলিল, “এই যে গোরা তানার বাড়ীর উটোনে এসে দেঁড়িয়েচি বল্লেই হয়। অই যে বাগানডার মধ্যিখানে লতুন মন্দিরডা গ্যাখ্চো,—ওকি? অমন কোরে থোম্কে উঠে দেঁড়িয়ে রইলে যে? রাত্তিব কালে এই বাগানডায় ভূত-প্যাতনীর ভয় আছে, কিন্তু দিনির ব্যালায় আবার কিসির ভয়?”

আমি চমকিয়া সেইখানে দাঁড়াইলাম। সে দিন স্বপ্নে যেমন দেখিয়াছিলাম, সম্মুখে ঠিক্ সেইরূপ বসন্তসমীরণসেবিত, পবনান্দোলিত কুসুমলতাপরিবৃত, কোকিলদলের কুহুরবে নিনাদিত, সুন্দর সুরম্য উপবন! আর অদূরে উপবনের মধ্য দেশে, ঠিক্ স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলাম, সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপকূলে শ্বেতবর্ণের ক্ষুদ্র মন্দির!

নসীরাম বলিতে লাগিল, “কিসির ভয়? মুই আগে যাচ্চি, তুমি পিছনে চল।”

আমি নসীরামের সঙ্গে সেই উপবন মধ্যে অগ্রসর হইয়া, ক্রমে সেই মন্দিরের নিকটে আসিলাম। মন্দিরের অভ্যন্তরে চাহিয়া দেখিলাম।—একি! একটি রমণী-মূর্ত্তি! আমি আবার চমকিয়া সেইখানে দাঁড়াইলাম। আবার মন্দিরের অভ্যন্তরে সেই নারী

পাঁচ রকম।

মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সে দিন স্বপ্নে যাহাকে দেখিয়া, পরী কি মানুষী ঠিক্ করিতে না পারিয়া; সবিস্ময়ে নিতাই দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "এ পরী না মানুষী?" এতো সেই মনো-মোহিনী মূর্ত্তি! যে মূর্ত্তি নিদ্রার ঘোর অচেতন অবস্থায় দেখিয়া অবধি এক নিমেষের জন্য ভুলিতে পারি নাই, প্রতিমুহূর্ত্তে যেন জাগ্রৎ অবস্থায় সেই পরীর হাত ধরিয়া, সপুলকে, স্বপ্নলোকে বিচরণ করিয়াছি, যাহাকে বই আর কাহারও সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইব না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—আজ সেই আমার স্বপ্নের পরী, সেই কল্পনা-রাজ্যের রাজরাজেশ্বরীর জীবিত মূর্ত্তি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! আমার পরী যেন বিস্মিত নেত্রে, পূর্ণায়তন কটাক্ষে, একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল! সে চাহনিতে যেন কত কালের, কত যুগযুগান্তরের প্রেম! কত দিনের বিরহের পর যেন আজ কত সুখের মিলন! তাহার সেই বিম্বাধরে একটু মৃদু হাসি দেখা দিল! সে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া, পিছনে সরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল! আমার মনে হইল, আমার মত সেও কি আমাকে চিনিতে পারিয়াছে? আমার মত সেও কি আমার হাত ধরিয়া, স্বপ্নলোকে, কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করিয়াছে?

হায়! যাহারা আত্মাকে জড় দেহের অংশমাত্র মনে করে, তাহারা কি মূর্খ! আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। নসীরাম আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে

কি বলিতেছিল, বুঝিতে পারিলাম না। সে আমার হাত ধরিয়া আবার হাসিয়া বলিল, "বলি মোর লাত্নীকে দেখে যে অ্যাকেবারে আড়ষ্ট হ'য়ে পড়্লে? ও মন্দিরডার মধ্যে উঁকি মেরে আর কারে খোঁজ্চ? স্যা তো তোমাকে দেখ্তি পেয়ে পেলিয়ে গিয়েছে!"

আমি আবার মন্দিরের অভ্যন্তরে, চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না! আমি নসীরামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নসীরাম! তুমি কি জান, ইনি কে?"

নসীরাম হাসিয়া বলিল, "অ্যাত যে দেখাদেখি, চোকোচোকি হ'ল, তবুও চিন্তি পার্লে না? অ্যাইতো মোর স্যাই লব কাত্যা-য়নী লাত্নী! লাত্ জামাইয়ের বাড়ীতে চল, আবার ওনাকে গ্যাখ্বে অ্যাখন!"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম! কি সর্ব্বনাশ! ইনি আমার নূতন ঠান্দিদি? আমার নিতাই দাদার স্ত্রী? হায়! আবার হৃদয়-মধ্যে সেই অকস্মাৎ প্রদীপ্ত, পুলকময় আশার দীপ সহসা নিবিয়া গেল! কে যেন সহসা আমাকে পদাঘাতে স্বর্গ হইতে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল! আমি যেন ঘোর অন্ধকার মধ্যে, ধীরে ধীরে নসীরামের সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। নসীরাম কত কথা বলিতে লাগিল, তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দেখিলাম, সম্মুখে একটি উদ্যান-পরিবৃত দ্বিতল অট্টালিকার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া, আমার নিতাই দাদা। নিতাই দাদা আমাকে

দেখিতে পাইয়া, সহাস্য-মুখে, দ্রুত পদে অগ্রসর হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন।

(৫)

নিতাই দাদা আমাকে বহু সমাদরে, তাঁহার বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। আমি সে দিন তাঁহার বাটীতে যে যত্ন ও সমাদর লাভ করিলাম, এ জন্মে আর কখনও কাহারও নিকট সেরূপ পাই নাই; আর কখনও কাহারও নিকট পাইব না। কিন্তু বলিতে লজ্জা করে, তাঁহার সে অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্ন আমার নিকট বিষতুল্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "আজ যে মুখখানা বড় মলিন দেখ্‌চি! ছেলেমানুষ, কোথাও যাওয়া আসার অভ্যাস নাই। এত দূর এসে, পথশ্রমে কষ্ট হ'য়েছে! এখন একবার বাড়ীর ভিতর যাও, তোমার ঠান্‌দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে এস। সে কতক্ষণ থেকে তোমার জন্য চা তৈয়ার ক'রে রেখে, তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে র'য়েছে। কিন্তু, ভায়া, আজকাল এই দোলের সময়টায়, একটু সাবধানে দেখা-সাক্ষাৎ করিও! আর যাঁদের তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বার কথা ছিল, আমি তাঁদের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিয়ে, কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আস্‌ব। তুমি ততক্ষণ তোমার নূতন ঠান্‌দিদির সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ-পরিচয় কর।"

আবার সহসা কে যেন প্রচণ্ড বলে আমার হৃদয়ে আঘাত করিল! কিন্তু, তখনই একবার আমার মনে আশার সঞ্চার হইল।

হয়তো নসীরামের কথা সত্য নহে। হয়তো সে বিদ্রূপ করিয়া, আমার সেই স্বপ্নদৃষ্টা পরীকে তাহার নাতিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। আর নিতাই দাদার স্ত্রীই বা আজ প্রভাতে একাকিনী সে উপবন মধ্যে, সে মন্দিরে, কি করিতে গিয়াছিলেন? তাঁহাকে দেখিলে তো সব সন্দেহই মিটিয়া যাইবে। আমার সে সাধের স্বপ্নের পরী আমারই থাকিবে!

আমি নিতাই দাদাকে বলিলাম, "তবে আমি ঠান্‌দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

আমি বাটীর ভিতরে গিয়া দেখিলাম, একটি বৃদ্ধা চাকরাণী পাখা হাতে লইয়া, একখানা আসনের সম্মুখবর্ত্তী গরম চা ও স্তূপাকার ফল, মূল ও মিষ্টান্নরাশির সম্মুখে বসিয়া আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার ঠান্‌দিদি কোথায়?"

উত্তর হইল, "তিনি এখনি আস্‌বেন।"

আমি অনন্যমনে সেই গরম চা ও সেই উপাদেয় বিবিধ খাদ্য সামগ্রীর অধিকাংশ নিঃশেষ করিয়া, ঠান্‌দিদির দর্শনলাভের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। কে সহসা দ্রুতপদে, ঝম্ ঝম্ শব্দে আমার পশ্চাতে আসিয়া, আমার মুখে ও চোখে আবির ফেলিয়া দিল!

"ওকি?—ওকি, ঠান্‌দিদি!"

আক্রমণকারীকে দেখিবার জন্য চক্ষু উন্মীলন করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই দেখিতে পারিলাম না। কেবল

নারীকণ্ঠের মধুর হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া, চক্ষু মুছিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম! কি দেখিলাম! কিঞ্চিৎ দূরে, প্রাঙ্গণ মধ্যে একাকিনী দাঁড়াইয়া, আবার সেই রমনী—আমার সেই স্বপ্নের পরী—বঙ্কিম নয়নে, ব্রীড়াসঙ্কুচিত কটাক্ষে, ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া, ঈষৎ মৃদু হাসি বিম্বাধরে বিকীর্ণ করিয়া, অলক্তরঞ্জিত বামচরণ অপর পাখানি হইতে ঈষৎ অগ্রে রাখিয়া, আরক্তিম গণ্ডদেশ ললিত অঙ্গুলিদ্বয়ে ঈষৎ আবৃত করিয়া, আলুলায়িত কুন্তলরাশি বসন মধ্য হইতে ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া, আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! সে আবার মৃদু হাস্য করিয়া, অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। তবে নসীরাম যাহা বলিয়াছিল সত্য! ভীষণ, কঠোর, নিষ্ঠুর সত্য! আমার স্বপ্নের নারী, সাধের পরী, আমার নহে। নিতাই দাদার বিবাহিতা স্ত্রী!—আমার ঠান্‌দিদি!

আমি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আর কোনও দিকে না চাহিয়া, ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, নিতাই দাদা সেখানে নাই। আমি একটা তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিলাম। নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নিদ্রা কোথায়? আমি ভাবিতে লাগিলাম,—কি কুক্ষণে সে দিন নিতাই দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল! কি কুক্ষণে সেই মোহময় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম! এখন কি করিব? কোথায় যাইব? এখানে থাকিলে, আবার তো

নিতাই দাদার স্ত্রীর সম্মুখে যাইতে হইবে! তখন আমার দশা কি হইবে? আর তিনিই বা আমাকে দেখিয়া এবার কি করিবেন? তাঁহার সঙ্গে দুই বারের, এই দুই মুহূর্ত্তের সাক্ষাতে বুঝিয়াছি, তিনিও তো আমার মত, আমার সঙ্গে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিয়াছেন। তবে কি তিনি কুলটা রমণী? পরপুরুষে অনুরক্তা? নারীজাতি এমনই অবিশ্বাসিনী! ইহা জানিয়া শুনিয়াও লোকে কেন বিবাহ করে? হায়! ধিক্ আমাকে! কাহার কুহকে মাজিলাম! আমার গরীয়সী গুরুজনপত্নীকে স্বপ্নেও প্রেমচক্ষে দেখিলাম! আবার এখনও—সে পাপ-স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়াও—সে মদিরাময়ী কল্পনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না! আমার মত পাপিষ্ঠ কি এ জগতে কেহ আছে? আমি উন্মত্তের মত শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উন্মত্তের মত লক্ষ্যশূন্যভাবে, দ্রুতপদসঞ্চারে ঘরের বাহিরে আসিলাম। একজন ভৃত্য ভূ-শয্যায় শয়ন করিয়া নাসিকাধ্বনি-সহকারে নিদ্রা যাইতেছিল। সে আমাকে দেখিতে পাইল না। আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া দ্রুতপদে চলিলাম। আবার সেই নির্জ্জন উপবনে সেই মন্দির সমীপে আসিলাম। হায়! আজ প্রভাতে যে সুরম্য উপবন সবিস্ময়ে, সপুলকে, প্রকৃতই পরীর প্রমোদ-ভবন মনে করিয়াছিলাম, এখন সহসা তাহাই পিশাচনিবাসের ন্যায় ভয়াবহ অনুভূত হইল! আমি যেন সভয়ে আরও দ্রুতপদে চলিলাম। রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

পাঁচ রকম।

কলিকাতার গাড়ী কখন যাইবে। উত্তর পাইলাম, কলিকাতার গাড়ী এই মাত্র চলিয়া গিয়াছে, আবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় যাইবে। আমি কলিকাতার অভিমুখে অপর ষ্টেশনের দিকে পদব্রজে চলিলাম।

(৬)

কলিকাতার বাটীতে আসিয়া আমাদের পুরাতন গোমস্তা মাধব চক্রবর্ত্তীকে বলিলাম, "আমার এখন পরীক্ষা শেষ হ'য়েছে। আমি কাশীতে মার কাছে যাব।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "এত দূরে যাবে, একজন চাকর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত।"

আমি বলিলাম, "কোন দরকার নাই। আমি একলা যাব।"

পরদিন হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া, টিকিট কিনিয়া প্রভাতের ট্রেনে উঠিলাম। প্রকাণ্ডবপু, ভীষণাকায় রেলগাড়ী, বিজাতীয় হিংস্র পশুর ন্যায়, সরোষে সদর্পে তীব্র রবে আস্ফালন করিয়া, যেন কোন দূরদেশবাসী দুর্দ্ধর্ষ অরাতিদলের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য, প্রবল বেগে ছুটিল! তরু-লতা, নদ-নদী, আকাশ ও ভূতল, যেন সে ভীষণ নিনাদে, সে ঘোর চীৎকারে সহসা চেতনা লাভ করিয়া, সভয়ে, সবেগে পশ্চাতে পলাইতে লাগিল! আমি একখানা খালি গাড়ীর এক কোণে বসিয়া, রুমালে মুখ ঢাকিয়া, ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। মার কাছে যাইতেছি। তিনি তো আগেই, আমাকে দেখিয়াই আমার বিবাহের কথা বলিবেন। যখন তিনি

জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহার আদেশ মতে নিতাই দাদার কথা না শুনিয়া, তাঁহাকে বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ করিতে সম্মতি না দিয়া, হঠাৎ কেন চলিয়া আসিলাম, তখন তাঁহাকে কি উত্তর দিব? সুপ্তাবস্থায় যে সুখ-স্বপ্ন অচিরাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় জীবন্ত সত্য হইল, আবার তখনই দেখিতে দেখিতে কাল-স্বপ্নে পরিণত হইয়া গেল, তাহা তাঁহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব?

স্বপ্ন যে সত্য হয়, আমি পূর্ব্বে কখনও বিশ্বাস করি নাই। কতবার ম্যাডাম ব্লেভাস্কি, মিসেস্ বেস্যাণ্ট প্রভৃতি প্রতিভাশালিনী রমণীগণকে কুসংস্কারাপন্না নারী বলিয়া উপহাস করিয়াছিলাম, এখন তাহা মনে পড়িল! আপনাকে আত্মাভিমানী মূর্খ বলিয়া কত ধিক্কার দিলাম। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অমর অবিনশ্বর মানবাত্মার প্রতি অবিশ্বাস, প্রভাত-তপনের উজ্জ্বল-আলোক-স্পর্শে কুজ্ঝটিকার ন্যায়, অন্তর্হিত হইল। আবার অসহ্য অনুতাপানলে হৃদয় প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। নিতাই দাদার উপর অকারণ মনে কত ক্রোধ হইতে লাগিল। তাঁহার উপর শৈশবাবধি যে অকৃত্রিম ভালবাসা ও ভক্তি ছিল, তিনি যে আমাকে চিরদিন প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, আজ যেন তাহা একবারে ভুলিয়া গেলাম। তাঁহার সঙ্গে প্রাণের মিলন, হৃদয়ের বন্ধন হঠাৎ যেন ছিঁড়িয়া গেল। মনে মনে তাঁহাকে মূর্খ ও কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলাম। এ বৃদ্ধ বয়সে তিনি কোন্ সাধে, কোন্ সাহসে, এই অলোকসামান্যা

সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করিলেন? তিনি যদি ইহার পতি না হইতেন!

হায়! কি লজ্জার কথা, আমি কি পাপিষ্ঠ!—তিনি মূর্খ হউন, কাপুরুষ হউন, আমার তো গুরুজন। আর তাঁহার ভার্য্যা, সেই বালিকা, আমার গরীয়সী গুরুপত্নী। যদি আমি মনুষ্যদেহে পশু না হইতাম, তাহা হইলে এতক্ষণে তাঁহাকে ভুলিতে পারিতাম! তাঁহাকে কি ভুলিতে পারিব না? এ পাপ-হৃদয় হইতে, চিরজীবনের মত, তাঁহার ছায়া কি মুছিয়া ফেলিতে পারিব না? আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আবার ভাবিতে লাগিলাম। আবার সেই তন্বী ললনার সানুরাগ সলজ্জ দৃষ্টি, সেই মধুর অঙ্গভঙ্গী বারবার হৃদয় মধ্যে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। আমি করযোড়ে, পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য ঊর্দ্ধে চাহিলাম। কিন্তু এ অপবিত্র প্রাণ লইয়া, সে পবিত্র নিকেতনে যাইতে সাহস হইল না। আমি হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে রেলগাড়ী বহুদূর পৌঁছিল। বুঝিতে পারিলাম, কাশী অধিক দূরে নহে। আমার মনে ভয় হইতে লাগিল,—মা নিশ্চয়ই বিবাহের কথা বলিবেন। তাঁহাকে কি উত্তর দিব? আমার মনের ভাব তাঁহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব?

পর দিন প্রভাতে, দিন রাত্রির অনশনে, অনিদ্রায়, কম্পিত দেহে ও স্খলিতচরণে আমাদের কাশীর বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। কাতর স্বরে, শুষ্ককণ্ঠে ডাকিলাম, "মা!"

মা ঘরের ভিতর হইতে দৌড়িয়া বাহিরে আসিলেন। আমি দৌড়িয়া মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। "কি, অসুখ হ'য়েছে ?" বলিয়া মা সজল-নয়নে আমাকে কোলে লইয়া বসিয়া পড়িলেন। আমি মার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

বহু দিন পূর্ব্বে, শৈশবে এক দিন আমাদের বাটীর এক জন দুষ্ট চাকর, সন্ধ্যার পর, অন্ধকারে বায়ুভরে দোদুল্যমান্ বৃক্ষশাখা দেখাইয়া, 'অই ভূত হাত বাড়াইয়া ধরিতে আসিতেছে' বলিয়া, আমাকে ভয় দেখাইয়াছিল; সেই দিন আমি, আজিকার মত এমনি করিয়া, সভয়ে দৌড়িয়া গিয়া মার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছিলাম! তার পর আর একদিন, আমার সাত বৎসর বয়সের সময়, যখন আমার কনিষ্ঠা ভগিনী কমলের পাঁচ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল,—আমি রাত্রিকালে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। প্রভাতে উঠিয়া যখন সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কমল কোথায়,—পাছে আমি তার জন্য কাঁদি, এই ভয়ে সকলে আমাকে বলিয়াছিল, সে মামার বাড়ী গিয়াছে, শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে। তার পর একদিন আমার সমবয়স্কদিগের নিকট যখন শুনিলাম,—কমল এ পৃথিবীতে আর নাই, সে মরিয়া গিয়াছে,—আমি কাঁদিতে কাঁদিতে মার কাছে দৌড়িয়া গিয়া, "মা! কমল আর ফিরে আসবে না!" বলিয়া মার গলা ধরিয়া, তাঁহার অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া, আজিকার মত এমনি করিয়া কাঁদিয়াছিলাম!

পাঁচ রকম।

মা বারংবার আমার শিরশ্চুম্বন করিয়া, সরোদনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "কি হ'য়েছে ? কেন কাঁদ্‌ছ ?. কি অসুখ হ'য়েছে ?"

আমি অনেকক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া, অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া, মাকে অনেকক্ষণ কাঁদাইয়া, অবশেষে বলিলাম, "মা ! আমি বিবাহ ক'র্‌ব না। তোমার পায়ে পড়ি, মা ! আর আমাকে কখন বিবাহ ক'র্‌তে বলিও না।"

(৭)

মা আমাকে সস্নেহে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি আর কখনও আমাকে বিবাহ করিতে বলিবেন না। কিন্তু, কিছু দিন পরেই জানিতে পারিলাম যে, তিনি আমাকে কেবল প্রবোধ দিবার জন্য এরূপ বলিয়াছিলেন, তাঁহার মনের ভাব অন্যরূপ। তিনি আমার সম্মুখে বিবাহের কথা কখনও উত্থাপন করিতেন না সত্য, কিন্তু আমাদের প্রতিবেশিগণের নিকট, আমার বিবাহ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেন।

এক দিন গেজেটে দেখিলাম, আমি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমি মার নিকট গিয়া এই সুখের সংবাদ জানাইলাম। তিনি শুনিয়া অনেক আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম, সেই আনন্দাশ্রুর সঙ্গে, তাঁহার চক্ষে বিষাদ-বাষ্প দেখা দিল। এতদিন পরে, তিনি আজ আমাকে স্পষ্টই বলিলেন, "আজ এই সুখের দিনে, যদি আমার ঘরের লক্ষ্মী এসে ঘর আলো

ক'র্‌ত তাহ'লে আজ আমার মনে কত সুখ হ'ত! সে যা হ'ক্‌, আমি তোমাকে কতবার ব'লেছিলেম যে, মামাকে চিঠি লিখ; তা তুমি এখনও লিখ নাই কেন, আমি তার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না। তুমি তাঁর বাড়ী গিয়ে, তাঁকে না ব'লে হঠাৎ পালিয়ে এলে, এতে তাঁর মনে কত কষ্ট হ'য়েছে, একবার মনে ভেবে দেখ দিকি! মামার তো কথাই নাই, মামী যে কত দুঃখ ক'রে পত্র লিখেছেন, একবার প'ড়ে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, কি অন্যায় কাজটাই ক'রেছ!"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম! মা বলিতে লাগিলেন, "আজ মামাকে একখানি চিঠি লিখ। তুমি পাশ হ'য়েছ শুনে, আর তোমার হাতের চিঠি পেয়ে, তিনি কত সুখী হবেন!"

আমি বলিলাম, "মা! তুমি যে সে দিন ব'লেছিলে, নিতাই দাদা তোমাকে লিখেছেন যে, এ জন্মে তিনি আর আমার মুখ দর্শন ক'র্‌বেন না।"

"তোমার অন্যায় ব্যবহারে তাঁর মনে বড় কষ্ট হ'য়েছিল, তাই তিনি মনের দুঃখে এ রকম কথা লিখেছিলেন। তুমি ক্ষমা চেয়ে তাঁকে পত্র লিখ্‌লে, আর কি তাঁর মনে রাগ থাক্‌বে? তিনি তো মহাদেব। তুমি কি জান না, তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন? তুমি এমন বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান্‌ হ'য়ে, তাঁর মনে কষ্ট দিবে, এই কি তোমার উচিত?"

পাঁচ রকম।

আমি কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম দেখিয়া, মা আবার বলিতে লাগিলেন, "এত দিন পরে, তাঁকে চিঠি লিখ্‌তে তোমার লজ্জা করে, তা আমি বুঝ্‌তে পারি। যদি তাই হয়, মামী আমাকে যা লিখেছেন তাই কর।"

আমি এতক্ষণ নত মুখে মার কথা শুনিতেছিলাম; হঠাৎ মুখ তুলিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মামী আবার কি লিখেচেন?"

"তবে তাঁর চিঠিখানা এনে দিই, প'ড়ে দেখ! তিনি কত দুঃখ ক'রে, কত কথা লিখেচেন, আর তোমাকে কত ভাল পরামর্শ দিয়েচেন।"

"চিঠি তো তুমি প'ড়েছ। তোমার মামী কি পরামর্শ দিয়েচেন, তাই বল।"

"তিনি লিখেচেন, 'তোমার মামী যে আমার নাতির উপর রাগ ক'রেচেন, সে রাগ আর কতক্ষণ থাক্‌বে? তুমি যদি নাতিকে বুঝিয়ে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পার, আমি মধ্যস্থ হ'য়ে, দু'জনের মিটমাট ক'রে দিব। আর আমার মনে কত সাধ ছিল যে, নাতিকে ভাল ক'রে দেখ্‌ব,—তার সঙ্গে দু'চার দিন, আমোদ-আহ্লাদ ক'র্‌ব, তার কিছুই হ'ল না! এবার একবার যদি তাকে পাঠিয়ে দাও, আমি তাকে বেঁধে রাখ্‌ব! দেখ্‌ব, এবার কেমন ক'রে পালায়।'—তা এ সব তো ভাল কথাই লিখেচেন। আর

একবার তুমি মোহনপুরে যাও। আর আমিও তো অনেক দিন থেকে দেশ ছেড়ে, সব ফেলে ছড়িয়ে চ'লে এসেছি, তা চল, আমিও না হয় তোমার সঙ্গে যাই।"

আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। লজ্জা, ঘৃণা ও ক্ষোভ, এক সঙ্গে আমার হৃদয় অধিকার করিল। নিতাই দাদার উপর আবার রাগ হইল। তিনি বৃদ্ধ বয়সে, অপ্সরী ভাবিয়া, এ রাক্ষসীকে কেন বিবাহ করিলেন? রাক্ষসীর যে অপ্সরীর মত রূপ, কিন্তু প্রেতিনীর মত প্রাণ, তাহা তো তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। আমি জানি, আমি পাপাত্মা—পশুর অপেক্ষা অধম; আমি এখনও তাহাকে ভুলিতে পারিলাম না। কিন্তু সে আমার নিতাই দাদার পরিণীতা স্ত্রী হইয়া, লজ্জা ও ঘৃণায় জলাঞ্জলি দিয়া, নিজে আবার আমাকে ডাকিয়াছে। সে নিজের হাতে লিখিয়াছে, আমার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করিবার জন্য, আমাকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য, তাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে!

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া মা আবার বলিলেন, "চুপ্ ক'রে রইলে যে? তবে এতে আর অমত করিও না। একটা ভাল দিন দেখে চল, আমরা দেশে যাই। তারপর যেমন হয়, পরে দেখা যাবে।"

আবার আমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতে লাগিল। আমার মনে হইল, আবার মার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া, একবার উচ্চরবে

ক্রন্দন করিয়া, তাঁহাকে মনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলি। অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলাম, এবং হৃদয়কে একটু আয়ত্ত করিয়া বলিলাম, "কাল আমি এ কথার উত্তর দিব।"

পরদিন মার কাছে গিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "আমি এখানে একটি চাকরির যোগাড় ক'রেছি। এখানকার কালেজে একটি প্রোফেসারি খালি আছে। আপাততঃ একশ টাকা মাহিনা পাব। শীঘ্র আবার মাহিনা বাড়্‌বে। এখন তবে আমাদের এই খানেই থাকা হ'ল!"

মা যেন হতাশ হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেশে কি আর তোমার চাক্‌রি জুট্‌বে না? এখন দেশে চল, তারপর যা হয় দেখা যাবে।"

"না, মা! তুমি বুঝ্‌তে পার না। এমন সুবিধার চাক্‌রি আর পাওয়া যাবে না।"

"তবে মামাকে একখানি চিঠি লিখ যে, আমরা ছুটির সময় দেশে যাব।"

আমি বলিলাম, "চিঠি-পত্র লেখা আমা হ'তে হবে না। তুমিই তাকে যা হয়, লিখে দাও। আর তা না হয়, মা, তুমি দিন-কতকের জন্য দেশে যাও, আমি এখানে থাকি।"

আমি মার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। বুঝিলাম, তাঁহার বড় রাগ হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর আজি পর্য্যন্ত তিনি

কখনও আমার উপর রাগ করেন নাই। তিনি সরোষে সাশ্রু-নয়নে বলিলেন, "তোর যা ইচ্ছা হয় কর্। আজ থেকে আমি আর তোর কোনও কথায় থাক্‌ব না।"

মা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। আমি বিষণ্ণমুখে বাটীর বাহিরে আসিলাম।

(৮)

যেমন জাহ্নবী-বক্ষে অনলরাশি ফেলিয়া দিলে, সেই পবিত্র বারিধারা একবার মাত্র জ্বলিয়া উঠিয়া, তখনই সেই আগুন নিবাইয়া দিয়া, আবার শীতল তরঙ্গভঙ্গে ধাবিত হয়,—যেমন প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণ মধ্যেও শীতল বায়ু সস্নেহে জীবদেহ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হয়, তেমনই আমার উপর মার যে রাগ হইয়াছিল, ক্ষণমাত্র পরেই, তাহা তাঁর সেই পবিত্র স্নেহময় অন্তর মধ্যে বিলীন হইয়া গেল! তাঁর হৃদয়ের সেই অসীম ভালবাসা, আমার এত অপরাধেও, আগে যেমন ছিল আবার তেমনই রহিল। তিনি সন্ধ্যার পর নিজে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এত রাত হ'য়েছে, এখনও খেতে আস্‌চিস না কেন?"

আমি খাইতে বসিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, "যদি ভাল চাকৃরি হ'য়ে থাকে, তাহ'লে হঠাৎ ছেড়ে যাওয়া যে ঠিক্ নয়, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি। আমি মামাকে ও মামীকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে চিঠি লিখ্‌ব।"

পাঁচ রকম।

আমি আপাততঃ কিছু দিনের জন্য নিষ্কৃতি পাইলাম। মা নিজেই তাঁহার মামা ও মামীকে চিঠি লিখিতেন, তাঁহাদের চিঠি তাঁহারই কাছে আসিত এবং তিনিই উহার উত্তর দিতেন। এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। এক বৎসর পূর্ব্বে যে কালস্বপ্ন সত্য হইয়াছিল, আজি এত দিনের পরে—এত চেষ্টার পরে, তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না। মা আমাকে প্রায় প্রত্যহই জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোর শরীর দিন দিন কেন শুকিয়ে যাচ্চে, আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌চি না। নিশ্চয়ই কোন একটা অসুখ আছে। যদি এখানকার জল-হাওয়া ভাল না হয়, তবে এখানে আর থেকে কাজ নাই।"

তিনি আমাকে না বলিয়া কত ঠাকুর-দেবতার পূজা মানিতেন। অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়া, আমার শরীর ভাল হইলে, ষোড়শোপচারে পূজা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতা হইয়া আসিতেন। গোপনে কত ডাক্তার-বৈদ্যের নিকট, আমার কি অসুখ হইয়াছে দেখিবার জন্য, লোক পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে কত অনুরোধ করিতেন। আমি কখন কখনও সে সংবাদ জানিতে পারিতাম। আমার বন্ধুগণও প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "এখানে এসে অবধি তোমার শরীর দিন দিন খারাপ হ'চ্চে, এর কারণ কি ?" সে যাহা হউক, এই এক বৎসর পরে আমি আবার একটা নূতন বিপদে পড়িলাম। একদিন কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া

দেখিলাম,—মা একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হ'য়েছে, মা! কাঁদ্‌চ কেন?"

তিনি বলিলেন, "আজ মামীর কাছ থেকে কি চিঠি এসেছে দেখ! আজ এখনই আমাদিগকে দেশে যেতে হবে!"

আমি চমকিয়া উঠিলাম! কি জানি, এত দিন পরে কুহকিনী আবার কি কুহকজাল বিস্তার করিয়াছেন। আমি কম্পিত করে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলাম। তিনি মাকে লিখিয়াছেন, "তোমার মামার বড় অসুখ। তিনি তিন দিন অবধি অজ্ঞান অবস্থায় আছেন। সতীশকে পত্র পাঠ আসিতে বলিবে। তুমিও তাহার সঙ্গে আসিবে।"

মা বলিলেন, "তবে আর দেরি ক'রে কাজ নাই। এখনই এই সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হ'তে হবে।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "এ চিঠির খবর কত দূর সত্য, তা আগে জানা আবশ্যক।"

মা ক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তুই নিশ্চয় পাগল হ'য়েচিস্‌! তোর প্রাণে কি আর মায়া-মমতা কিছুই নাই?"

আমি বলিলাম, "রাগ ক'রচ কেন, মা? এ চিঠিখানিতে যে তারিখ লেখা র'য়েছে, সে আজ চার দিনের কথা। এ চার দিনে, নিতাই-দাদা কেমন আছেন, আগে তার খবর লওয়া দরকার।

পাঁচ রকম।

হয়তো এত দিনে তিনি আরোগ্য লাভ ক'রেচেন। আমি টেলিগ্রাফ ক'রে এখনই খবর আনাচ্চি।"

"টেলিগ্রাফে খবর আস্‌তে কতদিন লাগ্‌বে? ততদিন কি আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাক্‌ব?"

"দু টাকার টেলিগ্রাফ দিলে, আর তার সঙ্গে জবাবের জন্য আরও দুটি টাকা দিলে, দু তিন্ ঘণ্টার মধ্যেই খবর পাব।"

"তবে এখনই বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে টেলিগ্রাফ কর। কিন্তু জবাব আস্‌তে দেরি হ'লে, আমি এখানে আর থাক্‌ব না।"

আমি জানিতাম, কৃষ্ণধন বাঁড়ুয্যে মহাশয় নিতাই-দাদার প্রতিবেশী ও বন্ধু। আমি তাঁহার নামে টেলিগ্রাফ করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। বৈঠকখানায় বসিয়া তারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। মা বারবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তারের জবাব আসিয়াছে কি না। দুই ঘণ্টা পরে আবার আসিয়া যখন শুনিলেন, তখনও কোন জবাব আসে নাই, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "তবে বুঝি আমার মামা আর নাই! দুই ঘণ্টাতো অনেকক্ষণ হ'য়ে গিয়েছে, এখনও তো তারের জবাব এল না।"

আমি অনেক কষ্টে, অনেক রকম কথায় মাকে প্রবোধ দিয়া সে রাত্রি কাটাইলাম। প্রাতে বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের টেলিগ্রাফ আসিল। তাহাতে লেখা ছিল,—"নিতাই-দাদার জ্বর হইয়াছিল,

আজ পথ্য করিয়াছেন।" আমি আবার কিছু দিনের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। কিন্তু মনে আশঙ্কা রহিল। কেননা গ্রীষ্মের সময় কালেজ বন্ধ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। এবার ছুটীর সময় মা নিশ্চয়ই আমাকে দেশে যাইতে বলিবেন। অনেক ভাবিয়া একটা উপায় উদ্ভাবন করিলাম। আমাদের প্রতিবেশী ও ডাক্তার ললিত বাবুকে বলিলাম, "এই গ্রীষ্মের সময়, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য একবার নাইনিতাল পাহাড়ে গিয়ে, দু'মাস থাক্‌লে আমার স্বাস্থ্যের একটু উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?"

ললিত বাবু বলিলেন, "হাঁ, অনেকদিন এখানে র'য়েছ, একবার স্থান পরিবর্ত্তন ক'র্‌লে, বিশেষতঃ এই গ্রীষ্মের সময় পাহাড়ে গেলে, বিশেষ উপকার হবার সম্ভাবনা।"

আমি বলিলাম, "তবে আপনি মাকে এ কথাটা একবার ব'ল্‌বেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "নিশ্চয়ই ব'ল্‌ব। আর যাতে তিনি কালেজ বন্ধ হওয়া মাত্রই তোমাকে পাহাড়ে যেতে বলেন, তাও ক'র্‌ব। সে বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

(৯)

আমরা কালেজ বন্ধ হইল। মা এ সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। তিনি বলিলেন, "কাল থেকে কালেজের দু'মাস ছুটী হ'ল। এখন তবে তুমি এই দু'মাসের জন্য পাহাড়ে যাও।

পাঁচ রকম।

ললিত ডাক্তার আমাকে ব'লেছে যে, এই কয়দিন পাহাড়ে হাওয়া খেয়ে এলে, সব রোগ একেবারে ভাল হ'য়ে যাবে।"

বিনা আবেদনে মার অনুমতি পাইয়া, পরদিন আমি নাইনিতাল পাহাড়ের দিকে রওনা হইলাম। দুই মাস পাহাড়ের বায়ু সেবন করিয়া আমার স্বাস্থ্যের কত উপকার হইল, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। ফিরিয়া আসিয়া সকলের মুখে শুনিলাম, আমি পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও কৃশ হইয়াছি। আমার মুখ নাকি পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও অধিক পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। আমার গলার স্বর শুনিতে পাইয়া, মা আমাকে দেখিবার জন্য দ্রুত পদে আসিলেন। তিনি কত আশা করিয়া, আমি কেমন সুস্থ সবল ও সুন্দর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি মনে করিয়া, হাসিতে হাসিতে আমাকে দেখিতে আসিলেন। কিন্তু আমাকে দূর হইতে দেখিয়া, তাঁহার সে হাসি কোথায় লুকাইল!

তিনি সজল-চক্ষে বলিলেন, "এতদিন পাহাড়ে থেকে শেষ কি এই হ'ল!"

তিনি সেই দিন অবধি প্রত্যহ আপনার অদৃষ্টকে কত ধিক্কার দিতেন; তাহার পূর্ব্ব জন্মের অপরাধের জন্য কত অনুতাপ করিতেন। অবশেষে স্থির করিলেন, আগামী শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বরের মন্দিরে গিয়া, আমার জন্য হত্যা দিবেন! প্রতিদিন তাঁহার এই উৎকণ্ঠা ও আত্মগ্লানি ক্রমে যেন অসহ্য হইয়া উঠিল।

আমার মনে হইল, যেন আমি শীঘ্রই পাগল হইব। কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। এইরূপে নানা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ একদিন মনে হইল, এরূপ বিষময় যন্ত্রণাময় জীবন-ভার বহন করা অপেক্ষা আত্মহত্যা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। সহসা হৃদয় মধ্যে যেন কি অভিনব আনন্দের সঞ্চার হইল। মনে হইল, মরিলে এ বিষাদময় মনুষ্যলোকে থাকিতে হইবে না। এ বিষম যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিব। তবে কি প্রকারে আত্মহত্যা করিব? দেখিলাম আত্মহত্যার উপায় তো অতি সুলভ,—উদ্বন্ধন, বিষপান, নদীগর্ভে নিমজ্জন; ইহার মধ্যে সকল-গুলিই ত অনায়াসসাধ্য! আমি একাকী বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া এই সকল কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সতীশ! একবার আমার কাছে আয়। একটা নূতন খবর আছে।"

মার কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। তখনই আবার আত্মহত্যার কল্পনা পরিত্যাগ করিলাম। আমি মনে মনে বলিলাম, "যার মা আছে, সে নাকি আবার আত্মহত্যা ক'র্‌তে পারে!"

মার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি, মা! কি নূতন খবর?"

"কি চিঠি এসেছে, পড়ে ছাখ্।"

পাঁচ রকম।

"কার চিঠি ?"

"মামীর চিঠি।"

মা চিঠিখানি আমার হাতে দিলেন। অকস্মাৎ যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে তাড়িত-প্রবাহ ছুটিল। আমি অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া পত্র পড়িলাম। পত্রের কথাগুলি সব মনে নাই, কিন্তু তাহার মর্ম্ম এখনও ভুলি নাই, এ জন্মে ভুলিবার নহে।

"তোমার মামার জ্বর হওয়া অবধি, তাঁর শরীর বড় ভাল নাই। তাই ডাক্তার-বৈদ্যদিগের পরামর্শ মত তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিম দেশে যাইতেছেন। আপাততঃ আমরা মির্জাপুরে থাকিব। কেন না, আমার নাতির উপর তোমার মামার যে রাগ হইয়াছিল, এখনও তাহার কোন মুষ্টিযোগ দেওয়া হয় নাই। সে জন্য তিনি কাশীতে যাইতে অসম্মত হইলেন। তুমি অবিলম্বে সতীশকে মির্জাপুরে পাঠাইয়া দিবে। সে আমার কাছে আসিলেই, তোমার মামার সঙ্গে তাহার বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিব। তারপর দুই চারি দিন পরেই আমরা সকলে কাশীতে তোমার নিকটে যাইব। আমরা ২০শে আষাঢ় শুক্রবার মির্জাপুরে পৌঁছিব। দেখিও, যেন সতীশের আসিতে বিলম্ব না হয়।"

মা বলিলেন, "আজ ২১শে আষাঢ় শনিবার। কাল তাঁরা মির্জাপুরে এসেছেন। তবে শীঘ্র যাও। আর দেরি ক'রে কাজ নাই।"

আমি মাকে কিছু না বলিয়া বাটীর বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

(১০)

দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট উদ্ধব বাবু নামে আমার পরিচিত একজন বাঙ্গালীর একটী ঔষধের দোকান ছিল। আমি সেই দোকানে গিয়া দেখিলাম, উদ্ধব বাবু একাকী একটি বেঞ্চের উপর বসিয়া, একটি গুড়্‌গুড়ী সম্মুখে রাখিয়া ধূম পান করিতেছেন ও এক একবার ঔষধক্রেতার প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে চাহিয়া দেখিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট বসিয়া বলিলাম, "উদ্ধব বাবু, আপনার দোকানে যত প্রকার বিষ আছে তাহার মধ্যে অমোঘ ও আশুফলপ্রদ বিষ কোন্‌টি ?"

তিনি বলিলেন, "কেন, Hydrocyanic acid ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতখানি সেবন ক'র্‌লে, এক জন মানুষের জীবন নষ্ট হয় ?"

তিনি বলিলেন, "দশ ফোঁটা একজন লোকের পক্ষে যথেষ্ট। কেন ? ব্যাপার কি ?"

"ব্যাপার আর কি ? বিশ ফোঁটা দুইটা শিশিতে সমান অংশে আমাকে দিন।"

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, এই বিষ ঔষধ লইয়া গিয়া মির্জাপুরে নিতাই-দাদার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করিব। তারপর তাঁকে গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া যাইব। আর দু'জনে পবিত্র গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া, এক সঙ্গে, এক মনে এই অমোঘ বিষ

সেবন করিব! ছু'জনের ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ছু'জনে এক সময় করিব! ছু'জনের পাপ-দেহ গঙ্গার অনন্ত প্রবাহে এক সঙ্গে ভাসিয়া যাইবে! ছু'জনের পাপ-প্রেম-লালসা পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্রোতে জন্মের মত এক সঙ্গে বিলীন হইবে!

উদ্ধব বাবু আমার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি না কালেজের প্রোফেসার? আপনি কি জানেন না, এ বিষ ডাক্তারের Prescription না হ'লে আমাদের এক ফোঁটাও বিক্রী করবার ক্ষমতা নাই?"

"সে সব কথা থাক্। যদি ছু'শ টাকা নগদ দাম দিই, তাহ'লে বিশ ফোঁটা Hydrocyanic acid আমাকে দিবেন কি না, বলুন।"

উদ্ধব বাবু সবলে আল্‌বোলার নল টানিতে টানিতে বলিলেন, "ছু'শ টাকা?—তা! তা! কি জানেন, মশায়!—তবে কি না! তা আপনি কোন ডাক্তারের Prescription যোগাড় ক'র্‌তে পারেন না?"

"না। ডাক্তারের Prescription আবার কোথায় পাব?"

"তাই ত! তা ছু'শ টাকা আপনি সঙ্গে এনেচেন?"

"এখনি নগদ ছু'শ টাকা আপনাকে এনে দিচ্চি!"

"হাঁ—অবশ্য! তা তো অবশ্য এনে দিবেন জানি। তা টাকাটা—তবে কি জানেন—তা বলুন দেখি, Hydrocyanic acid নিয়ে আপনি কি ক'র্‌বেন?"

"সে কথায় আপনার দরকার কি? আপনি নগদ টাকা নিন, আর আমাকে ঔষধ দিন।"

উদ্ধব বাবু আবার চিন্তা করিয়া, আবার সজোরে ধূম পান করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "না, মশায়! বড়ই দুঃখের বিষয়! কি জানি, কেহ জান্‌তে পার্‌লে, শেষে কি টাকার লোভে বুড়ো বয়সে জেলে যাব?"

আমি উদ্ধব বাবুর দোকান হইতে চলিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, অবশেষে একটী দোকান হইতে এক টাকার আফিম কিনিয়া পকেটে রাখিয়া, বাটী ফিরিয়া আসিলাম।

বাটী আসিয়া দেখিলাম, মা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মির্জাপুরের রেল গাড়ি কোন্ সময় যাবে?"

আমি কৃত্রিম হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "এগারটার পর।"

"তবে শীগ্‌গির খাওয়া দাওয়া ক'রে নাও।"

পাছে মা আমার মনের কথা জানিতে পারেন, এই আশঙ্কায় আমি স্নানাদি শেষ করিয়া, অনেক ক্লেশে কিছু খাদ্য সামগ্রী গলাধঃকরণ করিলাম। মা বলিলেন, "তাড়াতাড়িতে কিছুই খাওয়া হ'ল না! ফিরে আস্‌তে কদিন লাগ্‌বে? সেখানে বেশী দেরি না ক'রে, যত শীগ্‌গির পার, তোমার নিতাই-দাদাকে আর তোমার ঠান্‌দিদিকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বে।"

পাঁচ রকম।

আমি সজল-চক্ষে জন্মের মত মাকে শেষ প্রণাম করিয়া, আফিমের কৌটাটি অতি যত্নে পকেটে রাখিয়া, ষ্টেশনে আসিয়া রেলগাড়ীতে উঠিলাম। আমি সেই আষাঢ়ের বিপুলকায়া গঙ্গার সফেন সুন্দর শীতল তরঙ্গরাশি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। মনে হইল, এই পবিত্র শ্বেত তরঙ্গরাশির অনন্ত শয্যায় শান্তিময় স্বপ্নহীন চিরনিদ্রা কি অসীম সুখ! আবার অকস্মাৎ মার মুখ মনে পড়িল। মা আমাকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন। যখন তিনি শুনিবেন, এ জন্মে আর আমি তাঁর নিকটে ফিরিব না, তখন তিনি কি করিবেন? ভাবিতে ভাবিতে, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে, আমি দুই প্রহরের পর মির্জাপুরে পৌঁছিলাম।

(১১)

নিতাই-দাদা মির্জাপুরে গঙ্গার ধারে যে বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন, ঠান্‌দিদির পত্রে তাহার ঠিকানা লেখা ছিল। আমি অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই বাটীর সম্মুখে পৌঁছিলাম। তখন প্রবলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তিনী গঙ্গার তরঙ্গ-কল্লোলের সঙ্গে বৃষ্টিধারা পতনের শব্দ ও মেঘগর্জ্জনের ঘোরগম্ভীর নিনাদ মিশিতেছিল। বাটীর বাহিরের দুয়ার খোলা ছিল। আমি ভিতরে আসিয়া সেই দুয়ারের নিকট দাঁড়াইলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। অকস্মাৎ সেই বৃষ্টিধারার শন্ শন্ শব্দের সঙ্গে, সেই পূর্ণকায়া জাহ্নবীর প্রেমোচ্ছ্বাসের অস্ফুট, অব্যক্ত অমর-

লোকের ভাষার সঙ্গে,-সেই মেঘগর্জ্জনের মৃদঙ্গ-নিনাদের সঙ্গে আর একটি কি মধুর নিনাদ মিশিল! আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া, হৃদয়ের অন্তস্তল আলোড়িত করিয়া, সম্মুখের দ্বিতল কক্ষ মধ্য হইতে রমণী-কণ্ঠে গীতধ্বনি উঠিল! আমি নিশ্চল দেহে, শিহরিত কলেবরে সেই গীত শুনিতে লাগিলাম;—

"এই যদি ছিল মনে, কেন দেখা দিয়েছিলে?*
নয়নে রাখি' নয়ন কেন আঁখি মিলাইলে?
ছিছি, সখা! নাহি মনে, বারেক আঁখি-মিলনে,
কত যে প্রাণের কথা নিমেষেতে ব'লেছিলে!
কত সাধ, কত আশা, কত সুখ ভালবাসা,
কত যে অমৃতধারা প্রাণ-মাঝে বরষিলে!
হায়! কোন অপরাধে, না জানি, নাথ! কি সাধে,
সে সব কাড়িয়া, হৃদে হুতাশন জ্বেলে দিলে।
ঢালিলাম অবিরল, শতধারে আঁখিজল,
নিবিবে না সে অনল, তুমি আসি' না নিবালে।"

গীত-ধ্বনি নীরব হইল। তবুও আমি সংজ্ঞাহীনের ন্যায় সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সহসা যেন বিষাদময় মর্ত্তালোকে, চারি দিকে সহস্রধারে প্রীতি-প্রবাহ ছুটিল! আমার আত্মহত্যার সংকল্প সেই প্রীতি-প্রবাহে ভাসিয়া গেল। মনে হইল, মনুষ্যলোক সুখ, শান্তি ও প্রেমের নিকেতন!

কতক্ষণ আমি সেই ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, বলিতে পারি না। হঠাৎ কাহার উচ্চ সম্বোধনে আমার মোহ-ভঙ্গ হইল।

---

* মল্লার—আড়াঠেকা।

পাঁচ রকম।

কে পশ্চাৎ হইতে বলিল, "বলি, কেডা ও? বলি, হোথায় চোরের মত দেঁড়িয়ে কেডা ও?"

দেখিলাম, নসীরাম হুঁকা হাতে লইয়া হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সে বলিতে লাগিল, "তবু ভাল! এতদিন পরে ঝে পাতরডা লরম হ'য়েছে, স্যাও ভাল। মুই ভেবে-ছেলাম, চুম্বুক পাথরের টানে পাতরডা আপনি চলে আস্‌বে। শ্যাষ্ কি না স্থাখ্‌লাম, তোমার সকলি উলটো!"

আমি বলিলাম, "নসিরাম, কি খবর, বল দিকি?"

নসীরাম বলিল, "খবর আবার ফেরে জেগ্‌গাসা কর্‌চো? তুমি ঝেদিন কাউকেও কিছু না ব'লে পেলিয়ে আস্‌লে, সেইদিন থ্যাকে তোমার নিতাই-দাদার মুখে এ্যাক্ দণ্ডের জন্যি হাসি স্থাখ্‌লাম না। আর মোর লাত্‌নীর কথা আর কি বল্‌বো? স্যাতো তোমার জন্যি ঝ্যান বোশাখ মাসের চাতক পাখী হ'য়ে ওঠ্‌লো!"

নসীরামের কথা শুনিয়া আমার মনে বড় রাগ হইল। কিন্তু আমি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম, "সে সব কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌চি না। এখানে কে কে এসেছে, তাই বল।"

নসীরাম বলিল, "মুই সঙ্গে না এলে তো তোমার নিতাই-দাদা গাঁয়ের বাইরি পা বাড়াতি পারেন না, তা তো জান। তাই মুই এসেছি। তোমার নিতাই-দাদা, আর মোর দুই লাতনী এসেছে। আর রাঁধাবাড়া কর্‌বার জন্যে অজয়পুরের সেই মাশী-মা এসেছেন!"

"তোমার দুই নাত্‌নী আবার কে, তা তো বুঝ্‌তে পার্‌চি না!"

"তা আর এ্যাখন বোঝ্‌বা কেন? হা মোর অদেষ্টো! এই ত্থাড় বছরের মধ্যি সব ভুলে গিয়েছ? বলি স্থাই যে, মোদের মোহনপুরে আস্‌বার সময় স্থাই বাগানডার মধ্যি দেঁড়িয়ে, স্থাই মন্দিরডার মধ্যিখানে কারে দেখেছিলে মনে পড়ে কি? আবার এখনি ঝার গান শুনে এ্যাতক্ষণ হতভোম্বা হ'য়ে এখানে দেঁড়িয়েছিলে, সে কে তাও বোঝ্‌লে না? এ্যা মোর স্থাই লাত্‌নীর গান! এখন বোঝ্‌লে কি না?"

নসীরামের কথা শুনিয়া আমার মনে কি একটা বিষম সন্দেহ হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, "আমার নূতন ঠান্‌দিদি অর্থাৎ নিতাই-দাদার স্ত্রী তোমার নাত্‌নী, তা তো জানি। কিন্তু তোমার আর এক নাত্‌নী কে, তা তো আমি জানি না।"

আমার কথা শুনিয়া নসীরামের যেন বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। সে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, "তুমি হঠাৎ ঝে কেন এ্যামন রাতকানা হ'য়ে ওঠ্‌লে তা তো মুই, কিছুই বুঝ্‌তি পার্‌চি না! বলি, মোর বড় লাত্‌নী ঝে লবক্যাষ্টো বাবুর লাত্‌নী, তার সঙ্গে তো তোমার নিতাই-দাদার আজ চার বছর হ'ল বেয়া হ'য়েছে, তা তো জান! আর গণেশপুরের হরিদাস বাবুর ম্যায়ে—মোর বড় লাত্‌নীর মাশ্‌তুতো বোন—স্থাই তো মোর ছোট

পাঁচ রকম।

লাত্‌নী! ঝার নাম হচ্চে, ঊষা। ঝার সঙ্গে এ্যাতকাল তোমার বেয়ার যোগাড় কর্‌ছিলাম। এখন বোঝ্‌লে? না আরও কিছু বল্‌তি হবে? কিছু বল্‌চ না ঝে? অই ঝে মোদের গাঁয়ের ·চন্দুরে ধোপা আগাগোড়া মহাভারতের কতা কতক-ঠাউরির মুখে শুনে, শ্যাষে ব'লে ওঠ্‌লো, 'ক্যাষ্টো ঠাউর তো দোরাপদীর ভাশুর ছ্যালো!' তোমারও ত্থার্থ্‌চ তাই! তোমার মোহনপুরে আস্‌বার কথা ঠিক্‌ হ'য়ে গেলে, মোর বড় লাত্‌নী, তুমি বেয়ার আগে মোর ছোট লাত্‌নীকে দেখে পছন্দ কর্‌বে জেনে, নিজ বাড়ীতে এনে রাখ্‌লেন। তারপর স্যাই মন্দিরডার মধ্যি তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে লুকিয়ে রইলেন। তারপর আবার ঝখন তুমি বাড়ীর মধ্যি জলখাবার খাতি গেলে, তাকে উটোনে, তোমার সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে, তোমাকে দ্যাখিয়ে দেলেন।—সে সব কথা কি দ্যাড় বছরের মধ্যি সব ভুলে গিয়েছ?"

আমার হৃৎপিণ্ড মধ্যে প্রবলধারে শোণিতপ্রবাহ বহিল। আমি রুদ্ধ কণ্ঠে নসীরামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আমি তোমার সঙ্গে মোহনপুরে আস্‌বার সময়, মন্দিরের ভিতর যাকে দেখেছিলেম সে কে? সে আমার ঠান্‌দিদি, নিতাই-দাদার স্ত্রী নয়?"

"স্যা কথাডা আবার জেগ্‌গাসা কর্‌চো? সেই তো মোর ছোট লাত্‌নী,—ঝার সঙ্গে তোমার বেয়ার ঠিক্‌ ক'রেছিলাম, আর ঝাকে

হ্যাখ্‌বে ব'লে, মোর বড় লাত্‌নী মোহনপুরে আনিয়েছিলেন। মুই তো হ্যা সব কথা তখনি তোমাকে বল্‌লাম।"

আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া নসীরামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম! আমার সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল।

নসীরাম বলিল, "তোমার নিতাই-দাদা তো ঘুমোচ্চেন। আর একটু পরেই তিনি ওঠ্‌বেন। মোর লাত্‌নীরা কি কর্‌চে হ্যাখে আসি। খবরডা কিন্তু এ্যাখনও তাদের দেওয়া হবে না।"

নসীরাম অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। আমি সেইখানে বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

(১২)

নসীরাম ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "এখানে দোঁড়িয়ে ভাব্‌চ কি? চল এই ব্যালা ছোট লাত্‌নীকে আবার তোমাকে হ্যাখিয়ে দিই। এবারডা তাকে ভাল করি হ্যাখ্‌লে, হ্যাখ্‌বো কেমন করি আবার তুমি পেলিয়ে যাও! এস, মোর সঙ্গে এস। তোমারি তো ঘর-বাড়ী। তবে অমন চোরের মত কি হ্যাখ্‌চো?"

আমি নসীরামের সঙ্গে চলিলাম। নসীরাম আমাকে একটি দোতালা ঘরের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, "এইখানে, এই জানলাডার পাশে চুপ ক'রে দোঁড়িয়ে থাক।"

আমি সে সময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। কি করিতেছি, কোথায় যাইতেছি, যেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, নসীরাম যেমন

পাঁচ রকম।

বলিল তেমনই করিলাম। সে আবার আমাকে বলিল, "অই জান্‌লাডার মধ্যি দিয়ে ত্থাখ! ছোট লাত্‌নী আর বড় লাত্‌নী দু'জনেই ব'সে রয়েছে।"

আমি দেখিলাম, দুইটী রমণী সম্মুখের প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া কথোপকথন করিতেছে। দুজনেরই পিঠ আমার দিকে ছিল। সুতরাং তাহাদের মুখ দেখিতে পাইলাম না। তবে এইমাত্র বুঝিতে পারিলাম, দু'জনেরই রঙ বড় পরিষ্কার, দু'জনেরই বড় বড় কালো চুল, আর দু'জনেরই গঠন সুন্দর। তবে দু'জনের মধ্যে এই একটা প্রভেদ দেখিলাম যে, একজন কিছু স্থূলাঙ্গী—অপরা কৃশাঙ্গী। স্থূলাঙ্গী রমণী বলিতেছিল, "তোর গুমোর রাখ্, উষা। আর একটা গান গা। গাইতে জানিস্ ব'লে বুঝি এমনি ক'রে গুমোর ক'র্‌তে হয়। কত সাধ্যি-সাধনার পর একটি গান ক'র্‌লেন, আর অমনি ওঁর মাথা ধ'র্‌ল!"

অপর রমণী বলিল, "না, দিদি! সত্যি ব'ল্‌চি—আজ আমার বড় মাথা ধ'রেছে!"

"তা মিথ্যে কথা কেন ব'ল্‌চিস্ যে মাথা ধ'রেছে? পষ্ট কথা ব'ল্‌লেই তো হয় যে, এতক্ষণ তোর বর আস্‌বে ব'লে আশা ক'রে-ছিলি, সে এখনও এল না, তাই প্রাণটা ছট্‌ফট্ ক'র্‌চে! কেমন? এখন মনের কথাটা টেনে বার ক'রেছি কি না? আমার কাছে আবার উনি উড়্‌বেন? বলি, ওলো, হাজার হ'ক্, আমি তোর

চেয়ে দু'বছরের বড়। তা যা হ'ক্, আমার নাতি ছোঁড়াটা কি অরসিক? এতদিন পরেও যদি আজকের দিনটা ছোঁড়া এসে প'ড়্ত!"

"যাও, দিদি, তোমার কেবল ঠাট্টা। আর ওসব ফাঁকা ঠাট্টা রোজ রোজ ভাল লাগে না ব'ল্চি! বোস্জা মশায়ের ঘুম ভাঙ্গবার সময় হ'য়েছে। এখন একবার তাঁর কাছে যাও।"

"তোর সে জন্যে অত মাথা ব্যথা কেন, বল্ দিকি? এখন আর একটা গান গা। আমার মাথা খাস্, ঊষা! তোর সেই পরীর গানটা একবার গা। ভাবনা কি, লো? সে আজ না হয়, কাল নিশ্চয় আস্বে।"

কৃশাঙ্গী রমণীর অমৃতময় কণ্ঠ হইতে আবার গীতিধ্বনি উঠিল;—

সখি! সাধ আমার—*
এ জনমে যদি এ পাপ ধরায়, দেখিতে তাহারে
পাইরে আবার।
পরী হ'য়ে, সখি! উড়িব আকাশে,
লইব তাহারে বাঁধি' বাহুপাশে,
কলঙ্ক গঞ্জনা, বিরহ-যাতনা,
রহিবে কোথায় আর?
হেরি' মুখ তার, বাহু রাখি' গলে,
সুধাকর-পাশে বসিয়া বিরলে,
মাখাব আদরে, তার সে অধরে,
সুধা-রাশি অনিবার।

---

* রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

পাঁচ রকম।

কলঙ্কী শশীরে কলঙ্ক সঁপিব,
বিনিময়ে তার সুধা চাহি' লব,
চাঁদের আলোকে, প্রাণের পুলকে,
চুমিব নয়ন তার।
জাগিয়া স্বপন হেরিব দু'জনে,
সুধাস্রোতে ভাসি' পারিজাত-বনে,
হাসিতে হাসিতে হরষিত চিতে,
পরাব সোহাগ-হার।
কালো মেঘ যবে চাঁদেরে ঘেরিবে,
নিবিড় আঁধারে অশনি ডাকিবে,
সচকিত-মনে, প্রেম-আলিঙ্গনে,
লুকাব হৃদয়ে তার।

গীত শেষ হইবামাত্র রসিকবর বৃদ্ধ নসীরাম একবার নিজের গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "ওহোঁ!—বলি, ও ছোট নাত্নি! একবার এইদিকে চেয়ে দ্যাখ, জান্লার আড়ালে দেঁড়িয়ে, কেডা তোমাকে যে দ্যাখ্চে!"

"মর্ মিন্সে!" বলিয়া নসীরামের দুই নাতিনীই জানালার দিকে মুখ ফিরাইল।

কি দেখিলাম!—আবার এ কাহাকে দেখিলাম!—দেড় বৎসর পূর্ব্বে যে মোহিনী মূর্ত্তি স্বপ্নে, সুপ্তাবস্থায়, কল্পনা-নয়নে, তারপর আবার জাগ্রতে, সচেতন দেহে, স্বচক্ষে দেখিয়া পাগল হইয়াছিলাম, যাহার সঙ্গে মিলন অসম্ভব মনে করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম, সেই স্বপ্নলোকের সুন্দরী—সেই

আকাশের পরী—আজ আবার অবনীতলে! আবার দু'জনে দু'জনকে দেখিলাম! আবার সে দিনের মত দু'জনের চারি চক্ষু মিলিল। আজ আবার সে চাহনিতে সে দিনের মত, যেন কত যুগযুগান্তরের প্রেম উথলিয়া পড়িল! আজ আবার সে দিনের মত তাহার অধরে সেই মৃদু হাসি দেখা দিল! আজ আবার সে দিনের মত তেমনি করিয়া সে পরীর ন্যায় চঞ্চল চরণে চলিয়া গেল!

তখন তাহার পার্শ্বে যে রমণী বসিয়াছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। ইনি কে?—আমার মত মূর্খ আজ এতকাল পরে জানিতে পারিল, ইনিই আমার নূতন ঠান্‌দিদি! ঠান্‌দিদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সহাস্যমুখে আমার নিকটে আসিলেন। আমি তাঁহার সেই সরল, সুন্দর, পবিত্র মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। আমার মনে হইল, আমি কি নরাধম! আমি এত দিন ইহাকে কলঙ্কিনী মনে করিয়াছিলাম! এই পাপস্পর্শশূন্যা পবিত্রা রমণীকে আমি এত কাল পতির বিশ্বাসঘাতিনী রমণী মনে করিয়াছিলাম! জানি না আমার এ পাপের জন্য কি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে! ঠান্‌দিদি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, "তাই ত? এ আবার কি? এ যে দেখ্‌চি পূর্ণিমার চাঁদ মাটীতে দাঁড়িয়ে র'য়েচে!"

আমি ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি লইয়া করযোড়ে বলিলাম, "আমার অপরাধ হ'য়েছে।"

পাঁচ রকম।

ঠান্‌দিদি হাসিয়া বলিলেন, "শুধু অপরাধ হ'য়েছে ব'লে পাশ কাটাবে মনে ক'র্‌চ, তা হবে না! শুধু কি একটা অপরাধ! যত অপরাধ ক'রেছ, সব এক একটি ক'রে দেখিয়ে দিব। তার সবগুলির তোমাকে জবাব দিতে হবে। আর সে সব অপরাধের কি কি শাস্তি হবে, তাও দেখ্‌তে পাবে। ছি, ভাই! তুমি এমন অরসিক, আমি তো স্বপ্নেও তা মনে করি নাই। তুমি কিনা আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আস্‌বে শুনে, আমার এই পরীর মত বোন্‌টিকে তোমাকে নজর দিব মনে ক'রে, আগে থাক্‌তে সাজিয়ে গুজিয়ে, মন্দিরে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌লেম। তারপর সে একলা উঠোনে গিয়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আর তুমি কিনা, তার সঙ্গে কথা কওয়া দূরে থাকুক, আমার সঙ্গেও একবার দেখা না ক'রে একেবারে নিরুদ্দেশ হ'লে? তা ছাড়া আরও কত অপরাধ ক'রেছ, তাও সব এক একটি ক'রে ব'ল্‌ব। এ সব অপরাধের জন্য যে কত সাজা পেতে হবে তাকি জান?"

"যখন অপরাধ ক'রেছি, তখন অবশ্যই সাজা পেতে হবে।"

ঠান্‌দিদি বলিলেন, "বেশ কথা! এখন খাওয়া দাওয়া কর, তারপর তোমাকে ডেকে নিয়ে আমি, উষা আর তোমার ঠাকুর-দাদা এই ক'জন একত্র ব'সে, তোমার কোন্‌ অপরাধের জন্য কি সাজা দিতে হবে, তা ঠিক্‌ ক'র্‌ব। তবে আমি তোমার ঠাকুর-দাদাকে জাগিয়ে দিই গে। তিনি, ভাই, যে কুম্ভকর্ণের বর

পেয়েছেন, কিলটা চাপড়টা না হ'লে, আর কিছুতেই তাঁর ঘুম ভাঙ্গে না।"

নূতন ঠান্‌দিদি সহাস্যমুখে, নিতাই-দাদাকে জাগাইতে গেলেন। আমি আবার নীচে গিয়া নসীরামের আড্‌ডায় বসিলাম।

(১৩)

নসীরাম আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বলি, আজ আবার ভাল ক'রে খ্যাথ্‌লে তো? আবার তো পেলিয়ে যাবা না?"

আমি বলিলাম, "নসীরাম, এ সকল কথা তুমি আমাকে পূর্ব্বে কিছু না ব'লে, মিথ্যা কথা ব'লে কেন অকারণ প্রবঞ্চনা ক'রেছিলে?

নসীরাম একটু গরম হইয়া বলিল, "তুমি ঝখন স্যাই বাগানডার মধ্যি আস্‌লে, মুই তো তখন সব কথা তোমাকে বল্‌লাম; আরও বল্‌লাম, 'মোর নাত্‌নীকে ভাল ক'রে খ্যাখে লাও।' এখন নিজের দোষডা না ধ'রে, মোবি ঘাড়ে চাপ দেচ্চ! তুমি ঝে পেলিয়ে গিয়ে খ্যাড় বছর লুকিয়ে রইলে, স্যাও কি মোর দোষ নাকি?"

নসীরামের সঙ্গে বৃথা তর্ক-বিতর্কে কোন ফল নাই দেখিয়া আমি বলিলাম, "কই, নিতাই-দাদার তো এখনও দেখা নাই?"

"মুই তাঁকে ডেকে আন্‌চি!" বলিয়া নসীরাম হুঁকো-কল্‌কে লইয়া নিতাই-দাদার নিকটে গেল। আমি ভাবিতে লাগিলাম,

পাঁচ রকম।

নিতাই-দাদাকে আমার এত দিনের বিচিত্র ব্যবহার সম্বন্ধে কি উত্তর দিব? আবার কিছুক্ষণ পরেই যখন ঠান্‌দিদির নিকটে গিয়া, আমার সমস্ত অপরাধের এক একটি করিয়া কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, তখনই বা তাঁহাকে কি বলিব? সে সকল অপরাধের তো কেবল একটি মাত্র উত্তর! ঠান্‌দিদিকে আমি সে উত্তর কেমন করিয়া শুনাইব?

কিছুক্ষণ পরে নিতাই-দাদা নসীরামকে সঙ্গে লইয়া নীচে আসিলেন। আমি বাল্যকাল হইতেই নিতাই-দাদাকে দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু আজিকার মত তাঁহার শুষ্ক ও বিষণ্ণ মুখ আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই! আমার বাল্যকাল হইতে, তিনি আমাকে দেখিতে পাইলে, আমাকে সহর্ষে আলিঙ্গন করিয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। কত কথায় আমাকে কতবার কত রকম বিদ্রূপ করিতেন। কত কথায় আমাকে কত রকম সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। আজ তিনি আমাকে দেখিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশ যে! কতক্ষণ আসা হ'য়েছে?"

আমি বলিলাম, "এই বারটার গাড়ীতে। আমি আপনার নিকট অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি। কিন্তু তার কারণ জান্‌তে পার্‌লে, আপনি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন!"

নিতাই-দাদা আবার গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "সে সকল কথা আমাকে বল্‌বার কোনও আবশ্যক নাই। যা কিছু ব'ল্‌তে

হয়, তোমার ঠান্‌দিদিকে বলিও। আমি জানি, তোমার দোষ নয়, আজকালকার ইংরেজী শিক্ষার দোষ!"

রাত্রে নিতাই-দাদার সঙ্গে একত্র আহার করিতে বসিলাম। ঠান্‌দিদি পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তখনও তিনি একটি কথাও বলিলেন না। কেবল একবার মাত্র ঠান্‌দিদিকে বলিলেন, "এত সাধা-সাধনা ক'রে তোমার নাতিকে আনালে, তা দেখিও, আবার যেন পালিয়ে না যায়!"

ঠান্‌দিদি সহাস্যমুখে বলিলেন, "তোমাব সে জন্য ভাবনা ক'রতে হবে না। আমি আর আমার নাতি, আমরা দু'জনে সে সব বোঝাপড়া ক'রে নিব। কি বল ভাই, নাতি?"

(১৪)

সে রাত্রিতে আমার ঘুম হইল না। হর্ষ ও বিষাদের চিন্তায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। এতদিন পরে আমার সে অপূর্ব্ব স্বপ্ন সত্য হইবে! আমার সাধের পরী এখন আমার হইবে! আবার নিতাই-দাদার কথা মনে করিয়া অনুতাপে আকুল হইলাম। তিনি যে আমার উপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাঁহার এত কালের, এত স্নেহের, এত অকৃত্রিম ভালবাসার কি উপযুক্ত প্রতিদানই আমি তাঁহাকে দিয়াছি! তবে হয়তো তাহার কারণ জানিতে পারিলে, তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তিনি তো নিজে সে সকল কথা শুনিবেন না।

পাঁচ রকম।

ঠান্‌দিদিকে বলিতে হইবে! কিন্তু কেমন করিয়া—লজ্জা ও ঘৃণায় জলাঞ্জলি দিয়া—ঠান্‌দিদির নিকট সে সকল কথা বলিব? তিনি শুনিয়া কি মনে করিবেন? কত লজ্জিতা হইবেন! কিন্তু তাহা বই আর তো কোন উপায় নাই! অবশেষে অনেকক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিলাম,—মনকে দৃঢ় করিয়া, লজ্জা ও ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া, নিতাই-দাদার অকৃত্রিম স্নেহের ও সত্যের অনুরোধ পালন করিব। অকপট প্রাণে, আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা ঠান্‌দিদিকে বলিয়া দিয়া, তাঁহার নিকট ও তারপর নিতাই-দাদার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিব।

আমি জানিতাম, আমি নিজে গিয়া কোন কথা না বলিলেও, ঠান্‌দিদি, নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে, আমার অপরাধ সমূহের বিচারে প্রবৃত্তা হইবেন। কখন তিনি আমাকে হাজির হইতে বলেন, জামিন-মুক্ত আসামীর ন্যায় আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। জানিতে পারিলাম, প্রভাতে তিনি গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, সেই জন্য অবকাশ পাইলেন না। দুই প্রহরের পর, আহারাদি সমাপন করিয়া, একাকী বসিয়া তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ উপরের বারাণ্ডার উপর অলঙ্কারশিঞ্জন শব্দ শুনিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, ঠান্‌দিদি অবগুণ্ঠনবতী উষার হাত ধরিয়া আছেন। ঠান্‌দিদি আমাকে বলিলেন, "ওখানে একলা ব'সে কি ভাব্‌চ? উষা যে একবার

ভাল ক'রে, তোমার কাছে ব'সে তোমাকে দেখ্‌বে ব'লে তোমাকে ডাকৃচে!"

উষা ঠান্‌দিদির নিকট হইতে পালাইবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু তাঁহার হাত ছাড়াইতে পারিল না। আমি তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। ঠান্‌দিদি বলিলেন, "এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে তো হবে না। এই ঘরের ভিতর চল। তোমার সঙ্গে আমাদের তু'জনের অনেক কথা আছে। আজ তোমার সমস্ত অপরাধের এক একটি ক'রে জবাব দিতে হবে, মনে আছে তো?"

আমি ঠান্‌দিদির সঙ্গে কক্ষের ভিতরে আসিলাম। তিনি উষার হাত ধরিয়া একটা পালঙ্কের উপর বসিলেন এবং উষাকে তাহার নিকটে বসাইয়া তাহাব হাত ধরিয়া রাখিলেন। উষা তাঁহার হাত ছাড়াইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু ঠান্‌দিদি কিছুতেই ছাড়িলেন না দেখিয়া, সে ভাল করিয়া ঘোমটা টানিয়া লইয়া, মুখ হেঁট করিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল।

ঠান্‌দিদির আদেশমত আমি আমি সম্মুখবর্ত্তী অপর পালঙ্কে বসিলাম।

(১৫)

ঠান্‌দিদি আমার দিকে চাহিয়া, মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "তবে এখন, ভাই! এক একটি ক'রে তোমার অপরাধগুলির কি জবাব দিবে, দাও। প্রথম অপরাধ,—আমি তোমাকে তোমার

পাঁচ রকম।

ঠাকুর-দাদাকে দিয়ে কত অনুনয়-বিনয় ক'রে, তোমাকে দেখ্‌ব ব'লে, আর তোমার সঙ্গে দু'দিন আমোদ-আহ্লাদ ক'র্‌ব ব'লে, মোহনপুরে আনালেম; আর তুমি আমার সঙ্গে দেখাও না ক'রে, পালিয়ে গেলে! এর কি জবাব দিতে চাও, দাও। তারপর এক একটি ক'রে আর সঁব অপরাধের কথা ব'ল্‌চি!"

আমি বলিলাম, "আমার সমস্ত অপরাধের জবাব একেবারে এক সঙ্গেই দিচ্চি।"

"সে তো বেশ কথা! তাতে ক্ষতি কি? কি বলিস্ লো, উষা? তা বল না, কি জবাব দেবে? চুপ ক'রে, ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে রইলে যে?"

আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া, কি বলিয়া কোন্ কথার জবাব দিতে আরম্ভ করিব চিন্তা করিয়া, ভূতলের দিকে চক্ষু রাখিয়া, আমার সমস্ত অপরাধের এক সঙ্গে জবাব দিতে আরম্ভ করিলাম। যে দিন নিতাই-দাদা আমাদের কলিকাতার বাটিতে গিয়া আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করেন,—সে দিন তাঁহার সঙ্গে আমার নূতন ঠান্‌দিদির সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম ও তাহার পরে যে স্বপ্ন দেখিলাম, সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া, সকল কথা এক একটি করিয়া বলিতে লাগিলাম। আমার কাহিনী আরম্ভ হইলে, ঠান্‌দিদি প্রথমে অধর দংশন করিতে করিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল

লজ্জায় আরক্তিম হইল। ক্রমে তিনি হাসি বন্ধ করিবার জন্য অঞ্চলে মুখ বন্ধ করিলেন। ক্রমে আমার কাহিনী যত অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাসি আরও বাড়িতে লাগিল। তিনি হাসি বন্ধ করিবার জন্য মুখের মধ্যে অঞ্চল দিয়া উষার কাঁধের উপর মুখ রাখিলেন। উষা বন্ধনমুক্তা হইয়া দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল। তখন ঠান্‌দিদি "তারপর কি হ'ল" বলিয়া, আরও কয়েকটা কথা শুনিয়া, হাসিতে হাসিতে পালঙ্কে শয়ন করিয়া, বালিসে মুখ চাপিয়া হাসি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তারপর মুখ চাপিয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া, উষাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "ও উষা, এমন সব মজার কথা ছেড়ে কোথায় পালালি, লো?—না, ভাই, ঢের হ'য়েছে! আর যে হাস্‌তে পারি না! আর তোমার জবাব দিতে হবে না। তোমার ঠাকুর-দাদাকে কথাগুলো ঠিক্ এমনি ক'রে শুনাইও।"

ঠান্‌দিদি আবার হাসিতে হাসিতে নিতাই-দাদার শয়ন-কক্ষের দিকে চলিলেন। আমি বলিলাম, "ঠান্‌দিদি, এখন নিতাই-দাদাকে ওসব কথা ব'লে কাজ নাই।"

ঠান্‌দিদি আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, নিতাই-দাদার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষের দ্বার খোলা ছিল। আমি বারাণ্ডা হইতে দেখিলাম,—ঠান্‌দিদি সুষুপ্ত নিতাই-দাদার পালঙ্কের এক পার্শ্বে

পাঁচ রকম।

বসিয়া, তাহার পৃষ্ঠের উপর মুখ রাখিয়া, কিছুক্ষণ সাধ মিটাইয়া হাসিলেন। তারপর হাসিতে হাসিতে, নিদ্রিত নিতাই-দাদার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "বলি, ওঠ না ছাই! হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে যে দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্চে। একলা আর কত হাঁস্‌ব?"

পুনঃ পুনঃ চপেটাঘাতে নিতাই-দাদার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "কি হ'য়েছে? অত হাঁস্‌চ কেন?"

"এমন মজার কথা কখনও শোন নি!" এই কয়টা মাত্র কথা বলিয়া, ঠান্‌দিদি পূর্ব্বের মত নিতাই-দাদাকে চাপড় ও কিল মারিতে মারিতে হাসিতে লাগিলেন।

নিতাই-দাদা আবার বলিলেন, "কি হ'য়েছে, তাই বলই না ছাই!"

কিন্তু ঠান্‌দিদির হাসিও থামে না, কিল-চাপড়ও বন্ধ হয় না। আমি ঠান্‌দিদির কিল-চাপড়ের ও হাসির শব্দ শুনিতে শুনিতে নীচে চলিয়া আসিলাম। কতক্ষণে ঠান্‌দিদির হাসি থামিল ও কিল-চাপড় বন্ধ হইল, বলিতে পারি না। কিয়ৎক্ষণ পরে নিতাই-দাদা বারাণ্ডায় আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বলি, ওহে ভায়া, পালিয়ে গেলে কেন? একবার শীঘ্র এখানে এস। তোমার ঠান্‌দিদি তোমাকে ডাক্‌চে!"

(১৬)

আমি আবার উপরে বারাণ্ডায় গিয়া দেখিলাম, ঠান্‌দিদি নিতাই-দাদার পশ্চাতে উষার কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া, তাহাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমার বোধ হইল, এখনও তাঁহার হাসি ভালরূপ বন্ধ হয় নাই। আমি সহর্ষে দেখিলাম, নিতাই-দাদার মুখ কাল যেমন ম্লান ও বিষণ্ণ দেখিয়াছিলাম, আজ আর সেরূপ নহে। তাঁহার চিরদিনের স্ফূর্ত্তি আজ আবার, তাঁহার সরলকান্তি মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিয়া, ফিরিয়া আসিয়াছে। নিতাই-দাদা সহাস্য-মুখে বলিলেন, "তবে, সতীশ ভায়া! তোমার ঠান্‌দিদির জন্য যে এত ব্যাকুল হ'য়েছিলে, সে কথাটা এতদিন আমাকে জানাতে পার নি? আমি তা হ'লে তোমাকে কেমন সুন্দর উপায় দেখিয়ে দিতেম! তা এখনও রাজি হও তো এস, একটা কাজ করা যাক্। আমি রাজি আছি, এখন তুমি রাজি হ'লেই হয়। কি বল?"

"কি কাজটা, তাই বলুন না?"

"এস, তবে বদ্‌লাবদ্‌লি করা যাক্। কি বল, রাজি আছ?"

ঠান্‌দিদি উষার কাঁধ হইতে মুখ তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তাই তো! আশা তো কম নয়! না, ভাই নাতি! তুমি ভয় করিও না! যে যার উপযুক্ত, তার ভাগ্যে সেই রকম যুটলেই ঠিক্ হয়। ওসব কথা এখন থাক। এখন তোমার ঠাকুর-দাদাকে বল, আর দেরি না করে দিনটা ঠিক্ করা হ'ক্।"

পাঁচ রকম।

নিতাই-দাদা বলিলেন, "তবে এই শ্রাবণ মাসে একটা দিন ঠিক্ হ'ক্। আমরা এই আষাঢ় মাসের শেষেই, সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে যাব, আর শ্রাবণ মাসে মোহনপুরে বিবাহ হবে।"

ঠান্‌দিদি নিতাই-দাদার সম্মুখে আসিয়া, তাঁহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া, সরোষে, ভ্রূ-ভঙ্গি সহকারে বলিলেন, "তা বই আর কি! আ মরে যাই, কি কথাটাই ব'ললেন! শ্রাবণ মাসে মোহনপুরে গিয়ে তারপরে বিয়ে হবে! আমি ব'ল্‌চি, শোন! দু'দিন, বড় জোর তিন দিনের মধ্যে, এই মাসেই বিয়ে দিতে হবে। দিন ঠিক্ ক'র্‌তে হয় তো এই বেলা পাঁজি দেখে নাও। সরস্বতীর কাছে এখনি লোক দিয়ে খবর পাঠিয়ে দাও। আর মেশো মশায়কে এখানে আস্‌বার জন্য এখনি তারে খবর পাঠিয়ে দাও।"

নিতাই-দাদা বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরের ভিতর হইতে পাঁজি লইয়া আসিয়া চশমা চোখে দিয়া দিন দেখিতে বসিলেন। আমি সেই অবকাশে বাহিরে আসিয়া, শহর দেখিবার জন্য মির্জাপুরের সুরম্য প্রস্তরসৌধমালাশোভিত, গঙ্গাতীরে পদচারণা করিতে করিতে চলিলাম। হঠাৎ পকেটের মধ্যে হাত দিয়া দেখিলাম, কাশী হইতে আসিবার সময় যে আফিম আনিয়াছিলাম, তাহা এখনও পকেটে রহিয়াছে। গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিব বলিয়া আফিমের কৌটা হাতে তুলিয়া লইলাম। তখনি মনে পড়িল, অহিফেন নিতাই-দাদার বড়ই প্রিয় সামগ্রী। আবার সেই কৌটাটি পকেটে রাখিয়া

দিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে, নিতাই-দাদার নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, তিনি বড়ই ব্যস্ত। কাগজ ও দোয়াত-কলম লইয়া, নসীরামকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কত রকম ফর্দ্দ লিখিতেছেন। আমি আঁফিমের কৌটা তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন, "দাদা! লাক টাকা দিলেও এত আহ্লাদ হ'ত না। আমি এইমাত্র আফিমের ডিবেটা খুলে দেখেছিলেম, আফিম সব ফুরিয়ে গিয়েছে! তোমার ঠান্‌দিদি পরশু রাত্রি এগারটার সময় বিবাহের দিন ঠিক্ ক'র্‌লে। তোমাকে আজই আবার কাশীতে যেতে হবে। এখানকার পাঁড়েজি এই মাত্র কাশীতে দু'জন লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। আহা! পাঁড়েজির গুণের কথা আর কত ব'ল্‌ব! তিনি ব'ল্‌লেন, সমস্ত বন্দোবস্ত তিনি নিজে ক'র্‌বেন। আজ থেকেই তিনি তাঁর নূতন বড় বাড়ীখানা বরযাত্রীদের জন্য আর বিবাহের আসরের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। বিবাহের পর ত্রয়োদশীর দিন প্রভাতে, আমরা সকলে বর-কন্যা সঙ্গে নিয়ে কাশীতে তোমাদের মার কাছে যাব।"

আমি পাঁড়েজিকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। তিনি মির্জ্জাপুরের অতি সম্ভ্রান্ত পুরাতন ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত। তাঁহার মত অমায়িক নির্ম্মলচরিত্র উদারহৃদয়, সত্যব্রত, পরোপকারপ্রিয় ও মনস্বী সাধু ব্যক্তি এ জগতে অতি বিরল। তাঁহার প্রকৃত নাম কি জানি না, কিন্তু তাঁহার নানাগুণে মোহিত হইয়া সকলে তাঁহাকে "রাম

অবতার” বলিয়া থাকে। তিনি এই বিবাহের সংবাদ পাইয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সকল বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণের ভার লইয়াছিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমি আবার কাশীতে ফিরিয়া গেলাম।

(১৭)

সেই আষাঢ়ের শুক্ল ত্রয়োদশীর প্রভাতের সঙ্গে আমার নব-জীবনের প্রভাত হইল। সেই দিন যখন অন্ধকার বিদুরিত করিয়া, উষা সস্মিতমুখে অবনীতলে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে, আমার অনন্ত জীবনের উষা-কমল, পরিমলে প্রাণ পুলকিত করিয়া, আমার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল। সেই উষালোকে আমি ও আমার উষা, নিতাই-দাদা ও নূতন ঠান্‌দিদির সঙ্গে মার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মার চারিদিকে রমণীগণ শঙ্খধ্বনি করিতেছিল। অনেক দিনের পর আজ আবার মার মুখে হাসি দেখিলাম। ঠান্‌দিদির আদেশমত আমি ও উষা মাকে প্রণাম করিলাম। মা প্রীতিবিস্ফারিত নয়নে উষাকে দেখিয়া, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, সহাস্যমুখে তাহার মুখ চুম্বন করিলেন।

ঠান্‌দিদি মাকে বলিলেন, “এই কদিন থেকে তোমার ছেলেকে কান মলা দিতে দিতে আমার হাতে কড়া প’ড়ে গেল, তবুতো ওকে ঠিক্ ক’র্‌তে পার্‌লেম না। অই ছাখ, গাঁট্‌-ছড়াটা এই কতক্ষণ শক্ত ক’রে বেঁধে দিলেম, আবার এখনি খুলে ফেল্‌চে!”

ঠান্‌দিদি আমার কান মলিয়া দিয়া, আবার শক্ত করিয়া গাঁট্‌-ছড়াটা বাঁধিয়া দিলেন।

নসীরাম এতক্ষণ কোথায় ছিল, দেখিতে পাই নাই। সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ও বড় লাত্‌নি, ও আবার কি কর্‌চো? গাঁট্‌-ছড়াটা খুলে দাও। নইলি ব'ল্‌চি, ছোট লাত্‌নী পরী হ'য়ে, ছোট লাত্‌ জামাইকে সঙ্গে নিয়ে আকাশির মধ্যি উড়ে যাবে!"

নসীরামের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। সকলে হাসিতেছে দেখিয়া, নসীরামও হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল।

সোনার কৌটা।

সোনার কৌটা।

(১)

অনেক দিন হইল, এক দিন রাজপুতানার ভিন্নসর দুর্গের অনতিদূরবর্ত্তী দেবাদিদেবের মন্দিরের উচ্চ চূড়ায়, মিবারের "পঞ্চ-রঙের" পতাকা প্রভাত-সমীর-স্পর্শে দুলিতেছিল। অদূরে চম্বল নদ, বেত্রাবতী নদীকে বক্ষে ধারণ করিয়া, উন্মত্ত প্রেমিকের ন্যায়, ঘোর গর্জ্জনে ধাবিত হইতেছিল। অকস্মাৎ মন্দির-সম্মুখে বহু সংখ্যক অশ্বারোহী ও দুইখানি শিবিকা আসিয়া দাঁড়াইল। সকলের সম্মুখে চিতোরাধিপতি রাণা রায়মল্ল তেজস্বী কৃষ্ণবর্ণের অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে শিবিকাদ্বয় হইতে রাজমহিষী দেবযানী ও রাণা রায়মল্লের ভ্রাতৃতনয়া ইন্দুমতী শিবিকার ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন। মন্দিরের প্রহরিগণ দৌড়িয়া আসিয়া রাণাকে অভিবাদন করিল। তাহাদের মধ্যে একজন তরুণবয়স্ক প্রহরী অগ্রসর হইয়া, রাণার চরণ স্পর্শ করিয়া, তাহার পদধূলি মস্তকে লইল ও শিবিকার নিকটে গিয়া, রাজমহিষী দেবযানী ও রাজকুমারী ইন্দুমতীর চরণ স্পর্শ করিয়া, করযোড়ে, যেন কোন আদেশ লাভের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। রাণা বালকের সুকুমার

পাঁচ রকম।

বলিষ্ঠ দেহ আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাকে কিছু না বলিয়া, দেবযানী ও ইন্দুমতীকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

অপরাহ্ণে মন্দির হইতে প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত হইল। রাণা রায়মল্ল বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, প্রহরি-বালক পূর্ব্ববৎ করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। রাণা আবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? তোমাকে যেন পূর্ব্বে কোথাও দেখেছি! কিন্তু, কোথায় দেখেছি, ঠিক্ মনে হ'চ্চে না। তুমি কত দিন থেকে এ মন্দিরে আছ?"

বালক উত্তর করিল, "সাত বৎসর পূর্ব্বে এখানে এসেছিলেম। আমার বয়স তখন দশ বৎসর মাত্র।"

"এখানে তোমার কেহ আত্মীয় আছে?"

"এখানকার প্রহরিগণ প্রায় সকলেই উচ্চবংশসম্ভূত রাজপুত। আমি অতি নীচজাতীয় ক্ষত্রিয়,—জাতিতে সোহাগ্নি। আমি ইঁহাদের সকলকে যথাসাধ্য পরিচর্য্যা ক'রে থাকি; ইঁহারাও স্নেহ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করেন।"

রায়মল্ল সোহাগ্নি-বালকের আরক্ত চক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তুমি এত অল্প বয়সে মাদক দ্রব্য সেবন কর কেন? তোমার রক্তবর্ণ চক্ষু দেখে ও তোমার কথা শুনে আমার মনে বিশ্বাস হ'য়েছে, তুমি অমিতমাত্রায় অহিফেন সেবন কর।"

সোহাগ্নি-বালক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল, "দেব! আপনার অনুমান সত্য। আমি এই বয়সেই অমিতমাত্রায় অহিফেন সেবন করি।"

রায়মল্ল বলিলেন, "আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্চি, তুমি অহিফেন সেবন পরিত্যাগ কর। আর যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে আমার সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত ক'র্‌তে ইচ্ছা করি।"

সোহাগ্নি-বালক মুখ অবনত করিয়া, করযোড়ে উত্তর করিল, "মহারাণা! সোহাগ্নি-বালকের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। আপনার এই দুইটি আদেশ প্রতিপালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব!"

"কেন?"

সোহাগ্নি-বালকের বলিষ্ঠ দেহ যেন একবার কাঁপিয়া উঠিল! তাহার আরক্তিম বিশাল লোচনযুগল যেন অধিকতর রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। সে উত্তর করিল, "মহারাণা! আমার পিতার একটু সামান্য ভূ-সম্পত্তি ছিল। তিনি এই সামান্য ভূ-খণ্ড ল'য়ে স্বাধীনতার সুখভোগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্‌তেন। অকস্মাৎ একদিন সেই ভূমিখণ্ড মালবের যবনরাজ গিয়াস-উদ্দিনের হস্তগত হ'ল। পিতা মনের দুঃখে অজ্ঞাতবাসে চ'লে গেলেন। আমিও সেই দিন অবধি দেব ভবানীপতির প্রহরিগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হ'লেম। সেই দিন অবধি মনের দুঃখ ভুল্‌বার জন্য প্রচুর পরিমাণে অহিফেন

পাঁচ রকম।

সেবন ক'র্তে লাগ্লেম। সেই দিন অবধি প্রতিজ্ঞা ক'র্লেম,—যতদিন পিতার ভূ-সম্পত্তি যবনের কবলচ্যুত না হয়, ততদিন অনাদি-দেবের পদতলে ধূলায় লুণ্ঠন ক'রে জীবন শেষ ক'র্ব! মহারাণা! অহিফেন সেবন পরিত্যাগ ক'র্লে, মনের দুঃখে আমাকে আত্মহত্যা বিধান ক'র্তে হবে।"

রায়মল্ল বলিলেন, "তুমি কোন সময়ে অবকাশ মত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমি এখন চ'ল্লেম।"

সোহাগ্নি-যুবক করযোড়ে বলিল, "অনুমতি করেন তো আমি ভিন্নসর দুর্গ পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে যাই।"

রাণা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি ভিন্নসর দুর্গে যাব না। অপর পথ অবলম্বন ক'রে চিতোরে ফিরে যাব।"

সোহাগ্নি-যুবক বলিল, "দাসের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্বেন। আমি বিস্মৃত হ'য়েছিলেম যে, ভিন্নসর হরবতী-রাজবংশের পুরাতন দুর্গ, আর চিতোরের রাজবংশের সঙ্গে হরবতী-রাজপুরুষগণ কিছুদিন হ'তে বৈরিতাচরণে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন!"

রাণা বলিলেন, "যদি আবার কখনও চিতোরের সঙ্গে হরবতী-রাজবংশের পূর্ব্ব সৌহৃদ্য সংস্থাপিত হয়, তবে আবার রাজপুতগৌরব ভিন্নসর দুর্গে পদার্পণ ক'র্ব!"

সোহাগ্নি যুবক বলিল, "কিন্তু এখান হ'তে চিতোরের পথ অতি দুর্গম। রাত্রি কালে এ পথে বিপদের আশঙ্কা আছে। শুনেছি,

যবনরাজ গিয়াস-উদ্দিনের অনুচরগণ আপনার অনিষ্ট কামনায় কালসাপের ন্যায় নানাস্থানে লুকায়িত আছে।”

রায়মল্ল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “তুমি বালক! তাই তুমি জান না, বাপ্পা-রায়ের বংশের কেহ কখনও অসি হাতে থাকতে, বিপদের কল্পনায় ভীত হয় নাই। স্বয়ং গিয়াস-উদ্দিন অনেক বার এই মিবারের ইষ্টদেবতা ভবানীপতির চরণস্পৃষ্ট অসির অমিত বল পরীক্ষা ক’রেছে!”

রাণা অশ্বারোহণে, সহচরগণ ও শিবিকাদ্বয় সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। সোহাগ্নি-বালক তাঁহার পশ্চাতে চলিল।

(২)

ক্রমে সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশের ঘনান্ধকার বিদূরিত করিয়া আকাশে শশাঙ্ক দেখা দিল। সোহাগ্নি-যুবক বলিল, “মহারাণা! অইযে সম্মুখে তুঙ্গ শৃঙ্গের নীচে, ঘোর কল্লোলে চম্বল নদ প্রবাহিত হ’চ্চে, অই স্থানের নাম ‘বীর-ঝাঁপ’। প্রবাদ আছে,—যে অই পর্ব্বত-প্রান্ত হ’তে চম্বলস্রোতে ঝাঁপ দিতে পারে, সে নাকি ভগবান দেবাদিদেবের চিরপ্রসাদ লাভ করে ও দেহান্তে কৈলাস-ভবনে বাস করে। সেই জন্য নাকি, রাজস্থানের চিরসুহৃৎ চম্বল নদ অবিরাম কল্লোলে রাজপুত-পথিককে অই তুঙ্গ শৃঙ্গ হ’তে ঝাঁপ দিতে আহ্বান ক’র্‌চে। কত নরনারী যে, এই ‘বীর-ঝাঁপে’ লম্ফ দিয়ে অকালে কালসদনে গিয়েছে, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু, দেব ভূতপতি

পাঁচ রকম।

যার উপর প্রসন্ন হন, সে নাকি 'বীর-ঝাঁপে' লম্ফ দিয়ে অক্ষত শরীরে ফিরে আস্তে পারে। শুনেছি, কিছুদিন হ'ল, একটি তেলার মেয়ে এই 'বীর-ঝাঁপে' লম্ফ দিয়ে ফিরে এসে, এখন মহারাণার অন্তঃপুরে অবস্থান ক'র্চে।—এ কি!"

অকস্মাৎ বহুসংখ্যক অশ্বের পদধ্বনি ও তরবারির ঝন্‌ঝনা চম্বলের স্রোতনিনাদের সঙ্গে মিশিল। রাণা বলিলেন, "সোহাগ্নি বালক! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য। এই নির্জ্জন প্রদেশে কালসর্প লুক্কায়িত ছিল!"

সহসা বহুসংখ্যক যবন-দস্যু আসিয়া, রাণার অনুচরগণকে আক্রমণ করিল। রাজপুত-সেনাগণের তরবারি নিষ্কোষিত হইবার পূর্ব্বেই সোহাগ্নি-যুবকের দীর্ঘ অসি, শত বিদ্যুৎ বিস্ফারণের ন্যায়, দশদিকে ঘুর্ণিত হইতে লাগিল। সহসা হীনবীর্য্য রাজপুত-সেনাগণ বালকের অতুল পরাক্রম দর্শনে দ্বিগুণ উৎসাহে দস্যুগণের প্রতি-যোগিতায় প্রবৃত্ত হইল। রায়মল্ল সোহাগ্নি-বালকের পার্শ্বদেশে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অসি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই যবন-দস্যু রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সোহাগ্নি-বালক পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, ইন্দুমতীর শিবিকা সেখানে নাই! সে রায়মল্লকে বলিল, "মহারাণা! যবনদস্যুগণ রাজকুমারী ইন্দুমতীকে ল'য়ে পলায়ন ক'রেছে। কিন্তু, তাদের পলায়নের একটি মাত্র পথ আছে, তাহা অই 'বীর-ঝাঁপের' নীচে। আপনি ততক্ষণ সসৈন্যে

সম্মুখে গিয়ে অন্বেষণ করুন। আমি লম্ফ দিয়ে 'বীর-ঝাঁপ' হ'তে অবতরণ ক'রে, পলাতক দস্যুদলের পথ রোধ করি। অনেক দিন অবধি 'বীর-ঝাঁপ' অবতরণের সাধ ছিল, আজ সে সাধ পূর্ণ হ'ক!"

সোহাগ্নি-যুবক পর্ব্বত-প্রান্তে দৌড়িয়া গিয়া, অসি হস্তে উভয় বাহু উত্তোলন করিয়া 'বীর-ঝাঁপে' লম্ফ প্রদান করিল। বুঝি দেব উমাপতি বালকের বীরত্বে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভয় দান করিলেন! সে সেই উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে, রাজপুত বীরের চিরসুহৃৎ চম্বল নদের বক্ষে ঝাঁপ দিয়া, অক্ষত শরীরে তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, কিঞ্চিৎ দূরে চম্বলের উপর দুইখানি নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই যবনসেনাবেষ্টিত শিবিকা বাহকগণের পৃষ্ঠ হইতে নৌকার নিকটে নামিল। একজন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বলিল, "তবে আর কেন, সুন্দরি! নৌকায় উঠ! বহু আয়াসে আজ অমূল্য রত্ন লাভ ক'রেছি। চল, কণ্ঠে ধারণ ক'রে হৃদয় শীতল করি।"

সোহাগ্নি-যুবক পশ্চাৎ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া, প্রেমিক দস্যুর পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে নৌকার রজ্জু খুলিয়া দিল। সেই প্রচণ্ড পদাঘাতে চম্বলের প্রচণ্ড স্রোতে পড়িয়া, প্রেমিক দস্যু প্রেম-প্রবাহে ভাসিয়া চলিল! নৌকা নাবিকগণকে পৃষ্ঠে লইয়া, প্রেমিকের পার্শ্বদেশ দিয়া, প্রেমরঙ্গে, লহরীভঙ্গে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে কয়েকজন যবন-দস্যুর ছিন্ন মস্তক নদীসৈকতে লুটাইল!

পাঁচ রকম।

"ভূত! ভূত! পালা পালা!"—চারিদিক্ হইতে আর্ত্তনাদ উঠিল। অবশিষ্ট দস্যুগণ চারিদিকে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

সোহাগ্নি-যুবক শিবিকার নিকটে গিয়া, ইন্দুমতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রাজনন্দিনি! শিবিকা হ'তে বাহিরে আসুন। ভগবান্ অনাদিদেবের কৃপায় দস্যুদল পলায়ন ক'রেছে।"

ইন্দুমতী যুবার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "বীর যুবক! তোমার অতুল বীরত্বে আমার জীবন রক্ষা হ'য়েছে! কোন্ কথায় তোমাকে সাধুবাদ দিব, জানি না।"

সোহাগ্নি-যুবক বলিল, "এ দীন জনের অকিঞ্চিৎকর জীবন আজ সফল হ'ল! কিন্তু এখানে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত নহে। কি জানি, দস্যুগণ আবার যদি ফিরে আসে। চলুন, আপনাকে রাণার নিকটে ল'য়ে যাই। কিন্তু পথ অতি দুর্গম। আপনি এ পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম ক'রে অত দূর কেমন ক'রে যাবেন? তবে একটি মাত্র উপায় আছে। আপনি এ দাসের স্কন্ধে আরোহণ করুন, আমি অল্পক্ষণ মধ্যেই আপনাকে রাণা রায়-মল্লের নিকটে ল'য়ে যাই।"

ইন্দুমতী একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে যুবার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেই জনশূন্য, চন্দ্ররশ্মিপ্লাবিত, চম্বলের আনন্দ-কল্লোল-বিধ্বনিত পার্ব্বত্য প্রদেশে, বীর বালকের মধুর বাণী ইন্দুমতীর অন্তর মধ্যে যেন কোন্ বিগত দিনের—কোন্ পূর্ব্ব জন্মের—সুখস্বপ্নের

অস্ফুট স্মৃতি জাগাইয়া দিল! ইন্দুমতী একবার যুবার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ অবনত করিলেন।

যুবক বলিল, "দেবি! আপনি কি এই নীচকুলোদ্ভব দীন জনের স্কন্ধে পদার্পণ ক'র্‌তে সঙ্কোচ বোধ ক'র্‌চেন? ভগবতী সিংহবাহিনীর পাদপদ্ম কি মহিষাসুরের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শে অপবিত্র হ'য়েছিল?"

অকস্মাৎ অদূরে অশ্বসমূহের পদধ্বনি উত্থিত হইল। ইন্দুমতী সভয়ে চমকিয়া উঠিলেন। যুবা বলিল, "ভয় নাই, রাজকুমারি! রাজা স্বয়ং সসৈন্যে এই দিকে আস্‌ছেন। অই দেখুন, চিতোর-সেনাগণের পীতবর্ণের শিরোভূষণ চন্দ্রকিরণে চমকিতেছে! তবে এখন এ দাসকে বিদায় দিন।"

ইন্দুমতী বলিলেন, "বীর-যুবক! ক্ষণমাত্র অপেক্ষা কর। আমি রাণার নিকটে তোমার অতুল বীরত্বকাহিনী বিবৃত ক'র্‌ব। তিনি তোমার উপর কত প্রীত হবেন, তোমাকে কত পুরস্কার দিবেন।"

সোহাগ্নি-বালক উত্তর করিল, "রাজকুমারি! রাজপুত-বালক নীচবংশোদ্ভূত হ'লেও বীরধর্ম্ম পালন করে, তার জন্য পুরস্কার কামনা করে না। তবে একটি মাত্র কথা আপনাকে ব'লতে ইচ্ছা করি। যদি আবার কখনও আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন, কিংবা যদি কখনও কোনও বিপদের সময় এই দীন সোহাগ্নির সাহায্যের প্রয়োজন হয়, স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমার এই

পাঁচ রকম।

সোনার কৌটা আপনার নিকটে রাখুন। আর স্মরণ রাখ্‌বেন, "সোনার কৌটা"—এইমাত্র সঙ্কেত বচন, কোন লোকের মুখে অনাদিদেবের মন্দিরের যে কোন প্রহরীর নিকটে পাঠিয়ে দিলেই, আমি আপনার কাছে উপস্থিত হব। কিন্তু, একটি মাত্র অনুরোধ, এই সোনার কৌটা গোপনে রাখ্‌বেন; আর যত দিন আপনার সঙ্গে আবার আমার সাক্ষাৎ না হয়, ততদিন এই কৌটা খুলবেন না ও ইহার ভিতরে কি আছে তা দেখ্‌বেন না। তবে এখন বিদায় গ্রহণ করি।"

সোহাগ্নি-যুবক একটি সোনার কৌটা ইন্দুমতীর হাতে দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। তাহার সুকুমার বীরদেহ মুহূর্ত্ত মধ্যে পর্ব্বতকন্দরের অন্তরালে লুকাইল। ইন্দুমতী আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি সোনার কৌটা আপন বসন মধ্যে লুকাইয়া, সাশ্রুনয়নে সেনাদলবেষ্টিত রাণা রায়মল্লের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন।

(৩)

প্রবাদ আছে, আহত ভুজঙ্গ আততায়ীর হাত হইতে একবার মুক্তি লাভ করিয়া পলায়ন করিলে, সে জীবনসত্ত্বে আততায়ীকে ভুলিতে পারে না। মালবরাজ গিয়াস্‌-উদ্দিনের সেনাপতি শমস্‌-উদ্দিনেরও সেই দশা ঘটিল। যে দিন সে সোহাগ্নি-যুবকের ভীম পদাঘাতে চম্বল-তরঙ্গে পড়িয়া, বহু আয়াসে আপন জীবন

রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, সেই দিন অবধি, রাণা রায়মল্লের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। চারি বৎসর পরে, সহসা একদিন গভীর রজনীতে, বহু সংখ্যক যবন-সেনা আসিয়া চিতোর দুর্গ আক্রমণ করিল। আপাততঃ যবন-যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া, রায়মল্ল নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন। তিনি সম্প্রতি তাঁহার সৈন্যদল, বিদ্রোহী মীনা-সেনাগণকে বশীভূত করিবার জন্য, কমলমীর দুর্গে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, যে অল্পসংখ্যক সৈনিক চিতোরে আছে, তাহাদের সাহায্যে সেই বিংশ সহস্রাধিক শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হওয়া বাতুলতা মাত্র। তিনি কমলমীর দুর্গ হইতে তাঁহার সেনাগণের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি প্রকারে তাহাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি ভাবিলেন, যবনদস্যু আলা-উদ্দিনের চিতোর আক্রমণকালীন সেই সহস্র রাজপুত-নারীর চিতারোহণের লোমহর্ষণ দৃশ্যের পুনরভিনয় অবশ্যম্ভাবী!

দুর্গের পশ্চিম-পার্শ্বস্থ কক্ষে, রাজকুমারী ইন্দুমতীর সঙ্গে তাহার পরিচারিকা গোমতীর কথোপকথন হইতেছিল। গোমতী বলিতে-ছিল, "একি কথা, রাজনন্দিনি! আমি তেলীর মেয়ে; এ সকল কাজ করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?"

পাঁচ রকম।

ইন্দুমতী বলিলেন, "তুই 'বীর-ঝাঁপ' হ'তে লম্ফ দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এসেছিলি. আর এই সামান্য কাজটা ক'র্‌তে পার্‌বি না ?"

গোমতী হাসিয়া বলিল, "রাজকুমারি! তুমিও সে কথা সত্য ব'লে বিশ্বাস কর ?"

"সত্য কি মিথ্যা, সে সব কথা পরে শুন্‌ব। এখন আমি যা ব'ল্‌চি, তাই কর্‌। এই সামান্য কাজটা ক'র্‌তে পার্‌লে, তোকে আমার এই লক্ষ টাকার হীরার হার পুরস্কার দিব। তুই এই যবন সৈনিকের পোষাক প'রে, দড়ী ধ'রে, ধীরে ধীরে দুর্গের নীচে নেমে যাবি। তারপর তোর গ্রামে গিয়ে, তোর স্বামীকে অনাদিদেবের মন্দিরে পাঠিয়ে দিবি। সেখানে গিয়ে তোর স্বামীকে কেবল এই দুইটি কথা ব'ল্‌তে হবে—"সোনার কৌটা।"

গোমতী বলিল, "আচ্ছা তা যেন হ'ল। কিন্তু সেই সোহাগি-ছোঁড়ার কাছে এই খবর পাঠিয়ে দিলে কি লাভ হবে ? সে চিতোরের কেল্লা রক্ষা ক'র্‌বে ? সে কি কোন মন্ত্র জানে না কি ?"

"সে যে কত বড় বীর, তা তুই পরে দেখ্‌তে পাবি। আমার বিশ্বাস,—সে এই সংবাদ পেলেই, যে কোন উপায়েই হ'ক্‌, আমাদিগকে যবনের হাত হ'তে রক্ষা ক'র্‌বে।"

গোমতী বলিল, "রাজকুমারি! তোমার কি অসম্ভব আশা! লোকে কথায় বলে, প্রেমে প'ড়্‌লে মেয়ে মানুষের আকাশ-পাতাল

জ্ঞান থাকে না। কিন্তু এই বড় আশ্চর্য্য, এত রাজা-রাজড়া থাকতে একটা সোহাগ্নি-ছোঁড়া—”

“চুপ্ কর্, আবাগি! এখন ওসব কথার সময় নয়। এখন আমি যা ব’ল্‌চি, তা ক’র্‌বি কি না বল্। যদি এই হীরার হার পাবার সাধ থাকে, তবে আর বিলম্বে কাজ নাই।”

গোমতী সতৃষ্ণনয়নে হীরার হারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “তবে এখন কি ক’র্‌তে হবে বল। আর যদি আমার স্বামী অনাদিদেবের মন্দিরে গিয়ে, সেই সোহাগ্নি-ছোঁড়ার দেখা না পায়?”

“সে, মন্দিরে থাকুক আর না থাকুক, “সোনার কৌটা”—এই দুইটি কথা ব’ল্‌লেই মন্দিরের অন্যান্য প্রহরিগণ তার নিকটে সংবাদ পাঠিবে দিবে।”

“তা—হীরার হার কবে পরাবে?”

“তুই তাকে এই সংবাটি পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে এলেই তোকে হীরার হার পরিয়ে দিব।

ইন্দুমতী পূর্ব্ব হইতেই যবনসেনার পোযাক প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজ হস্তে গোমতীকে যবন-সেনার পোষাক পরাইয়া দিলেন ও তাঁহার শুক পাখী পিঞ্জরের মধ্যে রাখিয়া, তাহার প্রকাণ্ড লোহার দাঁড় গোমতীর হাতে দিলেন। ইন্দুমতী দুই হাত দিয়া বৃহৎ রজ্জুখণ্ড ধারণ করিলেন। সেই রজ্জু অবলম্বনে

পাঁচ রকম।

লৌহদণ্ড হাতে লইয়া, প্রাচীরে ভর দিয়া নীচে নামিয়া, গোমতী দুর্গপার্শ্ববর্ত্তী নিভৃত পাহাড়ের উপর দাঁড়াইল।

(৪)

চিতোর দুর্গ হইতে কিছু দূরে, অম্বরপুর গ্রামে গোমতীর স্বামী লছ্‌মন তেলীর পৈত্রিক নিবাস। গোমতী যে 'বীর-ঝাঁপে' লম্ফ দিয়া অক্ষত দেহে ফিরিয়া আসিয়াছিল, এ প্রবাদ গ্রাম মধ্যে অনেক দিন পূর্ব্বেই রাষ্ট্র হইয়াছিল। গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলের বিশ্বাস, গোমতীর মত ভাগ্যবতী রমণী সে দেশে আর কেহ নাই। সে যখন এত দিন পরে আবার পতিভবনে ফিরিয়া আসিল, চারিদিক্ হইতে অসংখ্য লোক তাহাকে দেখিতে আসিল। গোমতী গ্রামে আসিয়া, যবনসেনার পোষাক ত্যাগ করিয়া নারীর বসন পরিয়াছিল; কিন্তু ইন্দুমতীর শুকপাখীর লোহার দাঁড় হাত হইতে নামায় নাই। সে সকলের নিকট রাষ্ট্র করিয়াছিল যে, মহারাণা স্বয়ং তাহার সেই 'বীর-ঝাঁপের' অতুল কীর্ত্তির সম্মানচিহ্নস্বরূপ, তাহাকে এই প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড উপহার দিয়াছেন! সে যাহা হউক, গোমতী তাহার স্বামীকে ইন্দুমতীর সংবাদ লইয়া, অনাদিদেবের মন্দিরে পাঠাইয়া দিয়া, তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে, গোমতী এক হাতে লোহার দাঁড় ও অপর হাতে কলসী লইয়া, অদূরবর্ত্তী কূপ হইতে জল আনিতে যাইতেছিল। সে দেখিল, কিছু দূরে রাজপথের পার্শ্বে বৃক্ষতলে

অনেকগুলি ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে ও অনেক পাগড়ী-বাঁধা সিপাহী এক স্থানে বসিয়া সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। গোমতী একজন কৃষককে জিজ্ঞাসা করিল, "এরা সব কে গা ?"

কৃষক বলিল, "কি আশ্চর্য্য ! তুমি এ কথা শোন নাই ? গিয়াস-উদ্দিনের ফৌজ চিতোরের কেল্লা ঘেরাও ক'রেছে। এরা সেই সংবাদ পেয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই ক'রতে যাচ্চে। এদের মধ্যে যে সর্দ্দার সে অই নিমগাছের তলায় শুয়ে বিশ্রাম ক'রছে।"

"কই দেখি ! তবে বুঝি এত দিন পরে সত্য সত্যই আমার কপাল ফির্‌ল !"

গোমতী দ্রুতপদে নিম গাছের তলায় গিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, একজন তরুণ সৈনিক কূপ সন্নিধানে বৃক্ষতলে নিদ্রিত রহিয়াছে। সে সৈনিকের নিকটে গিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল, সৈনিক যেন নেশায় অচেতন হইয়া নাসিকাধ্বনি সহকারে নিদ্রা যাইতেছে। তাহার নাকে ও মুখে মক্ষিকারাশি নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিতেছে ! গোমতী আপনা আপনি বলিল, "এ নিশ্চয়ই সেই সোহাগ্নি-ছোঁড়া ! আঃ পোড়া কপাল ! রাজকুমারীর আশাও তো কম নয়! এই আফিমখোর ছোঁড়া নাকি আবার চিতোরের কেল্লা রক্ষা ক'রবে !"

রাজস্থানে একটি প্রবাদ আছে যে,—অহিফেনসেবিগণ মহাদেবের নিকট হইতে বরলাভ করিয়াছিল যে, তাহাদের দর্শনশক্তি অষ্ট-

পাঁচ রকম।

প্রহর চক্ষের পলকের ভিতর আবদ্ধ থাকিবে; কিন্তু শ্রবণশক্তি দশগুণ বাড়িবে। নিদ্রিত সৈনিক বুঝি সেই বরের প্রসাদে গোমতীর কথাগুলি সব শুনিতে পাইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, অতি কষ্টে চক্ষের পলক খুলিয়া বলিল, "কি ব'ল্‌লি দুশ্চারিণি! চিতোর দুর্গ রক্ষা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়? এই রাজপুতানায় আমার মত বাহুতে বল আছে, এমন কি আর কেহ আছে? তার সাক্ষী এই দেখ্।"

সৈনিক গোমতীর হাত হইতে লৌহদণ্ড কাড়িয়া লইয়া, তাহার গ্রীবাদেশে স্থাপিত করিল। শিশু যেমন ফুলের হার হাতে লইয়া অবলীলাক্রমে গলায় পরে, সৈনিক যুবক তেমনি অনায়াসে সেই অতি দৃঢ় প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড গোমতীর গলায় বেষ্টন করিয়া বলিল, "তুই আমাকে উপহাস ক'রেছিলি, তার পুরস্কারস্বরূপ তোকে এই গহনা পরিয়ে দিলেম। তুই এইখানে অপেক্ষা কর্। চিতোর দুর্গ উদ্ধার ক'রে যখন আবার ফিরে আস্‌ব, তখন তোর এই গহনা খুলে দিব। আর আমার মত হাতে শক্তি আছে, এমন বীর যদি আর কেহ থাকে, তার নিকটে গিয়ে এ গহনা খুলে নিস্।"

সৈনিক নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলে সজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিল ও আপন অনুচরগণকে সঙ্গে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল। গোমতী সৈনিকের নিকটে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার একটি

মিনতি আছে। তুমি চিতোরে গিয়ে রাজকুমারী ইন্দুমতীকে বলিও, তিনি আমাকে যে হীরার হার পরাবেন ব'লেছিলেন, আজ আমার সে সাধ মিট্‌ল!"

সৈনিক চমকিয়া গোমতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি ব'ললি? রাজকুমারী ইন্দুমতী? তুই কি তাঁকে চিনিস্?"

গোমতী বলিল, "আমি চিতোরগড়ের অন্তঃপুরে থাকি। আমি ইন্দুমতীর দাসী।"

সৈনিক বলিল, "বটে? তবে তুমি আমার সঙ্গে চল। ইন্দুমতীর সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দিতে হবে।"

গোমতীর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া, সৈনিক তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে, আপন পশ্চাতে বসাইয়া অশ্বচালনা করিল। অপর অশ্বারোহিগণ তীব্র বেগে তাহার সঙ্গে চিতোর দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল।

(৫)

তমোময় নিশীথে যবন-সেনাপতি শমস্-উদ্দিন চমকিত প্রাণে, বিহ্বল হৃদয়ে দেখিল, সহসা চিতোর দুর্গের কোন্ অপরিজ্ঞাত অধিত্যকা হইতে পঞ্চসহস্র ক্ষিপ্ত ধূমকেতুর ন্যায়, পঞ্চসহস্র অশ্বপৃষ্ঠে পঞ্চসহস্র উজ্জ্বল শাণিত অসি অন্ধকার ভেদ করিয়া, কালানল তেজে চমকিয়া উঠিল! কাহার সাধ্য, সেই আকস্মিক কালানল বৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়ায়? একবার—একবার মাত্র—সেই কালান্তকমূর্ত্তি

পাঁচ রকম।

রাজপুত-বীরদলের অসির ঝন্‌ঝনার সঙ্গে অরাতি-সেনার আর্ত্তনাদ ও হাহাকার-ধ্বনি, ধরণী-পৃষ্ঠে ছিন্ন মুণ্ড পতনের গভীর নিনাদ, পলাতক যবনদলের দ্রুতপদবিক্ষেপ-শব্দ নৈশ আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল! কিছুক্ষণ মধ্যেই চিতোর দুর্গ নীরব ও নিস্তব্ধ হইল।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বগগন উষার রক্তিম আলোকে বিভাসিত হইল। বহুদিন পরে আবার চিতোরের সিংহতোরণ সশব্দে উদ্‌ঘাটিত হইল। গোমতী তখনও সেই বীরদল-নায়কের অশ্বপৃষ্ঠে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। সৈনিক তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "বলি, প্রিয়সখি! আর কেন? একবার চক্ষু উন্মীলন ক'রে উঠে ব'স! এতক্ষণ দেখ্‌লে তো, আফিমখোর ছোঁড়ার বাহুতে কত বল? ও কি? অত কাঁপ্‌চ কেন? একটু আফিম খাবে?"

গোমতী বলিল, "ঢের হ'য়েছে! আর তোমার রসিকতায় কাজ নাই। একবার আমাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে দাও, হাঁফ ছেড়ে বাঁচি!"

সৈনিক ঘোড়া হইতে নামিয়া, গোমতীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া নীচে নামাইল ও তাহাকে বলিল, "কই? তোমার রাজকুমারী ইন্দুমতী কোথায়? তুমি আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করিয়ে দিবে ব'লেছিলে যে? তা চল, একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে দেশে ফিরে যাই। নহিলে চল, তোমাকে আবার ঘোড়ার পিঠে

বেঁধে ল'য়ে এখান হতে চ'লে যাই। এই দুয়ের মধ্যে যেটা তোমার ভাল বিবেচনা হয়, তাই কর।"

"আমার সঙ্গে এস, ইন্দুমতীকে দেখিয়ে দিই।"

ইন্দুমতী নির্জ্জন কক্ষ মধ্যে, স্তিমিতপ্রায় প্রদীপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিলেন। গোমতী, সৈনিককে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, "রাজকুমারি! যে আজ চিতোর দুর্গ রক্ষা ক'র্লে, তাকে কি একবার দেখ্তে ইচ্ছা হয়? সত্য ক'রে বল দেখি, এই কি তোমার সেই সাধের সোহাগ্নি-সিপাহী?"

ইন্দুমতী শিহরিয়া সৈনিকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেই বীরকান্তি, আকর্ণবিশ্রান্তলোচন সোহাগ্নি-যুবক! ইন্দুমতী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "হায়! রাজস্থানের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর এমন ভুবনমোহন রূপ ল'য়ে যদি কোন রাজবংশ উজ্জ্বল ক'র্ত!"

সোহাগ্নি-যুবক বলিল, "রাজনন্দিনি! আমার সে সোনার কৌটা কি ফেলে দিয়েছেন?"

ইন্দুমতী উত্তর করিলেন, "তোমার সে সোনার কৌটা এই চারি বৎসর অতি যত্নে হৃদয়ে লুকিয়ে রেখেছি; তুমি নিষেধ ক'রে-ছিলে, সেই জন্য ইহার ভিতরে কি আছে, তা এখনও দেখি নাই।"

যুবক মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "তবে এখন দেখুন। ইহার ভিতরে আর কিছু নাই, কেবল আমার নাম লেখা আছে।"

পাঁচ রকম।

কি নাম লেখা আছে, দেখিবার জন্য ইন্দুমতী ক্ষিপ্রহস্তে, কম্পিত করে সোনার কৌটা খুলিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল, হৃৎপিণ্ড কাঁপিতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "হা নিষ্ঠুর! এত দিন আমাকে এ কথা বল নাই কেন?"

গোমতী বলিল, "আর আমাকে কাল থেকে যে গহনা পরিয়ে রেখেছ, তা কি এখনও খোল্‌বার সময় হয় নাই?"

"ক্ষমা কর, এতক্ষণ সে কথা বিস্মৃত হ'য়েছিলেম। এস—"

সোহাগ্নি-যুবক পূর্ব্বের মত অবলীলাক্রমে, নিমেষ মধ্যে, গোমতীর গলদেশ হইতে সেই প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড খুলিয়া দিয়া হাস্য করিয়া বলিল, "আমি তোমাকে যে গহনা পরিয়েছিলেম, তা তো খুলে দিলেম; এখন রাজকুমারী চিতোর দুর্গ উদ্ধার হ'লে তোমাকে যে গহনা পরাবেন ব'লেছিলেন, তা কই?"

বেপথুমতী, সরসাঙ্গযষ্টি রাজকুমারী ইন্দুমতী কণ্টকিত দেহে, কম্পিত চরণে দৌড়িয়া আসিয়া, গোমতীকে আলিঙ্গন করিয়া, আপন কণ্ঠদেশ হইতে হীরার হার খুলিয়া গোমতীর গলায় পরাইয়া দিলেন!

(৬)

আজ চিতোরের চারিদিকে আনন্দ-উৎসব। গত নিশীথে যে অজ্ঞাতকুলশীল অমিতবিক্রম হিন্দুবীর কোথা হইতে আসিয়া, যবনের করালগ্রাস হইতে চিতোর দুর্গের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন,

রাজমহিষী দেবযানীর ঘোষণা, আজি তাঁহাকে মহাসমারোহে পুরস্কার দান করিবেন। রাণা রায়মল্ল আপন বিশ্রাম-কক্ষে আসীন। সম্মুখে সোহাগ্নি-যুবক দণ্ডায়মান। রাণা বলিতেছিলেন, "যে দিন তোমাকে দেবাদিদেবের মন্দিরে দেখেছিলেম, সেই দিনই আমার মনে সন্দেহ হ'য়েছিল, তুমি সেখানে ছদ্মবেশে অবস্থান ক'র্‌ছিলে। তা, এখনও কি তোমার প্রকৃত পরিচয় গোপন কর্‌বার আবশ্যকতা আছে?"

সোহাগ্নি-যুবক উত্তর করিল, "আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। যে দিন—"

এই সময়ে গোমতী, হীরার হার পরিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে আসিয়া, বলিতে লাগিল, "মহারাণা! রাজমহিষী আপনার নিকট অনুরোধ ক'র্‌চেন যে, আজিকার এই উৎসবের সঙ্গে, রাজকুমারী ইন্দুমতীর বিবাহ-উৎসবও সম্পন্ন হ'ক্। আপনার কি মত জানবার জন্য, তিনি আর ইন্দুমতী এই পাশের ঘরে পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাণা বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সে কি! ইন্দুমতীর বিবাহ? কোথায়—কার সঙ্গে বিবাহ, আমি তো তার কিছুই জানি না!"

গোমতী বলিল, "যার সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহ হবে, এই দেখুন, এই সোনার কৌটার ভিতরে তার নাম লেখা আছে।"

রায়মল্ল সোনার কৌটা হাতে লইয়া বলিলেন, "একি! এতে

পাঁচ রকম।

তো লেখা আছে, “হরবতী-রাজকুমার নারায়ণ দাস”! তাঁর সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহের কথা আমি তো কিছুই জানি না। আর এ সোনার কৌটা কোথা হ'তে কে ল'য়ে এসেছে, তাও কিছুই জানি না।”

গোমতী মৃদু হাস্যে উত্তর করিল, “অই সোহাগ্নি-সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করুন; উনি সব জানেন।”

রাণা সোহাগ্নি-যুবার হাতে সোনার কৌটা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি এই সোনার কৌটার বিষয় কিছু জান?”

সোহাগ্নি-যুবক করযোড়ে উত্তর করিল, “দেব! অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। আমি আপনাকে এতদিন বলি নাই,—আমিই হরবতী-রাজতনয় নারায়ণ দাস। আপনাকে আর অধিক কথা বল্‌বার কি প্রয়োজন? আপনি আমার বিষয় সমস্তই অবগত আছেন। সম্প্রতি, আজ দুই মাস হ'ল, আমি যে প্রকারে রাজ-দ্রোহী, বিধর্ম্মী, কাপুরুষ দু'জনকে সংহার ক'রে, যবনের হাত হ'তে পিতৃসিংহাসনের পুনরুদ্ধার সাধন ক'রেছি, সে সকল কথাও আপনার কিছুমাত্র অবিদিত নাই।”

রাণা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, নারায়ণ দাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বৎস! এত দিন আমার নিকট প্রকৃত পরিচয় গোপন ক'রেছিলে কেন? মিবারের রাণার সঙ্গে হরবতী রাজ-বংশের বৈরিতার সূত্রপাত হ'য়েছিল, সেই আশঙ্কায় বুঝি তোমার

পিতৃতুল্য, বৃদ্ধ রায়মল্লকে আত্মপরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ ক'রে-ছিলে? সে যা হ'ক্, আজ তোমার অতুল বীরত্বে রাজপুতানার পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হ'ল। তুমি আজ, চিতোরের এ ঘোর অন্ধকারের দিনে রাজপুতকুলের আদিত্যরূপে দেখা না দিলে, এতক্ষণে চিতোর দুর্গ ঘোর শ্মশানে পরিণত হ'ত!"

গোমতী বলিল, "মহারাণা! ওঁকে সোনার কৌটার কথা তো এখনও জিজ্ঞাসা ক'র্লেন না!"

রাণা উত্তরের প্রতীক্ষায় নারায়ণ দাসের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। নারায়ণ দাস বলিলেন, "দেব! এ সোনার কৌটা আমার অহিফেনের কৌটা। পিতৃরাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হ'য়ে আস্বার সময়, এই সোনার কৌটা মাত্র সম্বল সঙ্গে ল'য়ে এসে-ছিলেম। আপনি যে দিন অনাদিদেবের মন্দিরে, আমাকে অমিত-মাত্রায় অহিফেন সেবনের জন্য তিরস্কার ক'রেছিলেন, সেই দিন অবধি মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেম,—যদি কখনও পিতৃ-সিংহাসন যবনের গ্রাস হতে মুক্ত ক'রে, হরবতী-রাজসিংহাসনের উপযুক্তা কোন রাজপুত নারীর পাণিগ্রহণ ক'রতে পারি, তবে এই সোনার কৌটা তাঁর হাতে সমর্পণ ক'র্ব; আর তাঁরই ইচ্ছামত পরিমিত মাত্রায় অহিফেন সেবন ক'র্ব। তাই, এই চারি বৎসর রাজকুমারী ইন্দুমতীর নিকটে, এই সোনার কৌটা গোপনে রেখে দিয়েছিলেম।"

পাঁচ রকম।

রাণা সস্মিতমুখে গোমতীকে বলিলেন, "তবে মহিষীকে সংবাদ দাও, আজ চিতোরের বিজয়োৎসবের সঙ্গে ইন্দুমতীর পরিণয়োৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হবে। বৎস, নারায়ণ দাস! আজ আমার প্রিয়তমা সোদরতনয়া ইন্দুমতীর করকমলে, তোমার এই সোনার কৌটা সমর্পণ কর। আশীর্ব্বাদ করি, ভবিষ্যতে ইহার অভ্যন্তরস্থ অহিফেন, অমৃতে পরিণত হউক!"

পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে একখানি ক্ষুদ্র সুন্দর আভাময় চম্পক-গুচ্ছ-বিনিন্দিত করপুট চিকের বাহিরে আসিল। সেই সমৃণাল বিকচ-কমলের মত করতলের উপর নারায়ণ দাস তাঁহার সোনার কৌটা রাখিয়া দিলেন।

রাজপুতানার মধ্যাহ্ন-সূর্য্য, হরবতী-রাজ নারায়ণ দাসের অহিফেনের সোনার কৌটা মিবার-পঙ্কজিনী ইন্দুমতীর হাতে পড়িয়া, তাহা হইতে সমগ্র রাজস্থানে যে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা রাজপুতানার ইতিবৃত্ত-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

নিম্নলিখিত উপন্যাসগুলি

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও

অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মূল্য ১৲; উৎকৃষ্ট বাধাই ১।০ পাঁচ সিকা।

"যুগল প্রদীপ একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস।* গ্রন্থকার অন্নপূর্ণার চরিত্রে যেমন চিত্রনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তেমনই অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য ফলাইয়াছেন।"

বান্ধব।

"গ্রন্থগত চরিত্রগুলি কবির নিপুণ তুলিকাপাতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

—প্রবাসী

"The author has displayed much ingenuity in the workmanship of the novel before us."—*Indian Mirror.*

"The book before us is interesting and the characters in it are excellently portrayed."—*Amrita Bazar Patrika.*

"There is a charm in his style which would carry the reader through the volume."—*Bengalee*.

"যেমন সুন্দর ভাষা, তেমনি মনোহর বর্ণনাকৌশল, ততোধিক সুন্দর উপন্যাসের আখ্যানভাগ।"—বসুমতী।

"আলোচ্য পুস্তক ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে এবং চরিত্রে সৌন্দর্য্যশালী।"
—বঙ্গবাসী।

বসন্তের রাণী

উৎকৃষ্ট বাঁধাই ১।০ পাঁচ সিকা।

"গ্রন্থখানি কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই পাঠের যোগ্য ও সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইবে। ইহা বঙ্গসাহিত্যে একটী উচ্চ স্থান পাইবার অধিকারী।"—সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

"The principal, and, to our thinking, the most acceptable feature of his work now before us, is the utter absence of sickly sentimentalism which characterises the bulk of the literature of this class. The piece is pre-eminently one of action, and the reader's mind is kept continually on the jump."—*Indian Mirror*.

শৈলবালা

তৃতীয় সংস্করণ। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

"পুস্তকখানি পাঠ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার রচনানৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার জমজমাট বর্ণনা, নায়ক-নায়িকাদের সুকৌশলময় চরিত্রের গাঁথনি এবং রচনার রাজগাম্ভীর্য্য একদা আমাদের অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময় জন্মাইয়া দিয়াছে।"—আর্য্যদর্শন।

"The story is interesting and the book is well written."

— *Hindoo Patriot.*

অদ্ভুত পুলিন

দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ||০ আট আনা।

"ননিবাবু ভাষার ঝঙ্কারে অতুল যশস্বী। রাজপুতবীরের পরাক্রমবর্ণনে বুঝি ননিবাবুর দ্বিতীয় নাই। এ গ্রন্থে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব আদর্শযোগ্য।"— বঙ্গবাসী।

"ভাষা সজীব ও রচনাপ্রণালী স্বভাবের অনুরূপ।" সময়।

কোহিনুর

দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ||০ আট আনা।

"কি চরিত্রাঙ্কনে, কি ঘটনা-সামঞ্জস্যে, কি বর্ণনা-কৌশলে, কি ভাষার রমণীয়তায় ননিবাবু সর্ব্বত্রই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। "কোহিনুর" প্রকৃতই সম্রাজ্ঞীর শিরোভূষণের কোহিনুরের ন্যায় অতি উজ্জ্বল ও দীপ্তিশালী।"

—বিকাশ।

"ভাষা সুমধুর, বর্ণনা বিচিত্র, কল্পনা বিকাশবতী ও হৃদয়াকর্ষণী। ইহার আকার ক্ষুদ্র অথচ তাহাতে চরিত্র-বিকাশ সাধনের অথবা ঘটনার বৈচিত্র-বাহুল্য সমাবেশের ত্রুটি হয় নাই।"—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা।

প্রকাশক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

৫১ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।